NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ অসাধারণ পন্থের পর ম্যানচেস্টারে ব্রিটিশদের দাপট!

২০০৬ মুম্বই ট্রেন বিস্ফোরণ বম্বে হাইকোর্টের রায় স্থগিত সুপ্রিমে ৭

কলকাতা ২৫ জুলাই ২০২৫ ৮ শ্রাবণ ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 25.07.2025, Vol.19, Issue No. 46, 8 Pages, Price 3.00

বজ্রপাতে বলি ১৭

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত-নিম্নচাপের জেরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়েছে জেলায় জেলায়। বৃহস্পতিবার এই দুর্যোগে একই দিনে প্রাণ হারালেন রাজ্যে ১৭জন। বজ্রপাতে শুধুমাত্র বাঁকুড়াতেই মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। আহত হয়েছেন ৭জন। বর্ধমানে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। দক্ষিণ দিনাজপুর ১ ও পুরুলিয়ার ১ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস ছিলই। সেইমতোই বৃহস্পতিবার দুপুরে আকাশ কালো করে ঝেঁপে বৃষ্টি নামে বাঁকুড়ার বিভিন্ন প্রান্তে। ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে প্রবল বজ্রপাতও হয়। তাতে কোতুলপুর, ওন্দা, ইন্দাস ও জয়পুর-সহ নানা জায়গায় পৃথক পৃথক ঘটনায় নয় জনের মৃত্যু হয়েছে। বজ্রপাতে ওন্দায় ৪ জন, বাঁকুড়া শহরে ১ জন, কোতুলপুরে ১, ইন্দাসে ১ জন পাত্রসায়রে ১, জয়পুরে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন সাধারণ মানুষ থেকে কৃষকও। বজ্রপাতের সময় এদের কেউ কেউ মাঠে কাজ করছিলেন। কেউ বাইরে ছিলেন। আহত হয়েছেন দু'জন। প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই মাঠে আমন ধান রোপণ করতে গিয়ে বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে কোতুলপুরের খিরি গ্রামের বাসিন্দা জিয়াউল হক মোল্লার। মাঠে ধান রোপণ করতে গিয়েই বজ্রপাতে মারা গিয়েছেন ওন্দার নারায়ণ সাওয়ার। ইন্দাসেও ইসমাইল মণ্ডল (৬০) নামে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হন এক জন। জয়পুর থানার খড়িকাশুলি গ্রামে মৃত্যু হয়েছে উত্তম ভুঁইয়া (৩৮) নামে এক ব্যক্তির। আউশগ্রামের দেয়াশা হাটমারা মাঠে বজ্রপাতে রবিন টুডু (২৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়। মৃতের বাড়ি আউশগ্রামের বেলাড়ি গ্রামে। মঙ্গলকোটেও এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয় বজ্রপাতে। মৃতের নাম বুড়ো মার্ডি (৬৬)। তাঁর বাড়ি মঙ্গলকোটের চানক গ্রামে।

পূর্ব বর্ধমানেও যে পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদেরও কেউ কেউ কৃষি শ্রমিক। মাঠে কাজ করার সময়েই বাজ পড়ে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে বাজ পড়ে আহত হয়েছেন চার জন। পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকের ভগবন্তপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের লাহিরগঞ্জে লক্ষ্মীকান্ত পান (৪২) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে বজ্রাঘাতে।

ঘটনার পর প্রত্যেক এলাকাতেই শোকের ছায়া নেমে আসে। স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রশ্ন, বারবার বজ্রপাতের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষি শ্রমিকদের মৃত্যু হলেও প্রশাসনের তরফে কোনও পূর্ব সতর্কতা বা সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়না। আগাম খবর পেলে অন্তত মাঠে কাজ করার সময় মানুষের মৃত্যু হয় না।

এভাবেও ফিরে আসা যায়!!!

ভাঙা পা নিয়েই ম্যানচেস্টার টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ব্যাট করতে নামলেন ঋষভ পন্থ। উজ্জ্বল অর্ধশতরানে বিস্মিত করলেন তামাম ক্রিকেট দুনিয়াকে।

অনিল আম্বানির সংস্থায় ইডি হানা

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই: অনিল আম্বানির ৫০টি সংস্থায় তল্লাশি চালাল ইডি। বৃহস্পতিবার দিল্লি এবং মুম্বইয়ের ৩৫টি জায়গায় তল্লাশি শুরু হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় অন্তত ২৫ জনকে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, সিবিআইয়ের দায়ের করা দু'টি এফআইআরের ভিত্তিতেই অনিলের নানা সংস্থায় হানা দিয়েছে ইডি। তদন্তকারী সংস্থার মতে, চুপিসারে আমজনতার অর্থ সরিয়ে ফেলার চেষ্টা থামানো গিয়েছে এই তল্লাশির ফলে।

বুধবারই রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস এবং তার প্রোমোটার ডিরেক্টর অনিল ডি আম্বানিকে 'ফ্রড' হিসাবে উল্লেখ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। সোমবার সংসদে কেন্দ্র জানায়, এবার সিবিআইয়ের কাছে অভিযোগ দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছে দেশের বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক। ২৪ জুন রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে পুরো বিষয়টি রিপোর্ট করে স্টেট ব্যাঙ্ক। তারপরই সিবিআইয়ের কাছে অভিযোগ দায়েরের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

স্টেট ব্যাঙ্কের চিঠি অনুযায়ী, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে ৩১,৫৮০ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল আরকম এবং তার শাখা সংস্থাগুলি। এই অর্থ 'জটিল' পথে ঋণের শর্ত ভেঙে গোষ্ঠীর বিভিন্ন সংস্থার কাছে পাঠানো হয়। ইডির দাবি, কী ভাবে সরকারি অর্থ পরিকল্পিত উপায়ে বিভিন্ন খাতে পাঠানো হয়েছে, তা জানতে পেরেছে তারা। ইডি সূত্রে খবর, অনিলের সংস্থা সম্পর্কে ন্যাশনাল হাউসিং ব্যাঙ্ক, সিকিয়োরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি), ব্যাঙ্ক অফ বদোদরার কাছ থেকে তথ্য নিয়েই তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে।

অনিল আম্বানির সংস্থা আগেই নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করেছে। সম্পত্তি বেচে পাওনাদারদের দেনা মেটানোর চেষ্টাও করেছেন রিলায়েন্সের কর্ণধার। কিন্তু তাতেও সমস্যা কমছে না অনিল আম্বানির। গত বছর তাঁকে পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া বা সেবি। একই সঙ্গে রিলায়েন্স হোম ফাইনান্সের প্রাক্তন কর্তাকে ২৫ কোটি টাকা জরিমানাও করা হয়।

ভাষা সন্ত্রাস বন্ধ হবে, না হবে না, প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'ভাষা সন্ত্রাস বন্ধ হবে, না হবে না?';ফুঁসে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হরিয়ানা ও রাজস্থানে বাংলা ভাষাভাষী শ্রমিকদের উপর চরম নির্যাতনের অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার এক্স-এ সরব হলেন তিনি। কেন্দ্র ও বিজেপি-শাসিত রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন মমতা।

তাঁর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে একের পর এক খবর আসছে;হরিয়ানার গুরুগ্রাম-সহ নানা জায়গায় বাংলা ভাষাভাষী শ্রমিকদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে সেখানকার পুলিশ। পরিচয় যাচাইয়ের নামে তাঁদের আটক করে পরে সেই তথ্য পাঠানো হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে।

শুধু হরিয়ানা নয়, মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, রাজস্থান-সহ আরও কয়েকটি রাজ্য থেকে খবর এসেছে, বৈধ পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকদের জোর করে বাংলাদেশে

পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, 'আমাদের আধিকারিকদের হাতে ওইসব নির্যাতিত মানুষের উপযুক্ত পরিচয়পত্রের কপিও এসেছে।'

এই প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'ওই রাজ্যগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাওয়া অসহায় গরিব বাঙালি শ্রমিকদের ওপর চলছে অকথ্য অত্যাচার। এই দ্বৈত ইঞ্জিন সরকারের হাতে বাঙালিদের ওপরে এমন ভয়াবহ নির্যাতন দেখে আমি স্তব্ধ। কী প্রমাণ করতে চাইছে ওরা? এটা অমানবিক এবং ভয়ঙ্কর। আমরা এটা কোনওভাবেই সহ্য করব না।' সবশেষে মমতা সোজাসাপটা প্রশ্ন তোলেন, 'ভাষা সন্ত্রাস বন্ধ হবে, না হবে না?'

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই মন্তব্য শুধু প্রশাসনিক নয়, ভোটের মুখে ভাষাগত বৈষম্য ও বাঙালিদের 'টার্গেট' করা নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক বার্তাও। এখন দেখার, বিজেপি-শাসিত রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রের তরফে এ নিয়ে কী প্রতিক্রিয়া আসে।

বাণিজ্যে বিলেতে লক্ষ্মী

লন্ডন, ২৪ জুলাই: ইতিহাস তৈরি হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্রিটেন সফরে। মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে। বৃহস্পতিবার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর দুই রাষ্ট্রনায়ক স্বাক্ষর করেছেন বহু প্রতীক্ষিত ওই চুক্তিতে। লন্ডন থেকে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘোষণা করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার।

বছরে ৩,৪০০ কোটি ডলারের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের চুক্তি হয়েছে দু'দেশের মধ্যে। ব্রিটেন ২০২০ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর এটিই কোনও দেশের সঙ্গে ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক চুক্তি। বৃহস্পতিবার লন্ডনে মোদী এবং স্টারমারের মধ্যে বৈঠকের পরেই এই ঘোষণা করা হয়। দীর্ঘ আলোচনার পরে গত ৬ মে ভারত এবং ব্রিটেনের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনা শেষ হয়। এ বার মোদীর ব্রিটেন সফরকালে তা আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করা হল।

দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্যচুক্তির ফলে ব্রিটেনের বাজারে ভারতের বেশ কিছু কৃষিজাত এবং প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য আমদানির জন্য কোনও শুল্ক লাগবে না। নতুন চুক্তি অনুসারে, হলুদ, গোলমরিচ, এলাচের মতো কৃষিপণ্য এবং আমের শাঁস, আচার, ডালের মতো প্রক্রিয়াজাত

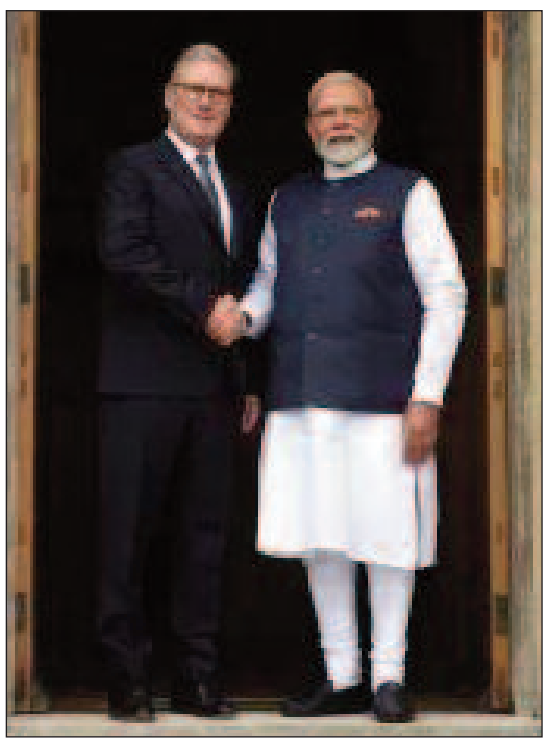

ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর

খাদ্যপণ্যগুলি ব্রিটিশ বাজারে বিনা শুল্কে প্রবেশ করতে পারবে। পাশাপাশি ভারতীয় মৎস্যজীবীরাও উপকৃত হবেন। ভারতের চিংড়ি, টুনা মাছ-সহ বিভিন্ন সামুদ্রিক খাদ্যপণ্য বিনা শুল্কে ব্রিটেনের বাজারে আমদানি করা যাবে।

এই চুক্তির ফলে ভারত থেকে রপ্তানি হওয়া প্রায় ৯৯ শতাংশ পণ্যই ব্রিটেনের বাজারে বিনাশুল্কে প্রবেশ করতে পারবে। অন্য দিকে ব্রিটেন থেকে ভারতে রপ্তানি করা বিভিন্ন পণ্যের উপর দফায় দফায় শুল্ক কমিয়ে আনা হবে। এতে সবচেয়ে বেশি সুবিধা পাবে ব্রিটেনের খাদ্য এবং পানীয় প্রস্তুতকারী ক্ষেত্র। এ ছাড়া এই চুক্তির আওতায়, ব্রিটেন থেকে আমদানি করা পণ্যগুলির প্রায় ৯০ শতাংশের উপর থেকেই শুল্ক কমিয়ে দেবে ভারত। এর মধ্যে প্রায় ৬৪ শতাংশ পণ্যে তাৎক্ষণিক ভাবে শুল্কে ছাড় দেওয়া হবে। ব্রিটেন থেকে আমদানি করা স্কচ হুইস্কির এবং জিনের পাশাপাশি জাগুয়ার, ল্যান্ডরোভারের মতো গাড়ি, মেডিক্যাল যন্ত্র, প্রসাধনী, চকোলেট, নরম পানীয়ও সস্তা হবে। ব্রিটেন থেকে আমদানি করা বৈদ্যুতিন গাড়ির উপর বর্তমানে ১১০ শতাংশ শুল্ক দিতে হয়। সেটি কমিয়ে ১০ শতাংশ করা হবে নতুন চুক্তিতে। ফলে বৈদ্যুতিন গাড়ির দামও কমতে পারে ভারতে।

বিহার ভোটার তালিকা সংশোধন

গণতন্ত্রে আঘাত, বিক্ষোভে ইন্ডিয়া

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই: বিহারে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবারও সরব হল বিরোধী দলগুলি। নির্বাচন কমিশনের এই সংশোধনের বিরুদ্ধে সংসদের দুই কক্ষেই বিক্ষোভ দেখায় বিরোধী মঞ্চ 'ইন্ডিয়া'র সদস্যেরা। ভিনরাজ্যে বাঙালি নিগ্রহ এবং বিহারের ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন নিয়েও ফের সংসদে সরব তৃণমূল কংগ্রেস। একজোট হয়ে বিরোধী বিক্ষোভের জেরে সংসদ অধিবেশন মুলতুবিও করে দিতে হয়েছে।

বিহারের ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন ইস্যুতে প্রথম সরব হয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর কংগ্রেস-সহ ইন্ডিয়া জোটের বাকি দলগুলিও এ নিয়ে সরব হয়। তৃণমূলের দেখানো পথ ধরেই সংসদে এ নিয়ে আলোচনার দাবি জানিয়ে যাচ্ছে গোটা ইন্ডিয়া জোট। বৃহস্পতিবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এদিন সংসদ শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই বিহারে এসআইআর বাতিলের দাবিতে স্লোগান দেওয়া শুরু করেন। ওয়েলে নেমে নিয়ে বিক্ষোভও দেখান বহু সাংসদ। বাধ্য হয়ে অধিবেশন মুলতুবি করে দিতে হয় দুপুর দুটো পর্যন্ত। রাজ্যসভাতেও একই পরিস্থিতি দেখা যায়।

সংসদের বাইরেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিক্ষোভে বিরোধী জোটের ঐক্যবদ্ধ চেহারাই ধরা পড়ে। বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা বা এসআইআর-এর বিরুদ্ধে কংগ্রেস, তৃণমূল, আরজেডি-সহ 'ইন্ডিয়া'র প্রায় সব দলের সদস্যই সংসদচত্বরে স্লোগান দিতে থাকেন। একসময় বিক্ষোভে যোগ দেন কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সনিয়া গান্ধিও। ভোটার তালিকায় সমীক্ষা নিয়ে বিরোধীদের বিক্ষোভে শামিল হলেও বাংলা এবং বাঙালি প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছে তৃণমূল।

বিরোধীদের হাতে ছিল 'এসআইআর গণতন্ত্রের উপর আঘাত' লেখা পোস্টার। বিরোধীদের বিক্ষোভের জেরে প্রথমে দুপুর ২টো পর্যন্ত লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়। তার পর অধিবেশন শুরু হলেও হইহট্টগোল চলতে থাকে। রাজ্যসভা এবং লোকসভার অধিবেশন শুক্রবার সকাল ১১টা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বিরোধী সাংসদদের এই আচরণের নিন্দা করে বলেন, 'এই কাজ সভার গরিমাকে নষ্ট করছে। যে আচরণ করা হচ্ছে, তা গোটা দেশ দেখছে।' বিরোধীরা অবশ্য নিজেদের বক্তব্যে অনড়। তা হল, অনতিবিলম্বে বিহারে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার কাজ স্থগিত করতে হবে।

এদিন নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার সমালোচনা করে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বলেন, 'এটা খুবই গুরুতর একটি বিষয়। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশনের মতো কাজ করছে না। এখন আমরা ১০০ শতাংশ নিশ্চিত যে, নির্বাচন কমিশন কর্নাটকের একটি আসনে কারচুপি করতে দিয়েছে।' ভোটার

সংবিধান-সম্মত দাবি কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিহারে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন ঘিরে বিরোধীদের একাধিক প্রশ্নের জবাব দিল ভারতের নির্বাচন কমিশন। কমিশনের মতে, তালিকা থেকে মৃত, বিদেশি অথবা একাধিক ঠিকানায় নাম থাকা ভোটারদের বাদ দেওয়া কোনও পক্ষপাতিত্ব নয়। বরং, এই প্রক্রিয়া সংবিধানসঙ্গত ও স্বচ্ছ বলেই দাবি প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের।

বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, 'একটা বিশুদ্ধ ভোটার তালিকা কি ন্যায়সঙ্গত নির্বাচন ও শক্তিশালী গণতন্ত্রের ভিত্তি নয়?' তাঁর বক্তব্য, অযোগ্য ভোটারদের তালিকায় রেখে যদি বিহারে; এমনকি গোটা দেশে; ভোট করা হয়, তাহলে তা সংবিধানের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াবে।

কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিহারে ঘরে ঘরে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে, ৫২ লক্ষেরও বেশি ভোটার তাঁদের নথিভুক্ত ঠিকানায় নেই। মৃত ১৮ লক্ষের বেশি। প্রায় ১ লক্ষ ভোটার খুঁজে পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে ১৫ লক্ষ ভোটার ফর্ম জমা দেননি। এর ফলে একাধিক এন্ট্রি, ভুয়ো নাম বা অনুপস্থিত ভোটারের সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে বলে মত কমিশনের। কমিশনের দাবি, এখনও পর্যন্ত ৭ কোটি ১৭ লক্ষ ভোটারের তথ্য ডিজিটাল মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। যার মধ্যে বহু ক্ষেত্রেই অনিয়ম ধরা পড়েছে; ডুপ্লিকেট, অবৈধ কিংবা মৃত ভোটারের নাম রয়েছে এই তালিকায়। কমিশন বলেছে, এই সমস্যাগুলির সমাধান করতেই বিশেষ নিবিড় সংশোধন অভিযান

"একটা বিশুদ্ধ ভোটার তালিকা কি ন্যায়সঙ্গত নির্বাচন ও শক্তিশালী গণতন্ত্রের ভিত্তি নয়?
জ্ঞানেশ কুমার
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার

শুরু হয়েছে।

ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় কমিশনের নাগরিকত্ব যাচাই করার অধিকার রয়েছে কিনা, সেই প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়া হলফনামাতেও স্পষ্টভাবে নিজেদের অবস্থান জানিয়েছে কমিশন। সংবিধানের ৩২৬ অনুচ্ছেদ এবং ১৯৫০ সালের রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপল অ্যাক্টের ১৬ ও ১৯ ধারা অনুযায়ী ভোটার তালিকায় শুধুই ভারতীয় নাগরিকের নাম থাকা উচিত; এমনটাই বলেছে কমিশন।

উপনির্বাচন কমিশনার সঞ্জয় কুমারের কথায়, 'ভোটার হিসেবে নাম তোলার যোগ্যতা নির্ধারণে কমিশনের হাতে নাগরিকত্ব যাচাইয়ের অধিকার রয়েছে।' তিনি আরও জানান, বিহারে এই বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়ায় সব বড় রাজনৈতিক দলই অংশ নিয়েছে।

আবার ধর্ষণ, আবার পার্ক স্ট্রিট

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় ফের ধর্ষণের ঘটনা। আবার অকুস্থল পার্ক স্ট্রিট। জেলবন্দি স্বামীকে জামিন পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ধর্ষণের অভিযোগে বুধবার রাতে পার্ক স্ট্রিট থানায় সেনাকর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হতেই দ্রুত পদক্ষেপ করে পুলিশ। ওয়াটগঞ্জ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় ওই সেনাকর্মীকে। অভিযুক্তের নাম মুজিবর রহমান। অভিযুক্ত বীরভূমের বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে পেশ করা হয়। পার্ক স্ট্রিটের মতো অভিজাত এলাকায় ফের ধর্ষণের মতো অভিযোগ ওঠায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনা মনে করিয়ে দিল ১৩ বছর আগেকার পার্ক স্ট্রিট গণধর্ষণের কথা।

গ্রেপ্তার সেনাকর্মী

পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার রাতেই ওই ব্যক্তি অসমে ভারতীয় সেনায় কর্মরত। নির্যাতিতা জানিয়েছেন, কোনও একটি কারণে তাঁর স্বামী বর্তমানে সংশোধনাগারে বন্দি রয়েছেন। আইনের মারপ্যাঁচ দিয়ে জেলবন্দি স্বামীকে ছাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ধৃত সেনা জওয়ান। একইসঙ্গে ওই মহিলা এও জানান, নিজেকে ভারতীয় সেনার বড় আধিকারিক বলে পরিচয় দিয়েছিলেন অভিযুক্ত। পরে তিনি মহিলার স্বামীকে জেলমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে একাধিক জায়গায় ঘুরতেও নিয়ে যান বলে অভিযোগ। সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েই ওই মহিলার সঙ্গে অভিযুক্ত সহবাস করেন বলে পুলিশের কাছে জানিয়েছেন গৃহবধূ। এরপর তাঁকে পার্ক স্ট্রিটে ধর্ষণও করা হয়। অভিযোগ, কলকাতায় আসার পর পার্ক স্ট্রিটের এক নামী অভিজাত হোটেলের ঘরে ডেকে পাঠান জামিন মামলার আলোচনার জন্য। সেই ঘরেই তাঁকে ধর্ষণ করা বলে অভিযোগ বীরভূমের ওই গৃহবধূর। সেসব ছবিও তুলে রাখেন তিনি। তা দেখিয়ে ব্ল্যাকমেলিংয়ের ভয় দেখাতেন বলে অভিযোগ।

এরপর ওই মহিলার স্বামী জামিন পান। ধীরে ধীরে তিনি জানতে পারেন যে স্থানীয় এক নেতা জামিন পেতে সাহায্য করেছেন। তা জেনে স্ত্রীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সব শুনে স্বামীই বলেন যে স্ত্রী যেন মুজিবর রহমানের ওই 'অন্যায়ে'র বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানান। সেকথা শুনে তিনি বীরভূম থেকে কলকাতায় এসে পার্ক স্ট্রিট থানায় ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তদন্তে নেমে বীরভূম থেকে মনিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনার তদন্তে নেমে সংশ্লিষ্ট এলাকার যাবতীয় সিসিটিভি ক্যামেরা ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ।

ফের যুদ্ধ!

■ **ব্যাংকক, ২৪ জুলাই রাশিয়া-ইউক্রেন, ইজরায়েল-গাজা, আমেরিকা-ইরান, ইরান-ইজরায়েল, ভারত-পাকিস্তানের পর এবার যুদ্ধের আগুন কি থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ায়। দুই দেশের সংঘর্ষ চরম আকার ধারণ করেছে। আর এর নেপথ্যে রয়েছে এক শিবমন্দির। বুধবার সীমান্তে গোলাগুলির ঘটনায় থাইল্যান্ডের দুই নাগরিক মৃত্যু হয়েছিল। বদলা নিতে বৃহস্পতিবার এফ ১৬ যুদ্ধবিমান নিয়ে কম্বোডিয়ার সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালায় থাইল্যান্ড।**

ওবিসি মামলায় মেয়াদ বৃদ্ধি স্থগিতাদেশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত জুন মাসে ওবিসি সংরক্ষণ তালিকায় স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে স্পেশ্যাল লিভ পিটিশন দায়ের করার অনুমতি চেয়েছিল রাজ্য সরকার। এবার ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ রাজ্য সরকার। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গভাইয়ের কাছে বৃহস্পতিবার মামলাটি দ্রুত শুনানির আবেদন জানানো হয়। এদিকে সূত্রে খবর, মামলা করার অনুমতি দেন প্রধান বিচারপতি। আগামী সোমবার এই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা।

একদিকে যখন নতুন ওবিসি তালিকার উপর কলকাতা হাইকোর্টের স্থগিতাদেশকে চ্যালেঞ্জ করে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য সরকার। আর এদিনই হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যে ওবিসি-র নতুন তালিকার উপর স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়াল। আগামী ৫ অগস্ট পর্যন্ত নতুন তালিকার উপর স্থগিতাদেশ বজায় থাকছে বলে জানাল বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ।

প্রসঙ্গত, গত জুন মাসে ওবিসি-র নতুন তালিকা-সহ রাজ্য ওই সংক্রান্ত যত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সেগুলির উপরে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করে কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত এই নির্দেশ বলবৎ রাখার কথা বলা হয়। এদিকে রাজ্য পোর্টাল চালু করে সমস্ত দপ্তরে কাস্ট সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার আবেদন করতে বলেছিল। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশের উপরেও স্থগিতাদেশ দেয়।

এই প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বাল সুপ্রিম কোর্টে বলেন, 'আমরা এই বিষয়টি আগেও তুলেছিলাম। পরে আমরা তা প্রত্যাহার করি।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম পরিবর্তন

আমি Manik Mukherjee, S/o. Late Shekh Akbar Ali হুগলী জেলা, পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত বালিহাট্টা খরাজিপাড়া নিবাসী। জন্মগত সুত্রে আমি মুসলমান ধর্মাবলম্বী ছিলাম ও আমার নাম ছিল Shekh Manik, গত ইং 16/07/2025 তারিখে ১ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর হুগলী আদালতে 6068 নং এফিডেভিট বলে **মুসলিম ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু ধর্ম গ্রহন করিলাম ও Manik Mukherjee** নামে সর্বত্র পরিচিত হইলাম। **Manik Mukherjee ও Shekh Manik** একই ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং আমার সমস্ত নথি সেই অনুযায়ী সংশোধন হইবে। সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য এই বিজ্ঞপ্তি করা হল।

নাম-পদবী

গত ২২/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৫৫৩ নং এফিডেভিট বলে Manik Bauri S/o. Dulal Bauri ও Manik Barui S/o. D. Barui সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০৭/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে Partha Kumar Maity S/o. Gour Mohan Maity ও Partha Kr. Maity S/o. Gour Mohan Maity, Gourmohan Maity সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৪/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০১২৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Tapan Kumar Chakraborty ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Jitendra Nath Chakraborty ও J. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME

I, Sangeeta Baid W/o Sanjay Kumar Baid previously called Ranjeeta Bothra and residing at Balaji Apartment, IC/1, Aswininagar, near Adarsh Cooperative Society, Narayantala, Baguihati, Rajarhat Gopalpur (M), P.O. Aswininagar, Dist. North 24-Pgs, Pin-700159 have changed my name and shall henceforth be known as Sangeeta Baid as declared before the 1st Class Judicial Magistrate, Calcutta, vide Affidavit No. 2516 dated 11th June, 2025 "Ranjeeta Bothra" and "Sangeeta Baid" both are same and identical person.

তারাপিঠ ও কামাক্ষা সিদ্ধ

অধ্যাঃ স্বপন ভট্টাচার্য্য (জি.এস)
এফ.আর.এস (লন্ডন)

বংশানুক্রমে ও ৪৫ বছরের অভিজ্ঞতায় **বিদ্যা, বিবাহ, ব্যাবসা, দাম্পত্য কলহ** ইত্যাদি সমাধানের জন্য আজই আসুন ও জীবন শান্তিতে কাটান।

বিঃদ্রঃ- প্রতি ৬ মাসে জ্যোতিষ, তন্ত্র, হস্তরেখা, সংখ্যাতত্ত্ব, বাস্তুবিদ্যা শিখুন। ভর্তি চলিতেছে।

M-9830508955/ 8972034019

!! বিজ্ঞপ্তি !!

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম থানা রেয়াপাড়া গ্রাম নিবাসী ৺কেদারনাথ ভুঞ্যার পুত্র কন্যাগণ শ্রী অনিল কুমার ভূঞ্যা, শ্রী অবনী মোহন ভূঞ্যা শ্রী অতীন্দমোহন ভূঞ্যা, শ্রী অশোক কুমার ভূঞ্যা, শ্রীমতি অমিয় বালা জানা স্বামী অশ্বিনী কুমার জানা, গ্রাম +পোঃ ঘোলপুকুর, থানা নন্দীগ্রাম, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, শ্রীমতি আরতি পাল স্বামী শ্রী শ্রীপতি চরণপাল পাল, গ্রাম কান্ডপশরা, পোস্ট দুর্গাপুর, থানা নন্দীগ্রাম, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর শ্রীমতি বাণী জানা স্বামী শ্রী ননীগোপাল জানা গ্রাম+ পোঃ আশুতিয়া, থানা ভগবানপুর, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, শ্রীমতি কৃষ্ণা মাইতি স্বামী ৺মুরারী মোহন মাইতি গ্রাম+ পোঃ + থানা নন্দকুমার, পূর্ব মেদিনীপুর। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত ১৩০ নং জে এল ভুক্ত রেয়াপাড়া মৌজাস্থিত এল আর ৫৫, ১০৪, ৫১, ৩২, ৬১, ৬৫, ১০৮, ৯০৪, ৯০৫, ২০৯ নং খতিয়ান ভুক্ত ৩৫৬ দাগের মোট ৩৭ ডেঃ সম্পত্তি বিক্রয় করিবার জন্য রেয়াপাড়া গ্রাম নিবাসী শ্রী অনুপ কুমার ভূঞ্যা, পিতা ৺কেদারনাথ ভূঞ্যা ও রানী পাড়ুই প্রকাশিত রানী ভূঞ্যা, স্বামী সুদাম পাড়ুই পিতা ৺কেদারনাথ ভূঞ্যা। গ্রাম+ পোঃ রেয়াপাড়া, থানা নন্দীগ্রাম, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর এই দুইজনকে নন্দীগ্রাম ADSR অফিসে ইং ০৪.০৪.২০০৫ তাং IV-05 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে তাহাদের পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে শ্রী অনুপ কুমার ভূঞ্যা ও রানী পাড়ুই প্রকাশিত রানী ভূঞ্যা, আমমোক্তার কৃত ৩৭ ডেঃ সম্পত্তি গ্রাম+ পোঃ রেয়াপাড়া, থানা নন্দীগ্রাম, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর নিবাসী অনুশ্রী ভূঞ্যা ও অংকুর ভূঞ্যাকে উভয়ের পিতা শ্রী অনুপ কুমার ভূঞ্যা নন্দীগ্রাম ADSR (নন্দীগ্রাম II)অফিসে ১১.০৭.২০২৪ তাং I - 5469 ও I - 5470 নম্বর দলিল মূলে প্রতিজনকে 18.500 ডেঃ করিয়া বিক্রয় করিয়াছে। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কারো কোনো আপত্তি বা অভিযোগ থাকিলে বিজ্ঞাপন প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নন্দীগ্রাম-II BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করিবেন অন্যথায় উক্ত সম্পত্তি আইন অনুসারে প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে।

আমমোক্তারনামা

[illegible] A.D.S.R power of attorney [illegible] Power of Attorney [illegible]

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **১। শ্রী স্বপন কুমার দাস**, পিতা- স্বর্গীয় গৌর চন্দ্র দাস **২। শ্রী সৌর্য্য কুমার দাস**, পিতা – শ্রী স্বপন কুমার দাস, উভয়ের সাকিম- শহিদ কানাই কানন,কে.বি.সি. রোড, পোঃ ও থানা- চন্দননগর,জেলা- হুগলী, ৭১২১৩৬। গত ইং ০৭/০২/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-০৩৭/২০২২ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে জেলা-হুগলী, থানা-চুঁচুড়ার সামিল জে.এল. নং ২০, চুঁচুড়া মৌজায় হাল ১৬৮৫০ ও ১৭০৯৩ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস. ১৮৫৫/২১৬২ নং দাগে তথা হাল ৩৪১৪ নং দাগে ০.৮০ শতক সম্পত্তি ও অন্যান্য সম্পত্তি বড়বাজার বাই লেন ২, পোঃ ও থানা- চন্দননগর, জেলা- হুগলী, ৭১২১৩৬ নিবাসি, **শ্রী মধু ঘোষ**, পিতা – (মৃত) মদন মোহন ঘোষ, মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন।

SANKAR DAS (ADVOCATE),
District Judge's Court, Chinsurah,
Hooghly. Reg. No.- F/405/12

!! বিজ্ঞপ্তি !!

হুগলীর মোকাম চুঁচুড়াস্থিত মহামান্য জেলা জজ আদালত
২০২৪ সালের ১১৯ নং ম্যাট্রিমনিয়াল স্যুট
বাদী:- মহঃ রিয়াজ হোসেন,
বনাম
প্রতিবাদী-স্বস্তিকা স্যানাল ওরফে স্বস্তিকা হোসেন

এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে হুগলী জেলার চুঁচুড়া থানার অধীন সাকিম "অপরাহ্ন", ৩৯৮, প্রতাপপুর, পোঃ ও জেলা- হুগলী, পিন ৭১২১০৩ নিবাসী **মহঃ রিয়াজ হোসেন**, পিতা মহঃ আকবর হোসেন, রথতলা কাঞ্চনপল্লী লেন, কল্যানী নদীয়া, পোষ্ট ও থানা-কল্যানী, জেলা-নদীয়া, পিন ৭৪১২৩৫ নিবাসী **স্বস্তিকা স্যানাল ওরফে স্বস্তিকা হোসেন**, স্বামী মহঃ রিয়াজ হোসেন, পিতা স্বপন স্যানাল এর বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের নিমিত্ত অত্র মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। এ ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং কিংবা উকিলবাবু মারফৎ অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন, নচেৎ উক্ত মোকর্দ্দমাটির একতরফা শুনানি হইবে।

প্রস্তুতকারক
সেখ বাবুলাল (উকিলবাবু)
আদালতের আদেশানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
হুগলীর মোকাম চুঁচুড়াস্থিত
মহামান্য জেলা জজ আদালত

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী চণ্ডীদাস সাহা** পিতা শ্রী তারাপদ সাহা, সাকিম ভাদুরীপাড়া, কালনা, বর্দ্ধমান মহাশয় বিগত ইং ১৭/০৪/২০১৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-80/2013 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমাকে (**শ্রী দেবদাস সাহা** পিতা শ্রী তারাপদ সাহা সাকিম ভাদুরীপাড়া, কালনা, বর্দ্ধমান) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১২/০৭/২০১৩ তারিখে সম্পাদিত ও ২২/০৭/২০১৩ তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-5444/2013 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী নিমাই হালদার** পিতা ৺মনোহর হালদার ও **২)শ্রীমতী লক্ষ্মী হালদার** স্বামী শ্রী নিমাই হালদার উভয়ের সাকিম ছুতোরপাড়া, গুপ্তিপাড়া, বলাগড়, হুগলী মহাশয়/মহাশয়াকে ০৫ শতক বা ৩ কাঠা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা গুপ্তিপাড়া, ০৯ নং জে.এল ভুক্ত, সাবেক ১৪৩ তথা হাল এল.আর. ২০৮, ২৫০ ও ৩২৪ নং খতিয়ানে, সাবেক ৭৬ তথা হাল এল.আর. ৮৯ নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় ২.৫২ একর মধ্যে ১.৩৬ একর তন্মধ্যে ০৫ শতক বা ৩ কাঠা সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী নিমাই হালদার** পিতা ৺মনোহর হালদার ও **২)শ্রীমতী লক্ষ্মী হালদার** স্বামী শ্রী নিমাই হালদার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও বলাগড়, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি-**শ্রী দেবদাস সাহা** (আমমোক্তার)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঘোষনা করা যাইতেছে যে, **শ্রীমত্যা কমলিকা দাস ওরফে কমলিকা সাহা (দাস)**, স্বামী – প্রয়াত সৌমার্য্য সাহা, সাকিম - ১৪, নেতাজী সুভাষ রোড, শুঁড়িপাড়া, পোঃ ও থানা - চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১০১ বিগত ইংরাজী ১২/১১/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১নং বহির ১২৮৩৪/২০২৪ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী রবিশঙ্কর সিং**, পিতা - প্রয়াত জং বাহাদুর সিং, সাকিম - এন.জে.এম. রোড, যদুনাথবাটী, পোঃ - হাজিনগর, থানা – নৈহাটী, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩১৩৫ -কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে **১। শ্রীমতী ব্রততী চৌধুরী**, স্বামী - শ্রী মলয় কান্তি দে এবং **২। শ্রী মলয় কান্তি দে**, পিতা - শ্রী মাখনলাল দে, উভয়ের সাকিম - সত্যপীরতলা, শীলবাগান, পোঃ ও থানা - চুঁচুড়া, জেলা হুগলী মহাশয়া/মহাশয়-কে হুগলী এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১নং বহির ০৯২৮৮/২০২৫ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ০.০২৪ একর সম্পত্তি /জমি বিক্রয় করেন । **তপশীল সম্পত্তি:** জেলা হুগলী, থানা - চুঁচুড়া, মৌজা - চুঁচুড়া, জে.এল. নং ২০, আর.এস. ২০৫৩ নং তথা এল.আর. ১৭৮০৯ (কমলিকা সাহা দাস) নং খতিয়ান ভুক্ত আর.এস. ৫৬০৪ নং দাগ তথা এল.আর. ৭০০৫ নং দাগে বাস্তু ০.৬১৫৩ অংশে ০.০২৪ একর বা ১ (এক) কাঠা ০৭ (সাত) ছটাক ৪১ (একচল্লিশ) বর্গফুট সম্পত্তি/জমি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১। শ্রীমতী ব্রততী চৌধুরী**, স্বামী- শ্রী মলয় কান্তি দে এবং **২। শ্রী মলয় কান্তি দে**, পিতা - শ্রী মাখনলাল দে তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্যকরা হইবে। ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),
চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)ওবায়েদ উল হক** পিতা মরহুম মহম্মদ সইদুল হক সাকিম মহাদেবপুর, পাণ্ডুয়া, হুগলী বিগত ইং 21/01/2025 তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-0329/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে ও **২)মহাম্মদ ওবাইদুল হক ও সাইদা আহমেদ** উভয়ের পিতা মরহুম মহম্মদ সইদুল হক সাকিম মহাদেবপুর, পাণ্ডুয়া, হুগলী বিগত ইং 21/01/2025 তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-0323/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে, একুনে দুইটি পৃথক আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**মহম্মদ ইসলাম** পিতা মরহুম মহম্মদ আলম, সাকিম ইলামপুর, তিন্না, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত দুইটি আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি এ.ডি.এস. আর, পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত নং **(ক)** I-1235 তারিখ-১২.০২.২০২৫ **(খ)** I-1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1798, 2086 তারিখ-১৬.০৪.২০২৫ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)হাসিনা খাতুন** পিতা সেখ বদরুল হাসান, **২)মাইমুন বিবি** স্বামী মহঃ ইউসুফ, **৩)রেহেনা বিবি** স্বামী মহম্মদ হাবিবুল্লা, **৪)সামিম আখতার** পিতা জামিল আখতার, **৫)মহঃ সুকুর আমিন** পিতা মহঃ ইয়াসিন, **৬)সেখ মুসির হাসান** পিতা সেখ সদরুল হাসান, **৭) মহম্মদ সরফারাজী** পিতা মোহাম্মদ কাশেম, **৮)মহঃ সমির** পিতা মহঃ ইমতিয়াজ, **৯)সেখ বাদশা হাসান** পিতা সেখ সদরুল হাসান, **১০)মনিরুল হাসান** পিতা আব্দুল হাসান, **১১)আমিরুল হাসান** পিতা আব্দুল হাসান, **১২)সেখ উজির হাসান** পিতা সেখ সদরুল হাসান, **১৩)নুরুল হাসান** পিতা সেখ আব্দুল হাসান, **১৪)রুবি বেগম** পিতা রহিম আনসারি, **১৫)মহম্মদ কুরবান কুরেশী** স্বামী মুবারক কুরেশী, **১৬)শাভানা পারভিন** স্বামী ইমাম উদ্দিন, **১৭)মহঃ জিসান** পিতা জাবির কামাল ১ হইতে ১৪নং এর সাকিম ইলামপুর, তিন্না, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, ও ১৫নং এর সাকিম মানষপুর, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ ও ১৬-১৭নং এর সাকিম মহাদেবপুর, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়/মহাশয়াগণকে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা মহাদেবপুর, ৪২ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৯২৩ ও ৩৫৭ নং খতিয়ানে, ১)৪৮৫ দাগে শুনা ষোল আনায় ৩২ শতকের মধ্যে ৫.০৬ শতক, ২)৪৫৮ দাগে খামার ষোল আনায় ৫৯ শতকের মধ্যে ৫.০৪ শতক, ৩)৪৬৩ দাগে খামার ষোল আনায় ১৭ শতকের মধ্যে ১.৬০ শতক, ৪)৪৯৯ দাগে ডোবা ষোল আনায় ০৫ শতকের মধ্যে ৫.০০ শতক, ৫)৪৬৬ দাগে বাস্তু ষোল আনায় ২৭ শতকের মধ্যে ১৪.৩২ শতক, ৬)৪৯৮ দাগে ভিটি ষোল আনায় ১৮ শতকের মধ্যে ৯.৬০ শতক, ৭)৪৮৪ দাগে শুনা ষোল আনায় ১৯ শতকের মধ্যে ৩.৩১৫ শতক, ৮)৪৭৯ দাগে ডাঙ্গা ষোল আনায় ১৯ শতকের মধ্যে ০১ শতক, ৮)৪৯৬ দাগে ০২ শতক, ৯)৫০২ দাগে ০৩ শতক, ১০)৪৬৮ দাগে ০২ শতক, ১১)৪৮১ দাগে ০১ শতক, এবং ঐ মৌজায় ৩৫৭ খতিয়ান হইতে ৫০০ দাগে শুনা ষোল আন্য ০৯ শতকের মধ্যে ৪.৩০ শতক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত খরিদা সম্পত্তি ক্রেতাগণ নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পাণ্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি-**মহম্মদ ইসলাম** (আমমোক্তার)

-বিজ্ঞপ্তি-

[illegible] Date 05/07/2021 A.D.S.R Onda, [illegible] Date-06/05/2024, [illegible]

-বিজ্ঞপ্তি-

[illegible] (22.06.2023) A.D.S.R Onda, [illegible] নং-I-777/2025 (28.02.2025)।

-বিজ্ঞপ্তি-

[illegible] (20.12.2023) A.D.S.R Onda, [illegible] B.L & L.R.O [illegible]

ABHISHEK CHAUDHURI, Advocate
Judge Court, Bankura, Enrol No. F/423/652/2017

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৫শে জুলাই। ৮ই শ্রাবন। শুক্রবার। প্রতিপদ কল্পে তিথি। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র, বিংশোত্তরী শনি মহাদশা । মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : অতীতের কোন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। দেবদেবীর ঐশ্বরিক কৃপা পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা সেলস পারসন, তাদের নতুন যোগাযোগ বৃদ্ধি। স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেন যারা, তাদের শুভ যোগ। জমি বাড়ি বাস্তুতে শুভ। গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, এক মনে দেবাদিদেব মহাদেবের ছবি কল্পনা করুন, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : একরাশ দুশ্চিন্তা থাকবে। যে বান্ধব আজ আপনার পাশে দাঁড়াবে বলেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন না। সকালে পরিবারে বাজার করা। দোকান করা। এইসব নিয়ে ছোট ছোট বিতর্ক বড় তর্কের আকার ধারণ করবে। প্রেমে অশান্তিদায়ক অবস্থান। ছাত্র-ছাত্রীদের অশুভদায়ক। সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শিবের ধ্যান করুন নিশ্চয়ই ভালো হবে।

মিথুন রাশি : দুপুর বারোটা পর্যন্ত শুভ। তারপরে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল। প্রেমের বিষয়ে কোনো গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। যা নিয়ে পরে, কলহ বিবাদ বৃদ্ধি হবে। সেল্স রিপ্রেসেন্টেটিভ যারা, তাদের যোগাযোগে বাধা। রেল বা পোস্ট অফিস সংক্রান্ত বিভাগে যারা চাকরি করেন, তাদের বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সতর্ক থাকা ভালো। গৃহ মন্দিরে কপূর আরতি করুন মা কালীর ছবিতে। শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্দিরে দান প্রদানে শুভ। পুরাতন বান্ধব বাড়িতে আসার সম্ভাবনা। আপনার কোন নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথা। দোকান বাণিজ্য যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তি। ম্যানুফ্যাকচারিং বাণিজ্য যারা করেন, তাদের নতুন যোগাযোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমে ও শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, আগামী তে ভোগ দান করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে। আজ, ১১ টি প্রদীপ জ্বালুন গৃহ মন্দিরে।

সিংহ রাশি : বহুদিনের কোনো ভাবনা, আজ শুভ হয়ে ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়তা করবে। পরিচিত যে জন আপনাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করবে বলেছিলেন, তিনি আজ আসছেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি। গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালুন। কোপূর দিয়ে আরতী করুন মহাকালীর শক্তিকে পুজো করুন শুভ হবে। আগামী অমাবস্যা তে আপনার পছন্দের একটি ভোগ, গৃহ মন্দিরে নিবেদন করুন। শুভ হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। ভুল বোঝাবুঝির দ্বারা নিজ সম্মান খুন্ন হবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। আজ গৃহতে প্রদীপ জালুন কপূর জালুন, নিশ্চিত শুভ হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা ছিল তা একটু বাধা পড়বে। যারা লেখালেখি করেন, তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর অশুভ নজর থাকবে।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বার্তা। প্রেমে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ের কথা পাকা হতে পারে। কর্মে নতুন উদ্যোগ ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। যে প্রতিবেশীকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি পালন করার জন্য, সৌভাগ্যবৃদ্ধি হবে। বান্ধব যোগ শুভ।। আপনার পছন্দের ভোগ দিয়ে মহাকালীর সামনে নিবেদন করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকবে। প্রেমিক যুগল সফলতা পাবেন, তবে অতি ব্যয় থেকে সতর্ক থাকা ভালো। যারা উচ্চবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে।কর্মের অনুসন্ধান যারা করছেন তারা আগামী প্রতি অমাবস্যা তে যোগে কালিকা পুজো মায়ের চরণে ভোগ নিবেদন করুন।

ধনু রাশি : প্রতিবেশীর দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ বিশেষত যারা টেকনিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। আজ বাণিজ্যে অর্থ লগ্নি করতে পারেন। বাণিজ্য প্রসারে বিজ্ঞাপন বাবদ বা বিশেষ কোন খাতে লগ্নি করতে পারেন। বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। তবে ব্যয় বেশি হবে। প্রতি অমাবস্যা তে মহাকালির সামনে ভোগ নিবেদন করুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে তাতে ছোট ঘটনা কে, কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। নিজেকে সংশোধন করলে শুভ হবে। ধৈর্য রাখা, মাথা ঠান্ডা রাখা, অন্যের কথা বেশি শোনা, তাহলে শান্তির বাতাবরণ। প্রতি অমাবস্যা তিথি তে মহাকালী র সামনে ভোগ নিবেদন করুন, মহাকালী দেবী আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবেন।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ভুল বোঝাবুঝি। বিতর্ক তৈরি হবে। দেবী মহাকালীর পুজো, গোটা নারিকেল দান। পঞ্চ প্রদীপ আরতী করুন। কপূর আরতি করুন। মহাদেবের সামনে। ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক থাকতে হবে যে কোন সময় মনে নৈরাশ্য হতাশা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা।

মীন রাশি : আজ পুরাতন বান্ধব ও বান্ধবীর দ্বারা শুভ উপদেশ পাবেন, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগবে। বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। এই তিথিতে গোটা ফল দান করুন। শুভ হবে প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা এবং সন্তানের বিষয়ে যে জটিলতা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

(আজ নবদ্বীপ ধামে মহাপ্রভু র ঝুলন যাত্রা আরম্ভ।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

এসআইআর আতঙ্কে ভোটার হওয়ার হিড়িক সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে

৭ দিনে তিন গুণ বেড়েছে ভোটার তালিকায় নাম তোলার আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী নিয়ে আতঙ্কের আবহ রাজ্যজুড়ে। বেশি উদ্বেগে রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলাগুলির বাসিন্দা। ওইসব জেলায় হঠাৎই বেড়েছে ভোটার তালিকায় নাম তোলার হিড়িক। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, গত এক সপ্তাহে শুধুমাত্র সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে ৭৫ হাজারের বেশি ফর্ম জমা পড়েছে; যেখানে সাধারণভাবে এই সংখ্যাটা ২৫ হাজারের আশেপাশে থাকার কথা। অর্থাৎ এক সপ্তাহে তিনগুণেরও বেশি ভোটার হওয়ার আবেদন পড়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে।

কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা; এই জেলাগুলিতেই ব্যাপক হারে আবেদন জমা পড়েছে। আচমকা এই প্রবণতায় নজর রেখেছে নির্বাচন কমিশনও। প্রশ্ন উঠেছে,এতদিন এঁরা কি ভোটার কার্ড ছাড়াই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতেন? কমিশনের অন্দরেও এই নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে।

কমিশনের এক পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, অধিকাংশ নতুন প্রজন্ম নয়, বহু বয়স্ক নাগরিকও এই আবেদনে সামিল হয়েছেন। আচমকা এমন সাড়া পড়ার কারণ খুঁজতে গিয়ে আধিকারিক মনে করছেন, রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হবে এমন আশঙ্কা থেকেই ভোটার তালিকায় নাম না থাকা ব্যক্তিরা দ্রুত নাম তোলার চেষ্টা করছেন। কারণ, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় যাদের নাম থাকবে, তাদের কাছেই 'এনু মারেশন ফর্ম' বিলি করবেন বিএলওরা। নাম না থাকলে একদিকে যেমন তাঁরা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন, তেমনই নাগরিকত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। বিশেষত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চল হওয়ায় বিহারে এসআইআর এবং 'বাংলাদেশি হটাও' প্রচারের প্রেক্ষিতে এই আতঙ্কের আঁচ টের পাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গও। নভেম্বরেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে এসআইআর প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে। এরপর পশ্চিমবঙ্গ-সহ অন্যান্য রাজ্যগুলিতে চালু হতে পারে এসআইআর। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী অগস্ট মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহেই পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। দুর্গাপুজোর ছুটি মাথায় রেখে এই সময় নির্ধারণ করতে চায় কমিশন। বিহারে ১১টি নথি জমা দিতে বলা হলেও, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সেই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছে সিইও দপ্তর।

বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন বাংলার শ্রমিকরা, নেই স্পষ্ট সরকারি তথ্য

বিতর্কের কেন্দ্রে পরিযায়ী পরিসংখ্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভিনরাজ্য এবং ভিন দেশে কাজ করতে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের সঠিক সংখ্যা জানে না রাজ্য বা কেন্দ্র, এমনটাই মেনে নিচ্ছেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। অথচ, এই মুহূর্তে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে এই প্রশ্নই; পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলাগুলি থেকে কত মানুষ কাজের খোঁজে পাড়ি দিচ্ছেন, এবং তাদের মধ্যে ঠিক কতজন বৈধ এবং কতজন অবৈধ পথে যাচ্ছেন। প্রশাসন যা জানে, তা শুধুই সরকার স্বীকৃত ৩৬টি এজেন্সির মাধ্যমে বিদেশে যাওয়া আংশিক বা আধা-দক্ষ শ্রমিকদের তথ্য। সেই হিসেব বলছে, এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৫৯৭ জন শ্রমিক কাজ করছেন সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কুয়েত, কাতার-সহ মোট ১৭টি দেশে। এই সংখ্যাটি সেই সমস্ত শ্রমিকদের যারা 'ইসিআর' (এমিগ্রেশন চেক রিকোয়ার্ড) তালিকাভুক্ত দেশগুলিতে সরকার অনুমোদিত এজেন্সির মাধ্যমে গিয়েছেন। সবচেয়ে বেশি শ্রমিক রয়েছেন সৌদি আরবে; প্রায় ৪৫ হাজার। ইউএই-তে রয়েছেন ১৭ হাজার, কুয়েত ও কাতারে মিলিয়ে প্রায় ২০ হাজার। কেউ কৃষিকাজে, কেউ নির্মাণক্ষেত্রে, কেউ কাঠ বা লোহা কাটার কাজে যুক্ত, কেউ আবার হোটেল-রেস্তোরাঁয় পরিচারক বা সাফাইকর্মী হিসেবে নিযুক্ত।

কিন্তু এই হিসেবের বাইরেও রয়েছে বিশাল এক 'অদৃশ্য' পরিযায়ী শ্রমিক শ্রেণি, যাঁরা যাচ্ছেন ভুয়ো এজেন্সির মাধ্যমে, বা আত্মীয়স্বজনের আমন্ত্রণে, অথবা ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে। এই শ্রমিকদের সংখ্যা ঠিক কত, তা নিয়ে কোনও স্পষ্ট সরকারি পরিসংখ্যান নেই। সরকারি স্বীকৃতি না থাকা বহু বিদেশগামী শ্রমিক নিরাপত্তাহীন অবস্থায় কাজ করছেন, প্রতারিত হচ্ছেন, এমনকী অনেক ক্ষেত্রে নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, সবচেয়ে বেশি ভুয়ো এজেন্সির খপ্পরে পড়ছেন মুর্শিদাবাদের শ্রমিকরা। গত পাঁচ বছরে এই জেলা থেকেই প্রায় ৩০ হাজার ২৮১ জন সরকার স্বীকৃত এজেন্সির মাধ্যমে বিদেশে গিয়েছেন, কিন্তু অনুমোদনহীন পথে গিয়েছেন আরও বহু মানুষ, যাঁদের খোঁজ প্রশাসনের কাছেও নেই। পরিযায়ী শ্রমিক পাঠানোর নিরিখে মুর্শিদাবাদের পরেই রয়েছে নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং কলকাতা। বিদেশে শ্রমিক পাঠানোর নামে জালিয়াতি ও মানব পাচারের ঘটনা যাতে না ঘটে, সে জন্য নজরদারি এবং স্বচ্ছ তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলার তাগিদ আরও জোরাল হচ্ছে প্রশাসনের অন্দরেও। কিন্তু সরকারের নজর এড়িয়ে ঠিক কত মানুষ পাড়ি দিচ্ছেন 'অদৃশ্য পথে'? আর তাদের সুরক্ষার দায় নেবে কে?

১৬৬তম আয়কর দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৮৬০ সালে প্রথম আয়কর ব্যবস্থা চালু হয় ভারতে। সেই ধারাকে স্মরণ করতেই প্রতিবছর ২৪ জুলাই আয়কর দিবস পালিত হয় দেশজুড়ে।

এবছর ১৬৬তম আয়কর দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করল পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম আয়কর দপ্তর। কলকাতার সাইন্স সিটি অডিটোরিয়ামে বৃহস্পতিবার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম রিজিয়নের প্রিন্সিপ্যাল চিফ কমিশনার অফ ইনকাম ট্যাক্স সুরভি ভার্মা গর্গ, আয়কর বিভাগের পশ্চিমবঙ্গ নর্থ ইস্ট রিজিয়নের ডিজি(ইনভেস্টিগেশন) অশোক সরোহা, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও কর্ণাটক হাইকোর্টের প্রাক্তন মুখ্য বিচারপতি শুভ্রকমল মুখার্জি, ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি। শক্তিশালী দেশ গড়ে তুলতে করদাতাদের ভূমিকা তুলে ধরেন বক্তারা।

যাত্রী স্বার্থে বৈঠক, নতুন ট্রেন ও স্টপেজ নিয়ে দাবি শুনল শিয়ালদহ বিভাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা যাত্রী পরিষেবা উন্নয়ন ও নতুন ট্রেন চালুর দাবিকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার শিয়ালদহ বিভাগে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব রেলের শিয়ালদহ শাখার বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপক (ডিআরএম) রাজীব সাক্সেনার নেতৃত্বে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শাখার অন্তর্গত ১৫টি যাত্রী সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

বৈঠকে যাত্রী প্রতিনিধিরা জানান, একাধিক স্টেশনে অতিরিক্ত ট্রেনের স্টপেজ প্রয়োজন। পাশাপাশি, নতুন ট্রেন চালু এবং বিদ্যমান যাত্রী সুবিধায় আরও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দাবিও তোলেন তাঁরা। জবাবে শিয়ালদহ বিভাগের তরফে জানানো হয়, এই প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা যাচাই করে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

আলিপুর চিড়িয়াখানায় প্রাণী সংখ্যা কম নিয়ে প্রশাসনকে প্রশ্ন প্রাক্তন সাংসদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আলিপুর চিড়িয়াখানার তিন শতাধিক প্রাণী হঠাৎ নিখোঁজ! এই অস্বাভাবিক ঘটনার দায় কার, সেই প্রশ্নে এবার সরব তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ জহর সরকার। বুধবার কলকাতার ভারত সভা হলে 'স্বজন' নামক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, এই প্রাণীগুলো কি বিদেশে পাচার হয়েছে, না কি বেসরকারি চিড়িয়াখানায় বিক্রি?

সরকার অ্যাফিডেভিট দিক। প্রকাশ্যে অথবা আদালতে উত্তর দিক। মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকারকে জবাব দিতে বাধ্য করতে হবে।

স্বজন-এর পক্ষ থেকেও হাইকোর্টে মামলা করা হয়েছে প্রাণী উধাও ও জমি বিক্রির অভিযোগে। অধ্যাপক মহালয়া চট্টোপাধ্যায় বলেন, প্রাণীগুলোর অস্তিত্বই নেই। বিরল প্রজাতির বহু প্রাণী নিখোঁজ। জমি বিক্রির উদ্যোগও চলছে। অধ্যাপক স্বর্ণালী চট্টোপাধ্যায় জানান, ২০১১-তে চিড়িয়াখানায় প্রাণীর সংখ্যা ছিল ১৪৫২, ২০২৪-এ তা নেমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩৫১-তে। ৫৫টি বিরল স্তন্যপায়ী, ৮২টি সরীসৃপ, ৪২টি পাখি ও ১৪৮টি সাধারণ পাখির কোনও হিসাব নেই। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের জবাবদিহি চাইলেন তিনিও। এই নিয়েই কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীর কটাক্ষ, রাজ্যে পাচারকারীদের এমন দাপট! কোনওদিন মুখ্যমন্ত্রীই না পাচার হয়ে যান। ১৪৯ বছরের ঐতিহাসিক আলিপুর চিড়িয়াখানার এই অবস্থায় সারা রাজ্যজুড়ে ক্ষোভ ছড়িয়েছে।

একদিন আমার শহর

৩

কলকাতা ২৫ জুলাই ২০২৫, ৮ শ্রাবণ ১৪৩২ শুক্রবার

‘১৫ বছর মা যোগাযোগ রাখেননি, মামাবাড়িতে একা বড় হয়েছি’

আদালতের নির্দেশে বৃদ্ধা মায়ের দায়িত্ব নিতে রাজি নাবিক ছেলে !

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা০ ছোটবেলায় তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন মা। অবশেষে সেই বৃদ্ধা মায়ের ভরণপোষণ দিতে রাজি হলেন ছেলে। একইসঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টে এও জানান, মাকে মাসে ১০ হাজার টাকা দিতে পারবেন।

তবে বৃদ্ধার পক্ষের আইনজীবী জানিয়েছেন, এই সামান্য টাকায় তাঁর ভরণপোষণ চালানো সম্ভব নয়। এরপরই বিচারপতি অমৃতা সিনহা কল্যাণীর মহকুমা শাসক অভিজিৎ সামন্তকে নির্দেশ দেন, আগামী ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে ২০০৭ সালের প্রবীণ নাগরিকদের ভরণপোষণ সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী মাসিক কত টাকা মাকে দিতে হবে ছেলেকে, তা ঠিক করবেন তিনি।

এদিকে আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, লেকটাউনের বাসিন্দা এই বৃদ্ধার গত বছর থেকে বিভিন্নরকম শারীরিক অসুস্থতা ধরা পড়ে। লিভারের সমস্যা-সহ একাধিক সমস্যা দেখা দেয় তাঁর। লেকটাউনে তিনি একাই থাকতেন। বছর ১৫ আগে স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। বৃদ্ধার দাবি, ভবিষ্যতে ছেলে তাঁর দায়িত্ব নেবে, এই আশাতেই তাঁর আর্থিক সামর্থ্যের সবটাই ছেলের লেখাপড়ার পিছনে খরচ করেছিলেন। কিন্তু এখন আর তাঁকে দেখার কেউ নেই বলে

অভিযোগ। আদালতে বৃদ্ধার আরও দাবি, তিনি গত বছর অসুস্থ হওয়ার পর থেকে নানারকমভাবে প্রশাসন ও ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করার চেষ্টা করলেও হয়ে ওঠেনি। অবশেষে নদিয়ার কল্যাণীর এক বৃদ্ধাশ্রমের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তাঁর। সেখানেই তিনি এখন থাকেন। তবে তাঁর ভরণপোষণের খরচ দেওয়ার কেউ নেই। আছে বলতে একমাত্র ছেলে। সেই ছেলে বর্তমানে জাহাজে চাকরি করেন। পেশায় নাবিক। কিন্তু ছেলের বক্তব্য, মা ১৫ বছর আগে তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। মায়ের সঙ্গে তারপর থেকে কার্যত কোনও যোগাযোগই ছিল না। ছোট থেকে মায়ের স্নেহ ও ভালোবাসা ছাড়াই মামা বাড়িতে বড় হয়েছেন। মা প্রয়োজনের সময় তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেননি। সুতরাং মায়ের দায়িত্ব নিতে পারবেন না তিনি। ছেলের এই বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি অমৃতা সিনহার বক্তব্য ছিল, হাজার হোক তিনি মা। তাঁকে ভরণপোষণ দেওয়ার মতো ছেলের আর্থিক সামর্থ্য রয়েছে। তাই মায়ের সঙ্গে দেখা করতে না-চাইলেও তিনি যেখানে বৃদ্ধাশ্রমের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দিলেই হবে। কিন্তু ছেলে কত টাকা দিতে পারবেন বৃদ্ধা মাকে, তার পরিমাণ জানাতে হবে আদালতকে।

অবশেষে বুধবার মামলার শুনানিতে ছেলে কলকাতা হাইকোর্টে জানিয়েছেন, মাসে ১০ হাজার টাকা ভরণপোষণ দিতে পারবেন মাকে। কিন্তু মায়ের আইনজীবী আদালতে জানান, বর্তমানে ওই বৃদ্ধার শরীরের নীচের অংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত। হুইল চেয়ার ছাড়া চলতে পারেন না। পাশাপাশি আরও রয়েছে নানারকম শারীরিক সমস্যা। তাই এই সামান্য টাকায় ভরণপোষণ সম্ভব নয় বৃদ্ধার। এরপরেই বিচারপতি নির্দেশ দেন, বৃদ্ধা এখন যেহেতু কল্যাণীতে থাকেন, তাই সেখানকার মহকুমা শাসক বিষয়টি বিবেচনা করে তিনি ঠিক করবেন যে কত টাকা ছেলে তাঁর বৃদ্ধা মাকে ভরণপোষণের জন্য দেবেন।

বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্তের হুঁশিয়ারি, দুর্যোগের আশঙ্কা করে ৭ জেলাকে সতর্কবার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিম্নচাপ ও তার জেরে ভারী ও অতি ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য রাজ্যের সাত জেলাকে সতর্ক করল নবান্ন। বৃহস্পতিবার আগাম দুর্যোগের আশঙ্কা করে রাজ্যের এই জেলাগুলিকে সতর্ক করলেন মুখ্য সচিব। বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্তের হুঁশিয়ারি জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। আগামী ২৪ ঘণ্টায় তৈরি হবে নিম্নচাপ। নিম্নচাপের প্রভাবে বৃহস্পতিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আগেই দেওয়া হয়েছিল। তবে উত্তরবঙ্গে শুক্রবার থেকে রবিবার হবে বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি। এই নিম্নচাপের কারণে সমুদ্র উত্তাল হবে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে দমকা ঝোড়ো বাতাস। আর তারই জেরে বৃহস্পতিবার থেকেই মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কারণ, এই নিম্নচাপের জেরে বাড়বে নদীর জলস্তর! নিচু এলাকা নতুন করে প্লাবিত হওয়ারও আশঙ্কা। এই পরিস্থিতিতে পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি, হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার জেলাশাসকদের সতর্ক করলেন মুখ্য সচিব। পাশাপাশি সেচ দপ্তর ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরকে নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। দুই দপ্তর, জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ারও সুপারিশ করেন মুখ্য সচিব।

এদিকে এই নিম্নচাপের জেরে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। যা চলবে সোমবার পর্যন্ত। শুক্রবার নিম্নচাপের বৃষ্টির সম্ভাবনা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে। শুক্রবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কাও রয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে ইঙ্গিত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে সোমবার পর্যন্ত।

অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে শুক্রবার থেকে রবিবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। উপরের পাঁচ জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ির দু এক জায়গায় দু-এক পশলা ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সব জেলাতে। দু'এক জায়গায় দমকা ঝড়ো বাতাস বইবে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে।

এর পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ তেকে জানানো হয়েচে, কলকাতায় বৃহস্পতিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ২৮ ডিগ্রি থেকে ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

এক নজরে

বিশ্বজিৎ সরকারের ওপর হামলা

■ ভোট পরবর্তী হিংসায় মৃত বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকারের দাদা বিশ্বজিৎ সরকারের উপর হামলার অভিযোগ। এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে তৃণমূল কাউন্সিলর স্বপন সমাদ্দার ও পাপিয়া ঘোষের বিরুদ্ধে। তাঁরাই নাকি লোক পাঠিয়ে মারধর করেছেন বলে অভিযোগ বিশ্বজিতের। অভিজিৎ সরকারের খুনে সিবিআইয়ের দেওয়া চার্জশিটে নাম রয়েছে এই দু'জনের। এরই রেশ ধরে বিশ্বজিৎ সরকারের দাবি, তাঁর বাড়ির কাছেই লোক পাঠিয়ে খুনের চেষ্টা করা হয় তৃণমূল কাউন্সিলরদের তরফে। বিশ্বজিৎ সরকারের বাড়ির সামনেই কলকাতা পুরসভার তরফে গাছের ডালপালা কাটার কাজের জন্য কয়েকজন কর্মী পাঠানো হয়। বিশ্বজিতের অভিযোগ, গাছের ডাল পরে তার ছিড়ে যায়, গ্যারেজের গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ বিষয়ে কথা বলতে গেলে উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, যারা গাছ কাটছিল তারাই মারধর করে বিশ্বজিৎ সরকারকে। কর্পোরেশনের হয়ে যে কর্মীরা গাছ কাটতে গিয়েছিলেন তাঁরাও পাল্টা অভিযোগ করেন বিশ্বজিতের বিরুদ্ধে। তাঁদের দাবি, গাছের একটি ডাল পড়ে তার ছিড়ে যাওয়ার কথা বলে বচসা শুরু করেন বিশ্বজিৎ। তাদেরকে মারধরও করে।

কলেজে এসএফআইয়ের বিক্ষোভ

■ দুর্নীতিমুক্ত, দুষ্কৃতীমুক্ত, বহিরাগতমুক্ত কলেজের দাবিতে বৃহস্পতিবার নৈহাটির ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজে বিক্ষোভ দেখাল বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই। এদিন নৈহাটির চিলড্রেন পার্কের কাছ থেকে মিছিল করে এসে কলেজ গেটের সামনে জমায়েত হয় এসএফআইয়ের কর্মীরা। কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি দিতে বাধা পেয়ে কলেজ গেটের সামনে বসে পড়ে তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। আধঘণ্টা বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর পাঁচজনের প্রতিনিধি দল গিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি জমা দেয়। বিক্ষোভে যোগ দিয়ে এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন, রাজ্যের সমস্ত কলেজ ক্যাম্পাসে তৃণমূলের দাদারা ক্রাইম সিন্ডিকেট পরিচালনা করছে। তাঁর অভিযোগ, গত আট বছর ধরে ছাত্র সংসদের নির্বাচন বন্ধ। অবৈধ ইউনিয়ন পরিচালনা হচ্ছে সমস্ত কলেজ ক্যাম্পাসে। কলেজে কলেজে মনোজিৎ মিশ্রদের ঠেক তৈরি হয়েছে। তাঁর দাবি, অপরাধ মুক্ত ক্যাম্পাস চাই। গোটা রাজ্যের সমস্ত কলেজ ক্যাম্পাস শাসকদলের লোকজন অপরাধ চক্রের ডেরা বানিয়েছে। কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ। জয়েন্টে ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ। গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে।

তারকাখচিত...ধনধান্য স্টেডিয়ামে আয়োজিত মহানায়ক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে এবার গার্গী রায়চৌধুরী পেলেন মহানায়ক সম্মান। তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন উপস্থিত ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সোহম চক্রবর্তী, সৃজিত মুখোপাধ্যায়-সহ বিনোদন জগতের বহু মানুষ। এছাড়া এদিন সম্মান পেলেন পরিচালক গৌতম ঘোষ, গায়িকা ইমন চক্রবর্তী, গায়ক রূপঙ্কর বাগচী, মেকআপ আর্টিস্ট সোমনাথ কুণ্ডু, প্রোডাকশন ডিজাইনে আনন্দ আঢ্য।

তফসিলি কর্মীর উপর তৃণমূল নেতার নির্যাতন, কড়া আইনি পদক্ষেপের দাবি শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাঁকুড়া শহরের বুকে প্রকাশ্যে এক তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ভুক্ত সাফাই কর্মীর উপর নির্যাতনের অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য। সুদর্শন নার্সিংহোমের কর্মচারী প্রেম সহিসকে নির্মমভাবে মারধর করেন তৃণমূল নেতা বাপি চক্রবর্তী; এমনটাই অভিযোগ তুলে সরব হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শুভেন্দু জানান, বাঁকুড়া পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পিঙ্কি চক্রবর্তীর স্বামী বাপি চক্রবর্তী এই ঘৃণ্য ও মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছেন। তাঁর কথায়,

সিসিটিভি ফুটেজে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কীভাবে এক তফসিলি সম্প্রদায়ের সাফাই কর্মীর উপর নির্মমভাবে নির্যাতন চালানো হয়েছে। এটি এক জঘন্য সামাজিক অবিচারের নিদর্শন। এমন ঘটনার নিন্দা করার ভাষা নেই।

এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বাঁকুড়ার পুলিশ সুপারের কাছে শুভেন্দুর দাবি, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৯-এর উপযুক্ত ধারায় অবিলম্বে মামলা রুজু করতে হবে। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, এই অপরাধের বিরুদ্ধে দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপ না নেওয়া হলে, আমরা আইনত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য হব। শাসকদলের এক নেতার বিরুদ্ধে এমন মারাত্মক অভিযোগে জেলাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা এখন নজরে।

তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে উত্তপ্ত দমদম, বিধায়ক অনুগামীদের মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের অভিযোগ উঠল দমদমে। বিধায়ক অনুগামীদের মারধরের অভিযোগ কাউন্সিলর এবং তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। পাল্টা কাউন্সিলরের বাড়ি ঘেরাও বিধায়ক অনুগামীদের। ডঃ শান্তনু সেন ও কাকলি সেনের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান অতীন ঘোষ ঘনিষ্ঠ কিছু তৃণমূল কর্মী-সমর্থক। থানায় অভিযোগ দায়ের করেন শান্তনু সেন। ঘটনার সূত্রপাত বুধবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ। ৬ নম্বর দমদম রোডে স্থানীয় বিধায়ক অতীন ঘোষের ঘনিষ্ঠ বেশ কিছু তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের বাড়িতে ঢুকে মারধর করার অভিযোগ ওঠে। আঙুল ওঠে স্থানীয় কাউন্সিলর কাকলি সেন এবং তাঁর স্বামী ডঃ শান্তনু সেনের বিরুদ্ধে। হামলা, মারধরের ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযোগ, এক বৃদ্ধাকে চড়ও মারেন কাউন্সিলর কাকলি সেন। এরপরই কাউন্সিলরের বাড়ি ঘেরাও করে বিধায়ক অতীন ঘোষের অনুগামীরা। বাড়ির সামনে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখান তারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। যদিও ঘটনার সময় বাড়িতে ছিলেন না কাউন্সিলর কাকলি সেন ও তাঁর স্বামী শান্তনু সেন। তাঁরা সেই সময় সিঁথি থানায় উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই বিধায়ক অতীন ঘোষের অনুগামী সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে সিঁথি থানায় মারধরের অভিযোগ দায়ের করেন কাউন্সিলর কাকলি সেন। অবশেষে বিধায়কের সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর কাউন্সিলরের বাড়ির সামনে থেকে বিক্ষোভ সরে যায়। এই প্রসঙ্গে শান্তনু সেন বলেন, 'আমার যা বলার, আমি লিখিতভাবে প্রশাসনকে জানিয়ে গিয়েছি।' এদিকে, অতীন ঘোষের অনুগামীরা হুঁশিয়ারির সুরে জানান, পুলিশ যদি কাকলি সেন, শান্তনু সেন এবং যারা মহিলাদের মারধর করেছে তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নেয় তাহলে, সিঁথি থানায় ফের বিধায়ক অতীন ঘোষের উপস্থিতিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে।

‘দিদির কেন্দ্রে দাদা’, ভবানীপুরে তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রচারে মিঠুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্র যেখানে বারবার লড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবার সেখানেই তাঁকে ঘিরে প্রচারে নামছেন বিজেপির অন্যতম তারকা মুখ মিঠুন চক্রবর্তী। কলকাতার উত্তর ও দক্ষিণ; দুটো অঞ্চল মিলিয়েই একটি বড়সড় সাংগঠনিক কর্মসূচি নিয়েছে বিজেপি, যার নাম রাখা হয়েছে ‘দিদির কেন্দ্রে দাদা’।

বৃহস্পতিবার এক বৈঠকে মিঠুন জানান, তিনি দলের নির্দেশে যেকোনো জায়গায় প্রচারে যেতে প্রস্তুত। তাঁর কথায়, দায়িত্ব যেটুকু পড়েছে, তা শেষ করব।

বিরোধীদের অভিযোগ, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের উপর নাকি অত্যাচার হচ্ছে। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে মিঠুন বলেন, আমি তো নিজের জীবনেই কখনও এমন কিছু দেখিনি। বহু বছর ধরে আমি রাজ্যের বাইরে থেকেছি। শুধু বাঙালি বলে কোনওদিন অমানবিক ব্যবহার পাইনি।

এদিন এনআরসি সংক্রান্ত বিতর্কেও তিনি সরব হন। বলেন, তৃণমূল যেটা বলছে, সেটা সত্যি নয়। বিরোধিতা করতেই নানা অভিযোগ তোলা হচ্ছে। সবশেষে ভবানীপুরের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, এইবারে তৃণমূলকে বিদায় জানানোর সময় এসে গেছে। সবাইকে একসঙ্গে লড়াইয়ে নামতে হবে, নেতা-কর্মী সবাই সমান। বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবানীপুরে জোর প্রচার চলবে অগস্টের শুরু থেকেই, আর তার কেন্দ্রে থাকবেন ‘দাদা’ মিঠুন।

শ্রমিক ও স্বাস্থ্য দুই ক্ষেত্রেই মোদী সরকারের অগ্রগতি, তৃণমূল সরকারের গাফিলতি স্পষ্ট: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শ্রমিকদের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে গোটা দেশে যখন কার্যকর হচ্ছে নতুন শ্রম সংহিতা, তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদাসীনতায় প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে জানা গেছে, দেশের ৩২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ইতিমধ্যেই নতুন শ্রম আইন বাস্তবায়নের পথে এগিয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ এখনও পর্যন্ত সেই সংক্রান্ত খসড়া বিধিও প্রকাশ করেনি।

শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা, সময়মতো বেতন প্রদান, সামাজিক নিরাপত্তা, কাজের সুরক্ষা এবং উপযুক্ত কর্মপরিবেশ গঠনের লক্ষ্যেই কেন্দ্র এই চারটি শ্রম সংহিতা চালু করেছে। অথচ রাজ্যের শাসক দল

এই বিষয়ে কার্যত নীরব। শমীকের অভিযোগ, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে কার্যকর কোনও উদ্যোগই নেয়নি তৃণমূল সরকার।

অন্যদিকে, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে কেন্দ্র ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। মোদী সরকারের অধীনে ইএসআইসি মেডিক্যাল কলেজে ৩৯ জন সহকারী অধ্যাপক ও ৩ জন সহযোগী অধ্যাপক মিলিয়ে মোট ৪২ জন শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। আরও কিছু সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউও শেষ হয়েছে, খুব শিগগিরই নিয়োগ হবে বলে জানা গেছে।

এছাড়া, কলেজে এমবিবিএস আসন ১২৫ থেকে ১৫০-তে বাড়ানোর জন্য ইতিমধ্যে ইএসআইসি প্রস্তাব পাঠিয়েছে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনকে, এবং সেই অনুসন্ধান ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

একদিকে যেখানে কেন্দ্র সরকারের স্বাস্থ্য ও শ্রমনীতিতে ইতিবাচক গতি আনছে, অন্যদিকে রাজ্যের তৃণমূল সরকার এখনো দায়সারা মনোভাবেই চলছে বলে কটাক্ষ শমীক ভট্টাচার্যের।

বিধায়কের দেওয়া ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন নষ্ট হচ্ছে

সুপারের সঙ্গে সাক্ষাতে পবন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শ্রমিক মহল্লার গরিব ও মধ্যবিত্ত মানুষজনের সুবিধার্থে ২০২৪ সালের ২ জুলাই ‘বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে’ ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালকে প্রদান করা হয়েছিল একটা ইউএসজি মেশিন এবং ডিজিটাল এক্সরে মেশিন। অনেক গড়িমসি করার পর ইউএসজি মেশিনের পরিষেবা পাচ্ছেন সাধারণ মানুষজন। অথচ ডিজিটাল এক্সরে মেশিনের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত দরিদ্র মানুষজন। অভিযোগ, ১৭ মাস যাবত ডিজিটাল এক্সরে মেশিন এখনও হাসপাতালে পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে। বৃহস্পতিবার বেলায় ডিজিটাল এক্সরে মেশিন চালুর ব্যাপারে হাসপাতাল সুপারের সঙ্গে দেখা করলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং। তিনি লিখিতভাবে হাসপাতাল সুপারের কাছে ডিজিটাল এক্সরে মেশিন অবিলম্বে চালু করার দাবি করেন। দাবির সেই প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে জেলাশাসক থেকে শুরু করে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক-সহ রাজ্যের স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ দপ্তরে। এদিন হাসপাতাল সুপার বিধায়ক পবন কুমার সিংকে জানান, এক্সরে রুম তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এরপর ইলেকট্রিকের কাজ হবে কিন্তু পুরোদমে কবে থেকে ডিজিটাল এক্সরে মেশিনের পরিষেবা পাবেন রোগীরা, তা স্পষ্ট

করে জানাতে পারেননি হাসপাতাল সুপার। হাসপাতাল পরিদর্শনে এসে এদিন ভাটপাড়ার বিজেপি বিধায়ক পবন কুমার সিং বলেন, দেড় বছর আগে ইউএসজি মেশিন এবং ডিজিটাল এক্সরে মেশিন দেওয়া হয়েছিল। ইউএসজি মেশিন চালু করা হলেও, ডিজিটাল এক্সরে মেশিন হাসপাতালে পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এক্সরে মেশিন রাখার রুম এখনও তৈরি হয়নি। একটা এক্সরে মিশন বসানোর রুম তৈরি করতে দেড় বছর লাগে নাকি, এমনই প্রশ্ন তুললেন বিধায়ক পবন কুমার সিং। তাঁর অভিযোগ, রোগীদের পরিষেবার ক্ষেত্রে এখানে রাজনীতি করা হচ্ছে। তিনি পরিদর্শনে আসবেন শুনেই দু'দিন আগে বিল্ডিং ভাঙার কাজ শুরু করা হয়েছে। পবনের দাবি, একটা সময় দেশের মধ্যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে এক নম্বরে ছিল পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু এখন পশ্চিমবঙ্গ অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক পিছিয়ে গেছে। তাঁর বক্তব্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে কখনই রাজনীতি করা ঠিক নয়। এই দুটি ক্ষেত্রে রাজনীতি করলে রাজ্য অনেক পিছিয়ে পড়বে। তাঁর অভিযোগ, বিধায়ক তহবিলের অর্থে নতুন ইউএসজি মেশিন প্রদেয় এই স্টিকারও হাসপাতাল থেকে খুলে ফেলা হয়েছে। তিনি বলেন, সুপারের কথা অনুযায়ী এখন সিভিল কাজ শুরু হবে। পরবর্তীতে ইলেকট্রিকের কাজ হবে। তাঁর দাবি, পরিষেবার বদলে ১৬ লক্ষ টাকা মূল্যের এক্সরে মেশিন হাসপাতালে পড়ে থেকে অযথা নষ্ট হচ্ছে। ডিজিটাল এক্সরে মেশিন নিয়ে হাসপাতাল সুপার মিজানুল ইসলাম বলেন, খুব শীঘ্রই ডিজিটাল এক্সরে মেশিন চালু হবে।

সম্পাদকীয়

মহানায়কের টলিউড শুধুই অতীত, আজকের টলিউডের না আছে বর্তমান, না আছে ভবিষ্যৎ

বৃহস্পতিবার আরও একটা ২৪ জুলাই চলে গেল। মহানায়ক উত্তমকুমারের প্রয়াণ দিবস। প্রায় সাড়ে চার দশক তিনি নেই। কিন্তু বাঙালি হৃদয়ে তাঁদের ম্যাটিনি আইডলের স্মৃতি এক্কেবারে টাটকা। 'নায়ক' কে নিয়ে সেই আবেগ, সেই উন্মাদনা, একইরকম। সারাদিন ধরে চলল উত্তম-স্মরণ। তাঁর স্মৃতিচারণ। সরকারি তরফে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠান। উপস্থিত স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। নিয়ম করে দেওয়া হল 'মহানায়ক' সম্মান। উত্তমকুমার মানেই সব কালজয়ী ছবি। একের পর হিট। হলে টিকিটের লাইন। গমগম করতো টলিউড। বাংলা ছবির সে এক সোনালী দিন। তবে আজ সবটাই অতীত। বাঙালির সাধের টলিউড আজ রাজনীতির চোরাস্রোতে পাক খাচ্ছে। আমরা, ওরায় বিভক্ত। শাসকদলের দাদাগিরি। শিল্পী, কলাকুশলীদের সংগঠনের মাথায় বসে আছে ফেডারেশন। ফেডারেশনের মাথায় শাসকদলের ছাতা। তারাই শেষ কথা। বাকি সব সংগঠনের ঝাঁপে লাঠি। কোন শিল্পী, কোন পরিচালক, কোন টেকনিশিয়ান কাজ পাবে, কতটা কাজ পাবে, ঠিক করে দিচ্ছে ফেডারেশন। তারাই আজ টলিউডের ভাগ্যনিয়ন্ত্রা। তাঁদের গুডবুকে থাকতে হবে নাম। না হলে হাঁড়ি চড়বে না। মুখ খোলার হিম্মত নেই কারও। কাজ না পেয়ে কোনও টেকনিশিয়ান আত্মহননের চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু তাতেও ভ্রুক্ষেপহীন শাসকদল। অগত্যা শিল্পীরা সব ফেলে কখনও একুশের মঞ্চে, কখনও শাসকের মিছিলে। না হলে জুটবে না কাজ। যাঁরা এখনও বদলাতে পারেননি তাঁরা মূলধারার বাইরে। অবসরযাপনে। কাজ নেই। এটাই আজকের টলিউডের অন্দরের ছবি। পরিস্থিতি এমন জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে নির্বিঘ্নে কাজ করার জন্য পরিচালক, প্রযোজকদের একাংশ আজ আদালতের দরজায়। আদালতকে নির্দেশ দিয়ে বলতে হচ্ছে, সব পক্ষকে নিয়ে বসে সমস্যা মেটান। সরকারকে এর জন্য নির্দেশ দিচ্ছে আদালত! তথ্য সংস্কৃতি দফতরের সচিবকে সমস্যা মিটিয়ে রিপোর্ট দিতে বলা হচ্ছে। এই তো অবস্থা! মহানায়কের স্মরণে ফের শোনা গেল টলিউডের গৌরবগাথা। কোন টলিউড? যার সম্বল শুধুই অতীত, না আছে বর্তমান, না ভবিষ্যত!

শব্দবাণ-৩৩৯

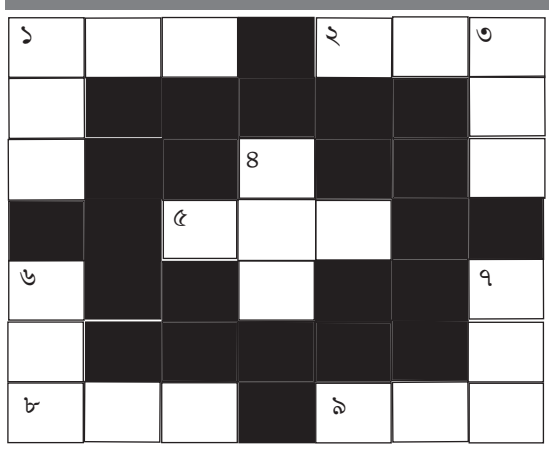

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. যজ্ঞপত্নী ২. উপরদিকের পরিমাণ ৫. ঘোটক ৮. নবপল্লব, নতুন পাতা ৯. পাহাড়ে ওঠবার ঢুলিবিশেষ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. শাস্তির রায় ৩. সংগ্রাম ৪. সকল, সমুদায় ৬. অল্প তেলে ভাজা একরকম তরকারি ৭. ঝুঁটি।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৩৮

পাশাপাশি: ১. চেয়ারম্যান ৪. তল্প ৫. ইটানো ৭. সনদ ৯. ঘেরা ১১. মিশখাওয়া।

উপর-নীচ: ১ .চেকনাই ২. রবি ৩. নতনাস ৬. নোংরামি ৮. দয়ামায়া ১০. সখা।

জন্মদিন

আজকের দিন

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

১৯২৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৬২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মনপ্রীত সিং বাদলের জন্মদিন।*
১৯৮৫ *বিশিষ্ট মডেল ডিম্পি গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

একুশে জুলাই নিলামের নিদানে বাংলার জমিদারি!

সুবীর পাল

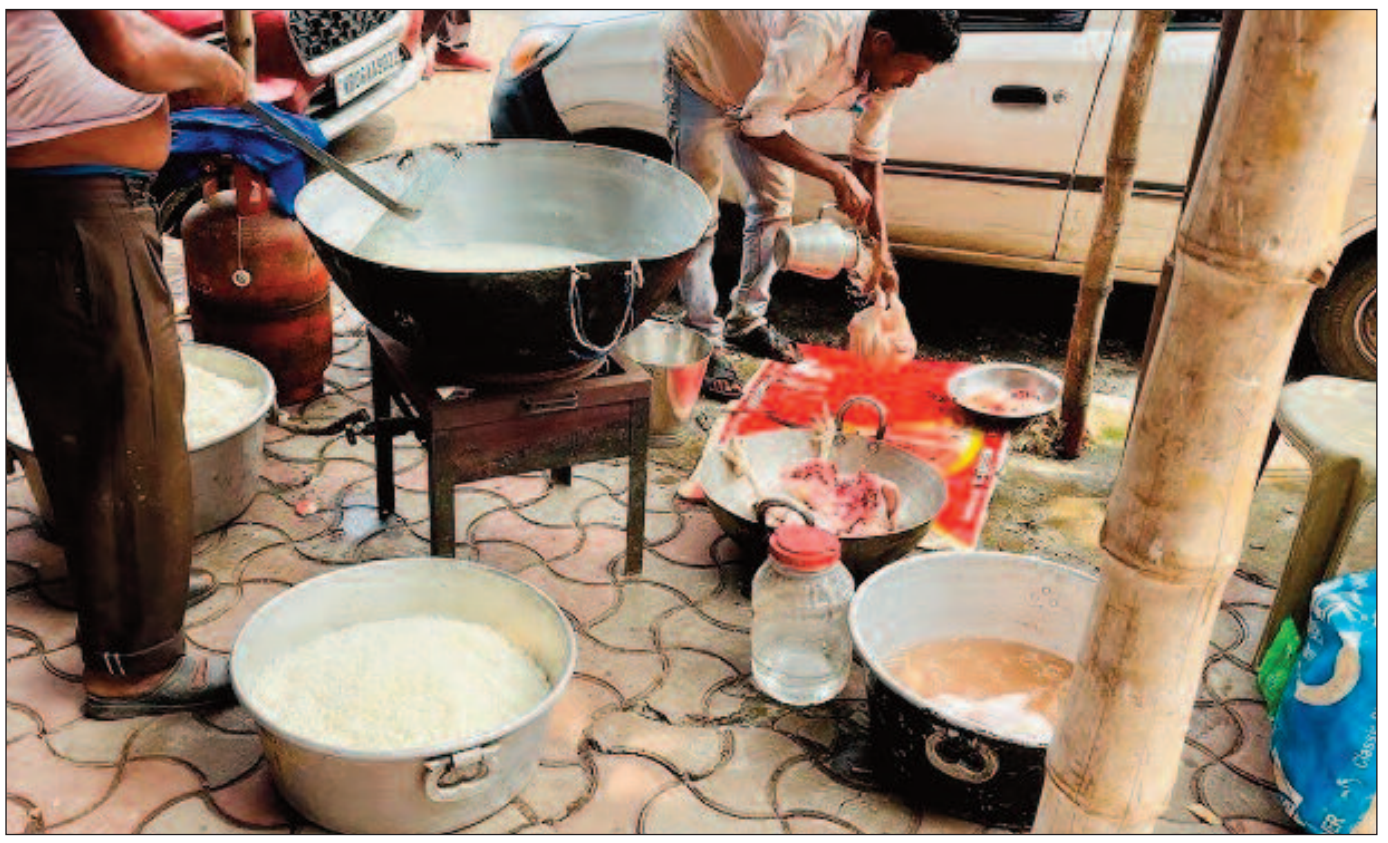

আরও একটা ২১ শে জুলাই চলে গেল। ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে। রাজ্য যুব কংগ্রেসের স্মৃতিময় সরণির পরতে পরতে। এইরে ভুল হয়ে গেল যে। তা মাফ করবেন বিবিবাবুরা। ২১ শে জুলাই কবে কখন হাইজ্যাক হয়ে গেছে তা কি আর অতো মনে থাকার জো আছে? এখন তো ২১ শে জুলাই মানেই তৃণমূল। আর তৃণমূল মানেই, তৃণমূল আছে তৃণমূলেই। ২১ শে জুলাই আসে আর যায়। শহীদ স্মরণে দিন পাল্টায়। ডায়লগ পাল্টায়। তোলাবাজির চরিত্র পাল্টায় না। তাই তৃণমূল মানে বাংলার জমিদারী। তাই তৃণমূল মানে নিলামের দড়দাম।

গোটা রাজ্যে নিলাম চলছে গো নিলাম।

তৃণমূলের রাজ্য ব্যাপী জায়গীরদারির নিলাম চলছে। কে নেবে এলাকার রাজ্য পাট! শুধু বুঝে নাও বখরার হাঁক ডাক আর প্রপার চ্যানেলটা। তাহলেই মার দিয়া কেল্লা।

না না বাবা আমি যেচে এসব কথা বলতে চাইছি না। গণতান্ত্রিক রাজ্যে আমার ঘাড়ে কটা মাথা আছে বলুন তো যে আমি এসব খামোখা বলতে যাব। আমি কি পাগল?

তবে এসবের আবার ঘোষক কে শুনি? বক্তা আর কেউ নন। তিনি হলেন স্বয়ং তৃণমূলের পিচ্চি বয় রাজ্যের প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রী ও লাভলি মদন মিত্র। তাঁর বক্তব্য এখন সিপিএম ক্যাডারদের কাছে জনে জনে ভাইরাল। যদিও ওই ট্রোল করা ভিডিও'র সত্যতা যাচাই করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে সেই ভিডিও যে ফেক এমন মন্তব্যও এই লেখার সময়কাল পর্যন্ত মদন মিত্রের কাছ থেকে শোনা যায়নি। অবশ্য ভিডিওতে মদন মিত্রের বক্তব্য শুনে এটাই মনে হয় প্রাক্তন এই মন্ত্রীর বুকের পাটা এখনও যথেষ্ট তীক্ষ্ণ ও ডোন্ট কেয়ার মোডের।

ভিডিওতে তাঁকে বলতে শোনা গেছে, 'মানি ট্রানজেকশন হচ্ছে। আমি মদন মিত্র। এমএলএ হলাম। আমার কোনও ক্ষমতা ছিল না। রাতারাতি একশো কোটি টাকার মালিক হয়ে গেলাম। আমার এখন পদ চাই। ভাই আমাকে একটা মন্ত্রী করে দে। একটা ভালো মন্ত্রী হতে গেলে দশ কোটি টাকা লাগবে। আমি দিয়ে দিলাম। মন্ত্রী হলো কি হলো না পরের কথা। মন্ত্রী না হলে টাকা চলে গেল। মন্ত্রী হলে দশ কোটি দিয়ে বিশ কোটি বানালাম। নিচের তলাতেও একই অবস্থা। ব্লকের পদ, সমিতির পদ, পঞ্চায়েতের পদ, জেলা পরিষদের পদ, জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পদ, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পদ, সবেতেই সেল চলছে। ডালহৌসি এলাকার প্রেসিডেন্ট পদে দশ লক্ষ টাকার সেল চলছে। টাকা তো উঠেও যাচ্ছে। এটা তো গুড ইনভেস্টমেন্ট।'

এটা মানতেই হবে, ভিডিওতে উল্লেখ করা কামারহাটির তৃণমূল বিধায়কের এই বক্তব্য তো নিজের দলের বিরুদ্ধে যাবতীয় পদ নিলামের চলমান সেলের অভিযোগকেই মান্যতা দেয় সরাসরি।

এইসব অভিযোগ বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও বিকেলে চায়ের দোকানের ঠেক থেকে প্রভাতী মাছের বাজারে এই রাজনৈতিক নিলাম কেচ্ছার ফিসফিসানি তো সমানেই প্রতিদিনের গণ আড্ডার খিল্লিতে পরিণত হয়ে উঠেছে। এই ভিডিও তারই একটা স্বীকারোক্তির ডকুমেন্ট মাত্র।

২০১১ সালে বাংলার প্রশাসনিক সর্বোচ্চ পদে বসেন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সততার প্রতীক হিসেবে। বামফ্রন্টের অপশাসনের সুযোগ নিয়ে বাংলায় পরিবর্তনের ডাক দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের শাসক দলের ক্ষমতা লাভ করে।

আজকে ২০২৫ সালে সেই তৃণমূল কংগ্রেসের এক বিধায়ক সেই সততার মহিমান্বিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের সম্পর্কে বলে কিনা, দলে সেল চলছে। গুড ইনভেস্টমেন্ট। টাকা উঠে আসবেই অনেকগুন বেশি আকারে।

এটা কি স্বাধীন ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক অঙ্গরাজ্য? এখানে সত্যিই কি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের নামে পদ পাইয়ে দেবার পরিবর্তে নগদ টাকার নিলাম চলে? এই প্রশ্নগুলো আজ সমগ্র রাজ্যবাসীর। আর উত্তর তো কামারহাটির বিধায়ক থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই জন দরবারে পেশ করে ফেলেছেন।

২০১৯ সালে ২ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আপাদমস্তক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলকে তুলোধুনা করেছিলেন রাজনৈতিক ভাষণে। সেদিন দুর্গাপুরের নেহরু স্টেডিয়ামে রাজ্য শাসক দলের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বেনিয়মের অভিযোগ তুলে বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে এখন ট্রিপল টিয়ের কালচার চলছে। প্রথম টি হলো তৃণমূল, দ্বিতীয় টি হলো তোলাবাজি আর শেষ টি বলতে ট্যাক্স বোঝায়। সুতরাং এই রাজ্যে তৃণমূলের তোলাবাজির নিলাম ফর্মূলা যে নিজেদের দলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে গিয়েছে সংক্রামক ব্যাধির আকারে তা প্রধানমন্ত্রীর বছর ছয় আগেকার ভাষণেই জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

নামে দলের বিভিন্ন সংগঠনের কতই না পোষাকি বাহার। অথচ এর গূঢ় তত্ত্ব হলো, টাকা ঢালো টাকা তোলো। মাঝখানে ৭৫২৫ বখরায় বেইমানিটি করো না বাছা কখনই। অন্যথা ঘটালেই কোরাপশনে কিন্তু দলের জিরো পার্সেন্ট নো টলারেন্স নীতি অ্যাপ্লিকেবল হতে বেশি সময় খরচ করবে না দলেরই মুখপাত্রদের ফুল বেঞ্চ। আর মানি ফ্লোয়ের পাইপ লাইন নিক্তির মাপে হিসসা বজায় থাকলে তোমরা অবশ্যই তখন দলেরই একান্ত সম্পদ বনে যাবে। উফ্ কি পার্টি কালচার মাইরি। কেন জানি না এসব ইস্যুই তো এখন সোস্যাল মিডিয়ায় হটকেক ফিচেল আপলোড বেগরবাই বং জংশনের। বিশেষতঃ সিপিএম ও বিজেপি লবির ভাইরাল গদ্য পদ্য গ্রুপে গ্রুপে। তবে সবুজ ঘাসফুল শিবিরও কম আত্মপক্ষ সমর্থনে যায় না। তাদের অবশ্য স্টিরিও টাইপ কমন বুলি, এসব বিরোধীদের হতাশাজনিত অপপ্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়। বরং গুজরাট, উত্তরপ্রদেশে গিয়ে দেখুন কি নৈরাজ্য চলছে। শাসক ও বিরোধী কাজিয়া তো সমানে চলছে ও চলবেই। সামাজিক প্ল্যাটফর্ম থেকে জোকারের নিয়ত আস্বাদও আমরা না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু তাই বলে মদন মিত্রের এই বক্তব্য কি করে আমরা রাজ্যবাসী বিরোধীদের অপপ্রচার বলে মেনে নেব বলুন তো? শাসক দলও তো কামারহাটির বিধায়কের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সে হাঁটছে না এখন পর্যন্ত! কি অদ্ভুত তাই না। আসলে গন্ডারের চামড়ায় বন্দুকের গুলি ছেদ করে না শুনেছি। সেরকম আবার কিছু অভ্যস্তের গা সয়ে যাওয়ার মতো ছোড় দো আঁচল জমানা কেয়া কহেগা ব্যাপার নয়তো? কেন জানি মনে হয়, ডাল মে কুছ তো কালা হ্যায়। নিলামের ইনভেস্টমেন্ট রিটার্ন যে এখানে বেশ মাখো মাখো জমে ক্ষীর ব্যাপার, তাই না?

স্বাধীনতার পূর্বে ব্রিটিশ শাসনকালের ভারতবর্ষকে মনে পড়ে। সেই যে সেই জমিদারী প্রথা। বিভিন্ন এলাকায় ব্রিটিশ সরকার তাদের পেয়ারের জমিদার নিয়োগ করতেন। বিনিময়ে আন্ডার টেবিল মানি ট্রানজেকশন সঙ্গে স্থানীয় মৌতাত সাপ্লাই। তাছাড়া কর আদায় করে নিজের রেখে বাকি সরকারি কোষাগারে জমা দাও। এস ওয়াজেদ আলীর লেখা সেই ট্র্যাডিশন এখন চলছে সমান তালে। বদলে গেছে শুধু সময়। পাল্টে গেছে কুশীলবেরা। অ্যাপ্রোচেও বদলা নয় বদল ঘটেছে সিস্টেমের নয়া টুইস্টে। ব্রিটিশ সরকার ও জমিদার পাল্টে হয়েছে শাসক সরকার ও এমএলএ থেকে ব্লকের পদ, পঞ্চায়েতের পদ নিদেন পক্ষে গণসাংগঠনিক পদ। আবার বলি, এসব আমার কথা নয় মোটেও। কেউ ভুল ভাববেন না আমায়। এসব যে সকলের এভারগ্রীন মদনদার সরেস উবাচ। কর আদায় পুরোপুরি পাল্টে গেছে এখন। তোলাবাজি এখন বাজারে এসে গেছে। অনেকটা জল ভরো জল ধরোর আদলে। মাল নাও মাল দাও শর্তে। আর মৌতাত সাপ্লাই এ যুগে এখন আর হয় না। ছ্যা ছ্যা এসব কি অলুক্ষণে কথা রে বাবা। তবে হ্যাঁ, তৃণমূলের অনেক কেষ্ট বিষ্টু এখনও নিশুতি রাতের অন্ধকারে কিন্তু টাটকা পিঠে খেতে খুব ভালোবাসেন। সন্দেশখালির তামাম বেতাজ বাদশা শাহজাহান আমল তো তারই সাক্ষ্যের পরিচিতি একেবারে খুল্লাম খুল্লা করে দিয়েছে।

পরাধীন শৃঙ্খলের মুক্তি পথ অতিক্রম করে আজ আমরা স্বাধীনতার সাত দশক পেড়িয়ে আট শতকের দোড় প্রান্তে দাঁড়িয়ে। অথচ আটপৌরে বাংলার মানসিকতা পাল্টালো কই? শাসক বদলেছে ঠিকই বারেবারে। কিন্তু শাসনের ধরণটা বদলালো কই? সত্যিই তুমি মহিমাময় জমিদার তৃণমূল। গোটা বাংলাটাই তো আজ ঘাসফুলের জায়গীরদারের অধীনে। এখানে কর মানে তোলা। এখানে মৌতাত মানে পিঠে। সাবাশ তৃণমূলী পরম্পরা সাবাশ।

২১ শে জুলাই মানেই কলকাতার শহরজুড়ে যেমন খুশি তেমন করো ইজারার ভোজবাজি। বাংলার তাওয়ায় রাজনৈতিক জিগিরবাজিকে তাই আরও একবার সেঁকে নেওয়া। বাসি রুটি নতুন ডিসে। কি অদ্ভুত সমাপতন তাই না? এই শহীদ দিবস নিয়ে অনেকেই ফিচেল হাসিও হাসে চুপিচুপি..! কি পরিবর্তন মাইরি..! মারল সিপিএম... মরল যুব কংগ্রেস... পালন করছে তৃণমূল... ত্রুটির ঢাক পেটাচ্ছে বিজেপি..! ... আবার মহানগরের রাস্তায় যানবাহন হয় স্থবির না হয় কর্পূর...! জনগণের তিলোত্তমাও যে নিলামের চড়া হাঁকে অবরুদ্ধে হাঁসফাঁস। আদালতে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চের নিদান...! আরে মারো গোলি...!

আরে বাবা 'আদালত অবাস্তব নির্দেশ দিলে সেটা পালন করার দায়িত্ব আমাদের নয়।' এটা তো বলেই দিয়েছেন তৃণমূলের স্পিকার থুড়ি, ঠিকটা হলো রাজ্য বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহলে আর ভয় কিসের?

প্রতিবাদী প্রাক্তন আইজি পঙ্কজ দত্ত: এক নির্ভীক কণ্ঠস্বর

প্রদীপ মারিক

প্রাক্তন আইজি পঙ্কজ দত্ত এর ওপর পুলিশি হেনস্তা হতে পারে, কিন্তু তার নির্ভীক কণ্ঠস্বর এই বঙ্গে লক্ষ কোটি প্রতিবাদী মানুষের সৃষ্টি করে দিয়ে গেল, যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারে। বারাণসী হাসপাতাল থেকেই তার এই চির প্রস্থান প্রতিবাদের প্রদীপ কে নিভিয়ে দিল না বরং তার জন্যই দাউ দাউ করে প্রতিবাদের ভাষা সারা বাংলায় ছড়িয়ে গেল এবং এর সঙ্গে সমগ্র বঙ্গ বাসীদের বলে গেল চোখে চোখ রেখে কি ভাবে শিরদাঁড়া সোজা রেখে বঙ্গের আঞ্চলিক শাসক দলের বিরুদ্ধে কথা বলতে হয়। বারাণসীর থিওসফিক্যাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার একটা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়েছিলেন পঙ্কজ দত্ত। সেই অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময়ই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এরপর তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল বারাণসীর একটা হাসপাতালে। সেখানেই ভর্তি ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন আইজি পঙ্কজ দত্ত। স্পষ্টবক্তা হিসাবে অত্যন্ত পরিচিত ছিলেন পঙ্কজ দত্ত। তিনি একেবারে আপোষহীন ছিলেন। শাসকদলের নানা অনিয়মের বিরুদ্ধে জোর গলায় তিনি বার বার প্রতিবাদ করে গিয়েছেন। সেই প্রতিবাদী পঙ্কজ দত্ত চিরবিদায় নিলেন। বঙ্গে প্রতিবাদের মুখ মানেই মনে করা হতো প্রাপ্তন আইজি পঙ্কজ দত্তকে, তিনি একের পর এক এক আপোষহীন বক্তব্য রাখতেন। এজন্য তাঁকে নানা সময়ে নানা সমালোচনা, চাপের মুখে পড়তে হয়েছে। কিন্তু তারপরেও তিনি তাঁর অবস্থান থেকে সরেনি। পঙ্কজ দত্ত সব সময় বলতেন, তিনি সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলেন, তার জন্য যদি তার জীবন চলে যায় তবুও তিনি বলে যাবেন। পঙ্কজ দত্তের প্রয়াণে বিভিন্ন মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। চিত্রশিল্পী সমীর আইচ বলেছেন, যেভাবে শাসকদল তাঁর কণ্ঠস্বরকে রোধ করেছেন এবং শাসকদল তাদের কুচক্রে থাকা কিছু মানুষকে দিয়ে যে ভাবে অভব্যতা করেছিল তা একজন চিত্রশিল্পী হয়ে ভাবতে পারছেন না। তার চিরবিদায় প্রত্যেক বাঙালির কাছে অত্যন্ত বেদনাময় দিন। টিভির বিতর্কসভায় অত্যন্ত পরিচিত মুখ ছিলেন পঙ্কজ দত্ত। নানা সময়ে নানা প্রগতিশীল কথা বলতে শোনা যেত তাঁকে। শিরদাঁড়া সোজা রেখে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেও তিনি সরব হতেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস পঙ্কজ দত্তের মৃত্যুর জন্য কলকাতা পুলিশকে আক্রমণ করেছেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে সরব ছিলেন পঙ্কজ দত্ত। অক্টোবরের প্রথম দিকে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানে রাজ্যের প্রাক্তন এই আইজির একটি মন্তব্য ঘিরে চাপানউতোর তৈরি হয়েছিল। একাধিক থানায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগও দায়ের হয়। তেমনই একটি অভিযোগে পরিপ্রেক্ষিতে বড়তলা থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছিল প্রাক্তন এই আইপিএস অফিসারকে। অভিযোগ, বেশ কয়েকঘণ্টা থানায় বসিয়ে রাখা হয়েছিল তাঁকে। এই ঘটনা নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে একটি সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে গত ২৩ অক্টোবর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। সেমিনার হলেই তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে

পড়লে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেই থেকে হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল তাঁর। ২০১১ সালে রাজ্য পুলিশের আইজি পদে থাকাকালীন অবসরগ্রহণ করেছিলেন। প্রাক্তন আইজি পঙ্কজ দত্তের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। একইসঙ্গে তাঁর মৃত্যুর জন্য কলকাতা পুলিশ দায়ী বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজেপি বিধায়ক লিখেছেন, 'বড়তলা থানায় ডেকে ওঁর উপর যে মানসিক নির্যাতন করা হয়, তার জন্য রাজ্য প্রশাসন দায়ী।' বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'সম্প্রতি আরজি করের ঘটনায় কলকাতা পুলিশের সমালোচনা করেছিলেন পঙ্কজ দত্ত। বড়তলা থানায় ডেকে দিনভর হেনস্থা করা হয় রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন আইজি-কে। তাঁর শারীরিক অবস্থার জন্য দায়ী কলকাতা পুলিশই। চূড়ান্ত মানসিক নির্যাতন করা হয় পঙ্কজ দত্তকে।' বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও বলেছেন, রাজ্যের পুলিশ যে ভাবে হেনস্থা করেছিল, সেই মানসিক আঘাত থেকেই তাঁর মৃত্যু হয়। কর্মজীবনে একাধিক জেলার পুলিশ সুপার থেকে শুরু করে আইজি (আইবি),সহ গুরুত্বপূর্ণ বহু পদে ছিলেন পঙ্কজ দত্ত, তবে আর জি কর-কাণ্ডের সময়ে যা হয়েছিল, তা ইস্পাতের মতো স্নায়ুর অধিকারী পঙ্কজ দত্তকেও রীতিমতো নাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠিত এক নাগরিক কনভেনশনে বক্তৃতায় আবেগপ্রবণ পঙ্কজ দত্ত কর্মস্থলে মহিলাদের নিরাপত্তাহীন বোঝাতে অকারণ একটা অসংবেদনশীল তুলনা টেনে ফেললে, মুহূর্তেই চূড়ান্ত হেনস্থা করে তাঁর মুখ বন্ধ করার নির্মম পরিকল্পনা করে ফেলা হল। বহুদিন ধরে তো এই সুযোগটাই খোঁজা হচ্ছিল প্রাণপণ! তাকে গ্রেফতারের দাবি থেকে বড়তলা থানার নোটিস। একজন সিনিয়র সিটিজেন ৭২ বয়সী মানুষের একটা অসংবেদনশীল কথায় কেন তার গোটা কর্মজীবনে সমাজের সমস্ত শ্রেণির মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে নিবিড়ভাবে কাজ করার ট্র্যাক রেকর্ড' বিবেচনা করা হল না ? তাঁর বিগত দিনের বক্তব্যের প্রাণশক্তিকে বিবেচনা করা হবে না ? একজন আদ্যন্ত সৎ-সাহসী একটা মানুষকে 'নারীবিদ্বেষী' বলে দমিয়ে রাখা যায় কি ! রাজ্যের আঞ্চলিক শাসক দলের প্রশাসন তার সঙ্গে মানসিক অত্যাচার করলেও তার প্রতিবাদকে বাকরুদ্ধ করতে পারলো না, পঙ্কজ দত্ত লড়তে জানতেন কারণ তার লড়াইয়ের সাহসটা ছিল নিখাদ সততা। তার এই সততাই বাংলার বুকে লক্ষ কোটি প্রতিবাদী স্বর সৃষ্টি করে গেল।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

নন্দীগ্রামবাসীকে হেনস্থা তৃণমূল বিধায়ক রামেন্দুর

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদ শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: তারকেশ্বরের তৃণমূল বিধায়ক তথা আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রামেন্দু সিংহ রায়ের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুললেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রীতিমতো সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে নন্দীগ্রামবাসীকে শাসাচ্ছেন তৃণমূল বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায় বলে অভিযোগ করেন। তিনি লেখেন, 'তারকেশ্বরের তৃণমূল বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায়, আমার বিধানসভা কেন্দ্র নন্দীগ্রামের বাসিন্দা, যিনি ওনার এলাকায় দোকানদারি করেন, তাঁকে শাসাচ্ছেন। নন্দীগ্রামে ওনার মালিকিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরাজিত হয়েছেন বলে কী সারা রাজ্যে তৃণমূল নেতাদের বরাত দেওয়া হয়েছে নন্দীগ্রামবাসীদের হেনস্থা করার? তবে একটা কথা বলি রামেন্দু সিংহ রায়কে, নন্দীগ্রামবাসী বলেই শুভেন্দু অধিকারীর লোক নয়। কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী প্রত্যেক নন্দীগ্রামবাসীর লোক। কথাটা মাথায় রাখবেন।' স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে ভিন্ন রাজ্যে বিশেষ করে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষী মানুষদের হেনস্তা করার অভিযোগ তুলছে তৃণমূল। অথচ ওই তৃণমূল বিধায়ক রাজ্যের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন জেলার বাসিন্দাদের শাসাচ্ছেন কেন? এই প্রশ্ন তুলে খোদ বিরোধী দল নেতা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করায় শোরগোল পড়ে যায় রাজ্য জুড়ে। অপরদিকে, এই বিষয়ে তারকেশ্বরের তৃণমূল বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'উনি না জেনে কথা বলছেন। দোকানের মালিক রাজস্থানের। আর ওই দোকানের এক কর্মীর বাড়ি নন্দীগ্রামে। আসলে মাথা খারাপ হয়ে গেছেন। রেল টেন্ডার করেছে, সেটি চালায় বিজেপি। দোকানের মালিক রাজস্থানের, সেখানে সরকারে আছে বিজেপি। টেন্ডার এজেন্সি বিজেপির। তাহলে দুই এ দুই চার হয়। এখানে কী দুর্নীতি নেই? কর্মীটাকে দেওয়া শুভেন্দুর। আসলে উনি পাগলা হয়ে গেছেন। ২০২৬ সালে বিধানসভা ভোট বিজেপি ৫০-এর নীচে নেমে যাবে।' তবে এই ভাবে রাজনৈতিক আক্রোশ সাধারণ দোকানদারদের ওপর পড়লে সমাজে খারাপ প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। সবমিলিয়ে খোদ বিরোধী দল নেতা নন্দীগ্রামের মানুষকে তারকেশ্বরে হেনস্থা করার অভিযোগ তোলায় রাজ্য জুড়ে আলোড়ন ফেলেছে।

আবার কুপিয়ে 'খুন' তৃণমূল কর্মী, এবার ভরতপুরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব?

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভরতপুর: ভরতপুরে দুষ্কৃতীদের ধারালো অস্ত্রের কোপে খুন হলেন এক সক্রিয় তৃণমূল কর্মী। মৃতের নাম ষষ্ঠী ঘোষ (৫৫)। তাঁর বাড়ি ভরতপুর থানার আলুগ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার সেহালাই গ্রামে। বুধবার আনুমানিক রাত আটটা নাগাদ শুনিয়া গ্রামের কাছে কুয়ে নদীর বাঁধের ধার থেকে তাঁর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই এই খুন বলে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও জেলা পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ বলেন, 'ঘটনায় কোন রাজনৈতিক সম্পর্ক জড়িয়ে নেই বলেই প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। ব্যক্তিগত কারণেই এই খুন।' পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ষষ্ঠি ঘোষের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইন-সহ একাধিক ধারায় মামলা রয়েছে। থানায় রোজ হাজিরা দিতে হত তাঁকে। তদন্তে নেমে পুলিশ এখনও পর্যন্ত সন্দেহভাজন দু'জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

ভরতপুর বিধানসভা এলাকায় দীর্ঘদিন থেকে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা রয়েছে। মৃতের পরিবারের দাবি, এর আগেও ষষ্ঠী ঘোষকে দু'বার খুনের চেষ্টা করা হয়েছিল। মৃতের স্ত্রী শ্যামলী ঘোষ জানান, 'বুধবার বিকেল চারটে নাগাদ ষষ্ঠী ঘোষ মাঠের কাজের জন্য শ্রমিক দেখতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। এরপর রাত আটটা নাগাদ তাঁদের কাছে খবর আসে যে, বাড়ি থেকে প্রায় ৩০০ মিটার দূরে কুয়ে নদীর বাঁধের ধারে তাঁর মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। স্থানীয়রা দ্রুত পুলিশে খবর দিলে ভরতপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।' স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ষষ্ঠী ঘোষ এলাকায় একজন সক্রিয় তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তবে তাঁর বিরুদ্ধে চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, অস্ত্র আইন-সহ একাধিক ধারায় ভরতপুর থানায় মামলা রয়েছে। একটি ধারায় তাঁকে রোজ থানায় হাজিরা দিতে হতো। তবে পরিবারের দাবি, 'সব অভিযোগই ষষ্ঠী ঘোষের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে করা হয়েছে।' মৃতের জামাই ভীমদেব পালের দাবি, 'এর আগেও তাঁকে কয়েকবার খুনের চেষ্টা করা হয়েছিল। যদিও এই খুনের পেছনের প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। ভরতপুর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনায় ইতিমধ্যে দুই জনকে আটক করা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ।' ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবির বলেন, 'এই ঘটনার পিছনে কোনও রাজনৈতিক কারণ নেই। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে প্রকৃত দোষিদের খোঁজার চেষ্টা করছে।'

গঙ্গার বন্যা পরিস্থিতি দেখতে গিয়ে পুকুরে ডুবে মৃত্যু ছাত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বন্ধুদের সঙ্গে এলাকার বন্যা পরিস্থিতির দেখতে গিয়ে আচমকাই রাস্তার ধারে থাকা পুকুরের গভীর জলে পড়ে তলিয়ে গেল দ্বিতীয় শ্রেণির এক ছাত্রী। প্রায় আধঘণ্টা পর ওই ছাত্রীর নিথর দেহ উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বৈষ্ণবনগর থানার শোভাপুর-পারদেওনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পারসিপুর এলাকায়। খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছায় বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। পরে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রীর নাম মানসী প্রামাণিক (৮)। সে অনন্তপুর প্রাইমারি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাঠরত ছিল। জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রীর বাবা সঞ্জয় প্রামাণিক, পেশায় দিনমজুর। পরিবারে একমাত্র কন্যা সন্তান ছিল মানসী। মৃত ছাত্রীর মা লক্ষ্মী প্রামাণিক জানিয়েছেন, 'গ্রাম থেকে সামান্য দূরে রয়েছে গঙ্গা নদী। বর্ষার মরশুমে গত কয়েক দিন ধরে নদীর জল বাড়ছে। এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। তা নিয়ে আমরা সকলে আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি। এদিন দুপুরে স্কুল থেকে ফেরার সময় কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গেই মেয়ে গঙ্গার বন্যা পরিস্থিতি দেখতে যাচ্ছিল। সেই সময় হঠাৎ করে গ্রামের রাস্তার একটি পুকুরে পা হড়কে পড়ে যায় সে। এরপর মেয়ের বন্ধুরা আমাদের বাড়িতে এসে বিষয়টি জানায়। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে গেলে মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। গ্রামবাসীদের সহযোগিতা নিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা পর মেয়ের দেহ উদ্ধার হয়।' এদিকেই ছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনার পর গ্রাম জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বাগদায় সিএএ আবেদনের অনলাইন শিবির বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ব্লকের বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা সৌরভ গোয়ালি বাগদার চোয়াটিয়া বাজারে নিজের অফিসে বিশেষ শিবিরের ব্যবস্থা করে সিএএ-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করানোর ব্যবস্থা করেছেন। এই শিবিরে উপস্থিত হয়ে সিএএ-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করছেন সাধারণ মানুষ। যুধিষ্ঠির মণ্ডল ও বিজয় বিশ্বাস-সহ একাধিক ব্যক্তিরা অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দিচ্ছেন। বাংলাদেশের প্রমাণপত্র, ভারতীয় প্রমাণপত্র ও প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র নিয়ে তাঁরা অনলাইনে আবেদন করছেন। এই বিষয়ে যুধিষ্ঠির মণ্ডল জানিয়েছেন, তিনি ১৯৯৩ সালে ভারতে এসেছেন। বাংলাদেশের প্রমাণপত্র এবং ভারতীয় প্রমাণপত্র নিয়ে তিনি আজ সিএএ-এর জন্য আবেদন করছেন। এই বিষয়ে অমলানন্দ ব্রহ্মচারী জানিয়েছেন, তিনিও সিএএ-এর জন্য আবেদন করতে এসেছেন। এদিকে, সিএএ-এর আবেদনের প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই প্রসঙ্গে অমলানন্দ বাবু বলেন, 'যে যার মতো বলছেন কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আবেদন করতে, আমরা সেই কারণে আবেদন করছি।' বাগদা সাগরপুরের বাসিন্দা সুধীর পাণ্ডে ২০০৩ সালে ভারতে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু নেই ভোটার কার্ড আধার কার্ড। ২০০৩ সালের দলিল রয়েছে তাঁর কাছে সেই দলিল দিয়েই সিএএ-এর জন্য আবেদন করতে চোয়াটিয়াতে এসেছেন তিনি। এই বিষয়ে বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা সৌরভ গোয়ালী জানিয়েছেন, 'আমরা বিশেষ শিবির করে সাধারণ মানুষকে সিএএ-এর জন্য আবেদন করবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর মতো বলেছেন। কিন্তু এটা আইনে রূপান্তরিত হয়েছে। সেই কারণে যেসকল সাধারণ মানুষ আবেদন করছেন, আমরা তাঁদের সহযোগিতা করছি।' এদিন ৪০ থেকে ৫০ জন আবেদন করেন। এই বিষয়ে বাগদা পশ্চিম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি নিউটন বালা বলেন, 'প্রায় এক বছর সিএএ-লাগু হয়েছে সাধারণ মানুষের তেমন সাড়া পড়েনি। মানুষ বলেছে আমরা নিঃশর্ত নাগরিকত্ব চাই, শর্তসাপেক্ষে নাগরিকত্ব চাই না। কিছু কিছু বিজেপির নেতারা ছোট ছোট ক্যাম্প করে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে আবেদন করাচ্ছেন। মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশেই থাকবে। বাংলাবিদ্বেষী বিজেপি শাসিত রাজ্য আর এখানে সিএএ জন্য আবেদন করাচ্ছে এটা হাস্যকৌতুক।'

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি., এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমান সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
শ্রী বিশ্বজিৎ দেবনাথ শ্রীমতী সুপরনয় পান্তি এবং শ্রী তারাপদ পান্তি	ক) **১২,৯৮,৬২২.৮০** টাকা, লোন অ্যাকাউন্ট নং **৯২২০৩০০৬২২৯১৫০৩, ২০.০৯.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) এবং ৬০,১৭২.৯০ টাকা লোন অ্যাকাউন্ট নং ৯২২০৩০০৬২২৯১৫৩২, ২০.০৯.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) বকেয়া।** খ) ২৫.০৯.২০২৪ গ) ২৪.০৭.২০২৫

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি পরিমাণ আনুমানিক ১.৯০ ডেসিমেল কম বেশি অবস্থিত এবং মৌজা - চম্পাবেরিয়া, জেএল নং ১০৫, এলআর খতিয়ান নং ৫৯৩৯, এলআর প্লট নং ২১৩৮, থানা - বনগাঁ অধীন, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা এবং তদস্থিত একত্রে ভবন এবং নির্মাণ সহ **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ৫ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ **দক্ষিণে :** সুব্রত বিশ্বাসের জমি **পূর্বে :** পুর সড়ক, **পশ্চিমে :** পূর্ণিমা বসুর জমি।

তারিখ : ২৪.০৭.২০২৫
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

SBI
এসবিআই এএমসিসি বহরমপুর (৬২৯৭৯)
১ নং চৌধুরী চুরামণি লেন, পো. বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ (পব)-৭৪২১০১, ই-মেল আইডি- sbi.62979@sbi.co.in
পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৩.০৫.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা **এ এস এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা - শ্রীমতী সোমা বিশ্বাস** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **২০,৪২,৫০০.২২ টাকা** (কুড়ি লাখ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশ টাকা এবং বাইশ পয়সা) **এবং ০৫.০৫.২০২৫ থেকে সুদ সহ** ব্যয় ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৯ জুলাই ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ২০,৪২,৫০০.২২ টাকা** (কুড়ি লাখ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশ টাকা এবং বাইশ পয়সা) **এবং ০৫.০৫.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয়** ইত্যাদি সহ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তির মালিক : এ এস এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা : শ্রীমতি সোমা বিশ্বাস।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি **'তাপোলাইক এনক্লেভ'**, পঞ্চমতল, **জি-৪** তলা ভবনে একটি ফ্ল্যাট নং **এফ৪-সি২, টাইপ : ব্লক - সি,** পরিমাণ **১০৩৫.৫৪ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি এবং একটি কার পার্কিং স্পেস পরিমাণ **১৩০ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এরিয়া একতলায় অবস্থিত মৌজা : মহিষবাথান, জেএল নং ১৮, তৌজি ১৬০, আরএস দাগ নং ১০৪/৫৮৩, কৃ খতিয়ান নং ৩৮৮, বিধাননগর পূর্ব থানা অধীন, বিধাননগর পৌর সংস্থা অধিক্ষেত্রে, কলকাতা : ৭০০১০২, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা।
সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত সোমা বিশ্বাস স্বামী শ্রী অনুপ কুমার বিশ্বাস এর নামে, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বিধাননগর (সল্ট লেক সিটি), পশ্চিমবঙ্গ।
চৌহদ্দি : উত্তরে : জমি আরএস দাগ নং ৩৩৫-মহিষগোটা মৌজা, **দক্ষিণে :** কেস্টপুর ক্যানাল, **পূর্বে :** অন্যান্য সাধারণ ভবন, **পশ্চিমে :** সিবেশ মন্ডলের ভবন।

তারিখ - ১৯.০৭.২০২৫
স্থান - বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ভাষা আন্দোলনের ডাক বিষ্ণুপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাষা আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন, সেই কর্মসূচিকে ঘিরে প্রস্তুতি শুরু করল বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা। এই কর্মসূচি ২৭ জুলাই থেকে শুরু হয়ে চলবে আগামী বিধানসভা ভোট পর্যন্ত।

এই কর্মসূচি নিয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুব্রত দত্ত,চেয়ারম্যান এবং মহিলা নেত্রী, যুব সভাপতি, বিধায়কগণ এবং ব্লক সভাপতি-সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব। সাংবাদিক সম্মেলনে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুব্রত দত্ত বলেন, 'বাংলাকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা চলছে। যারা বাঙালির অহঙ্কারকে আঘাত করছে, যারা বাঙালিকে এবং বাংলাকে অসম্মান করার চেষ্টা করছে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা রাস্তায় নামব। ২৭ জুলাই থেকে সারা রাজ্যে, প্রত্যেকটি ব্লক ও টাউনে এই ভাষা আন্দোলন কর্মসূচি পালিত হবে। এই কর্মসূচি শুধু ২৭ তারিখেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, এটি চলবে বিধানসভা ভোট পর্যন্ত। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে আহ্বান জানিয়েছেন, আমরা তাকে সম্মিলিতভাবে সফল করে তুলব।'

কালনায় একাধিক ধানের জমি জলের তলায়, শঙ্কায় কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: শর্ষগোলা পূর্ব বর্ধমান জেলা, সেই জেলায় কয়েক দিনের ভারী বৃষ্টিতে জলের তলায় কয়েকশো বিঘা ধানের জমি। জল জমে থাকায় ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কায় ভুগছেন কৃষকরা। তাই চাষিদের কপালে ভাঁজ কালনা এক ও দুই নম্বর ব্লকের ধান চাষিদের। এখন কালনার চাষিরা দিশেহারা, কারণ কেউ জমি রেখে সুদে টাকা নিয়েছেন, কেউ মোটা টাকা সুধে ঋণ নিয়ে ধান চাষ করেছিলেন। কালনা এক ও দুই নম্বর ব্লকের বহু চাষি বিজতলা থেকে ধানের চারা হাজার হাজার বিঘা জমিতে লাগিয়েছিলেন। কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টিতে সমস্ত জমি জলের তলায় চলে গিয়েছে। বৃষ্টির জমা জল বের করার বহু চেষ্টা করেও, কোনও লাভ হয়নি। সবথেকে করুন অবস্থা কালনার সিঙ্গারকোন, উমরপুর, নেপাকুলি, আনুখাল গ্রামের। যদি বৃষ্টির জমা জল না বের হয়, তা হলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন বহু চাষি। জমির যা অবস্থা, তাতে আর ফসল বাঁচবে না বলে তাঁরা জানিয়েছেন। চাষ না হলে, কি করে তাঁরা দেনা শোধ করবেন, সেই ভেবেই দিশাহীন হয়ে পড়েছেন কালনার চাষিরা। দীর্ঘ সময় ধরে জলের তলায় ধানের জমি। সেই জমিগুলির ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছেন, কালনা মহকুমা কৃষি আধিকারিক। পরিস্থিতি কি দাঁড়ায় সেটা দেখেই আগামী দিনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

সদ্য মা-হারা শিশুর ঠিকানা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হোম

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

অবশেষে বর্ধমান সহযোদ্ধার তৎপরতায় আপাতত ঠাঁই হল এক কথায় বলা যেতে পারে অনাথ শিশুটির। মাত্র সাত মাস বয়স, কোন কিছুই সে বুঝতে পারছে না, আজ সকালেই তার মা তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। ছোট্ট একরত্তি শিশু কন্যা বলা যায় আপাতত অনাথ। বাবার সেরকম সামর্থ নেই। দাহ সংস্কার করারই অর্থ নেই। বৃহস্পতিবার সকালে বর্ধমান সহযোদ্ধা নামে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য শেখ সন্টু জানান, 'বর্ধমান হাসপাতালে একজন মহিলা মারা গেছেন, তার একটি ছয় মাসের বাচ্চা শিশুকন্যা রয়েছে, মহিলার স্বামী কোনও কাজকর্ম করেন না, দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা স্টেশনে ফুটপাথে থাকতেন। কয়েকদিনের অসুস্থতা ভোগ করার পরে আজ সকালে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। খবর পাওয়া সঙ্গে সঙ্গে সংগঠনের সম্পাদক এবং সংগঠনের অন্যান্যদের সহযোগিতায় যোগাযোগ করা হয় বর্ধমান মহিলা থানার সঙ্গে। আইসি ম্যাডামের নির্দেশে চাইল্ড প্রটেকশন কমিটির হস্তক্ষেপে বাচ্চাটিকে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে বর্ধমান সদর থানায় সমস্ত বিষয়টি লিপিবদ্ধ করা হয়। এছাড়াও রশিদপুর এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী শেখ বান্টি সহ-সংগঠনের আর্থিক সহযোগিতায় প্রয়াত মহিলাটির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় বর্ধমান শ্মশানে। আপাতত ছোট্ট এই একরত্তি শিশুর বর্তমান ঠিকানা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হোম। যেখানে হয়তো আগামী দিনে সে খুঁজে পাবে তার নতুন ঠিকানা। নতুন কোন মা-বাবাকে।

জলযন্ত্রণার ঘাটালে পানীয় জলের সংকট

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: ঘাটাল মহকুমায় বন্যার জল ধীরগতিতে নামতে থাকায় এখনও একাধিক অঞ্চল জলমগ্ন রয়েছে। বন্যা পরিস্থিতিতে মারাত্মকভাবে দূষণ ছড়িয়েছে পানীয় জলে। ট্যাপগুলিতে বন্যার জল ঢুকে পড়ায় দূষিত সাধারণ বাসিন্দাদের জল খেতে হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ঝুঁকি বাড়ছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, এখনও প্রশাসনের তরফে পানীয় জল বা জরুরি ওষুধের কোনও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। দূষিত জল খেয়ে ইতিমধ্যেই অনেকের পেটের অসুখ দেখা দিয়েছে। যদিও এই অবস্থায় কিছু স্বেচ্ছাসেবক ও আশাকর্মীরা দুর্গম অঞ্চলগুলিতে নৌকো ও ডিঙায় করে বাড়ি বাড়ি ওষুধ পৌঁছে দিচ্ছেন, কিন্তু চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল।

ধীরগতিতে জল কমতে থাকায় স্কুল পড়ুয়া শিশুরা কোমরজল ভেঙে উদ্বেগজনক অবস্থায় স্কুলে যাতায়াত করছে। অভিভাবকরা বলছেন, শিক্ষা বন্ধ হোক, তাঁরা তা চান না, কিন্তু শিশুদের এই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় স্কুলে যাতায়াত যথেষ্ট চিন্তার। এই জলজন্ত্রণা থেকে ঘাটালবাসী কবে মুক্তি পাবে? প্রশাসন এই প্রশ্নের নির্ভরযোগ্য উত্তর দিতে পারেনি।

মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ থানার সেন্ডিলের বিল গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন নম্বর আমবেড়িয়া স্যুইচগেটের পাশে গৌড়েশ্বর নদে পাওয়া মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির নাম পঞ্চু সিং। তাঁর বাড়ি বনগাঁ নোনা তোলা পুটিয়ায়। তিনি দীর্ঘ ৯ মাস ধরে হিঙ্গলগঞ্জের স্যান্ডেলের বিলের ৩ নম্বর আমবেড়িয়া তাঁর মেয়ে নমিতা সিং ঘোষ ও জামাই প্রশান্ত ঘোষের কাছে থাকতেন। স্থানীয় সূত্রে আরও জানা যায়, তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। গত দু'দিন আগে নিখোঁজ হয়ে যান। বুধবার সন্ধ্যার দিকে গৌড়েশ্বর নদে তাঁর দেহ ভাসতে দেখেন গ্রামবাসীরা। হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠিয়েছে। পুলিশ মৃত্যুর তদন্ত শুরু করেছে।

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট,
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - ০৩৩ ৬৬৫৫৭৮৪৮/০৩৩ ৬৬৫৫৭৮৩৯
পরিশিষ্ট - IV
(রুল -৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল), শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেসি) আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল), শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭**-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/ সহ- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/আইনি উত্তরাধিকারীগণের নাম	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. স্বত্ব দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	সম্পত্তির বিস্তারিত
বিশ্বজিৎ দত্ত (ঋণগ্রহীতা) এবং **শ্রীমতী চৈতালি দত্ত** (সহ-ঋণগ্রহীতা)	১. ১৭.০১.২০২০ ২. ২২.০৭.২০২৫ ৩. **২২,৫৬,১৮০.০০ টাকা** (বাইশ লাখ ছাপান্ন হাজার একশ আশি টাকা) **১০.১০.২০১৯** অনুযায়ী	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ কমবেশি ৯ (নয়) বছরের পুরানো মার্বেল ফিনিশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ডি, অবস্থিত উত্তর পশ্চিম দিকে চতুর্থতলে, জি-৪ তলা ভবনে পরিচিত পি এস এনক্লেভ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৪০ বর্গফুট কমবেশি , ৩ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং, ১ কিচেন, ২ বাথ/প্রিভি এবং ১ ব্যালকনি এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ প্রথম তপশিল অনুযায়ী উক্ত ফ্ল্যাট ঠিকানা হোল্ডিং নং ২১, পূর্ব সিঁথি বাই লেন, ওয়ার্ড নং ১২, দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন, থানা : দমদম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৩০। **তপশিল এ নিম্নে বর্ণিত মতে** : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৫ কাঠা ১৩ ছটাক ২৫ বর্গফুট জি-৪ তলা ভবনে লিফট সুবিধা সহ পরিচিত পি এস এনক্লেভ, অবস্থিত মৌজা : পূর্ব সিঁথি, জেএল নং ২২, আরএস নং ৮, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, আরএস দাগ নং ২৩৭, আরএস খতিয়ান নং ৮৭, হোল্ডিং নং ২১, লেন বি, ওয়ার্ড নং ১২, দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন, থানা : দমদম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৩০। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** বিভাস চন্দ্র বসু এবং প্রবীর বসুর সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** কালীপদ ঘোষ এবং হাসি বিশ্বাসের সম্পত্তি; **পূর্বে :** ১২ ফুট চওড়া পুর সড়ক; **পশ্চিমে :** উত্তম দেব এর সম্পত্তি।
শ্রী রঞ্জিব দাস (ঋণগ্রহীতা)	১. ১০.০৫.২০২৩ ২. ২২.০৭.২০২৫ ৩. **১,৩৯,৩৭,১৮২.৯১ টাকা** (এক কোটি উনচল্লিশ লাখ সাঁয়ত্রিশ হাজার একশ বিরাশি টাকা এবং একানব্বই পয়সা) **১০.০১.২০২৩** অনুযায়ী	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ চিহ্নিত জমি এরিয়া পরিমাণ কমবেশি ১ কাঠা ৩ ছটাক ১০ বর্গফুট কমবেশি পরিচিত সংখ্যায়িত প্রেমিসেস নং ১০৩, বালিগঞ্জ গার্ডেনস , কালেক্টরেট হোল্ডিং নং ১১৩-এ, এবং ১১২ ডিভিশন-৫, সাব ডিভিশন -কে, ডিহি পঞ্চান্নগ্রাম, থানা : বালিগঞ্জ, বর্তমানে গড়িয়াহাট, সাব রেজিস্ট্রেশন এবং জেলা আলিপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তদস্থিত পুরানো ভঙ্গুর পাকা ৩ তলা ভবন, ঢাকা এরিয়া ৫৮০ বর্গফুট প্রতিটি তলে মোট : ১৭৪০ বর্গফুট টাইলসের মেঝে, তদস্থিত সকল সুবিধা এবং ২০ ফুট চওড়া সড়কের ব্যবহারের অধিকার সহ যা রেজিস্ট্রিকৃত অধিক্ষেত্র অধীন এডিএসআর এবং ডিএসআর-১, আলিপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ সংশ্লিষ্ট প্লট লাল কালিতে চিহ্নিত মানচিত্র/ প্ল্যানে যা সংযুক্ত **চৌহদ্দি : দক্ষিণে :** ২০ ফুট চওড়া বালিগঞ্জ গাডেন রোড; **উত্তরে :** ওয়াই মন্ডল এর জমি হোল্ডিং নং ১০৩, বালিগঞ্জ গার্ডেন; **পূর্বে :** জমি এবং ভবন প্রেমিসেস নং ১০২, বালিগঞ্জ গার্ডেন; **পশ্চিমে :** জমি এবং ভবন প্রেমিসেস নং ১০৪, বালিগঞ্জ গার্ডেন। তদস্থিত যাবতীয় একক বা নির্মিত এবং সংস্থাপিত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমুদয়।

তারিখ : ২২.০৭.২০২৫
স্থান : কলকাতা
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

সিমপ্লেক্স প্রোজেক্টস লিমিটেড
CIN : L45201WB1990PLC050101
রেজি. অফিস :১২/১ নেলি সেনগুপ্ত সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০৮৭
ফোন: ০৩৩ ২২৫২-৪১২৫
ই-মেল: investors@simplexprojects.com ওয়েবসাইট : www.simplexprojects.com

৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই-ভোটিং,
বুক ক্লোজার তথ্য এর নোটিশ

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্স ('ভিসি') / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম') সুবিধার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় নোটিশে উল্লিখিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে, যা কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর প্রযোজ্য বিধান এবং তদধীন প্রণীত নিয়মাবলী, এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ('এমসিএ সার্কুলার(গুলি)') দ্বারা জারি করা জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল,২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ- ১৩ এপ্রিল,২০২০ এবং ২০/২০২০ তারিখ- ৫ মে,২০২০ এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী সার্কুলারগুলি, যার মধ্যে সর্বশেষটি ১৯ সেপ্টেম্বর,২০২৪ তারিখের নং ৯/২০২৪ এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী সার্কুলারগুলির সাথে পঠিতব্য ও সামঞ্জস্য রেখে। কোম্পানি সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
৩৩তম এজিএম-এর নোটিশ এবং ৩১ মার্চ,২০২৩ তারিখে সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণী ('বার্ষিক প্রতিবেদন') সহ বার্ষিক প্রতিবেদন শুধুমাত্র সেই সকল সদস্যদের ই-মেইলে পাঠানো হবে, যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানির কাছে বা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট ('ডিপোজিটরি')-এর কাছে নিবন্ধিত আছে, উপরে বর্ণিত এমসিএ সার্কুলার(গুলি) অনুযায়ী। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে **৩৩তম** এজিএম-এ যোগ দিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। **৩৩তম** এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী এবং রিমোট ই-ভোটিং-এ অংশগ্রহণের পদ্ধতি বা **৩৩তম** এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি **৩৩তম** এজিএম-এর নোটিশে দেওয়া হয়েছে। ৩৩তম এজিএম-এর নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.simplexprojects.com** এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরিজ লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। সদস্যরা নিম্নলিখিত লিঙ্কের মাধ্যমেও কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন দেখতে পারবেন- **https://www.simplexprojects.com//finantial_doc/ANNUAL%20ACCOUNTS%202022-231753257629.pdf.**
এজিএম-এর নোটিশে সদস্যদের জন্য নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে, যেভাবে তারা এজিএম-এর সময় রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদান করতে পারবেন এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে পারবেন।
সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে এজিএম-এ লেনদেন করা ব্যবসার বিষয়ে দূর থেকে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন এবং এই উদ্দেশ্যে, ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধার্থে এনএসডিএল-কে নিয়োগ করা হয়েছে। তদনুসারে, এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে এবং এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে সদস্যদের ভোটদানের সুবিধা এনএসডিএল প্রদান করবে। ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে বা ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের জন্য রিমোট ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম-এর নোটিশে দেওয়া আছে। রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল **সোমবার, ১৮ আগস্ট,২০২৫ (সকাল ১০.০০টা আইএসটি) থেকে শুরু হবে এবং বুধবার ২০ আগস্ট,২০২৫ (সন্ধ্যা ৫.০০টা আইএসটি) শেষ হবে।** এই সময়ের মধ্যে, যে সকল সদস্য **১৪ আগস্ট,২০২৫ বৃহস্পতিবার** কাট-অফ তারিখে ফিজিক্যাল বা ডিমেটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণ করছেন, তারা ইলেক্ট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। এরপর এনএসডিএল দ্বারা ই-ভোটিং মডিউল ভোটদানের জন্য অক্ষম করা হবে।
যে সকল সদস্য ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণ করেন এবং তাদের ই-মেইল/ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন করেননি, শেয়ারহোল্ডিং/কেওয়াইসি আপডেট সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকলে, অনুগ্রহ করে আমাদের আরটিএ মেসার্স ক্যামিও কর্পোরেট সার্ভিসেস লিমিটেডের সাথে **https://wisdom.cameoindia.com**-এ যোগাযোগ করুন। ডিম্যাট ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টকে অনুরোধ জমা দিয়ে তাদের ই-মেইল ঠিকানা এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ আপডেট করতে পারেন।
যে সকল শেয়ারহোল্ডার ইতিমধ্যে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা তাদের ই-মেইল ঠিকানাগুলি তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট/কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে যাচাই করে রাখুন, যাতে নোটিশ/নথি/বার্ষিক প্রতিবেদনগুলি ইলেক্ট্রনিকভাবে তাদের ই-মেইল ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।
রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোটদান সংক্রান্ত সমস্যা এবং উদ্বেগ সহ যেকোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা **www.evoting.nsdl.com** এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে ফোন করতে পারেন বা **evoting@nsdl.com** এ শ্রীমতী পল্লবী মাত্রে, ম্যানেজারের কাছে একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন।
উপরোক্ত নোটিশটি কোম্পানির সকল সদস্যের তথ্য ও সুবিধার জন্য জারি করা হয়েছে এবং এটি এমসিএ সার্কুলার(গুলি) মেনে চলছে।

সিমপ্লেক্স প্রোজেক্টস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
সোহিনী শুক্লা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)
এসিএস : ৪৮৪০৯
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৪.০৭.২০২৫

মালদার সাত পরিযায়ী শ্রমিককে হরিয়ানায় বাংলাদেশি সন্দেহে ডিটেনশন ক্যাম্পে ঠাঁই!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আবারও বিজেপি শাসিত রাজ্য হরিয়ানায় মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের সাত জন পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখার অভিযোগ উঠল। হরিশ্চন্দ্রপুরে তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন তাঁর বিধানসভা এলাকার এই পরিযায়ী শ্রমিকদের আটকে রাখার ঘটনায় তুমুল সমালোচনা করেছেন। রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'দলীয় কাজে কলকাতায় আছি। তবে আমার বিধানসভা এলাকার পরিযায়ী শ্রমিক আটক হরিয়ানায়, সেই বিষয়টি শুনেছি। মুখ্যমন্ত্রীকে পুরো ঘটনার কথা জানাব। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের এভাবে হেনস্থা করার বিষয়টি নিয়েও প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।' এদিকে হরিয়ানায় গুরুগ্রামে আটক মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের পরিযায়ী শ্রমিকদের অভিযোগ, 'বাংলা কথা বলাতেই তাঁদের বাড়ির ছেলেদের বাংলাদেশি সন্দেহ করে আটক করেছে ওই রাজ্যের পুলিশ। এরপর তাঁদের ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনার ২৪ ঘণ্টার পরেও নির্মম অত্যাচার করা হচ্ছে।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর রাঙ্গাইপুর ও ঠাকুরটোলা এলাকার সাত জন পরিযায়ী শ্রমিক প্রায় ২০ দিন আগে হরিয়ানার গুরুগ্রামে নির্মাণ শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে যান। তাঁদের নাম আজমল হোসেন, লোকমান আলি, উসমান আলি, মানিরুল ইসলাম, সাদিকুল ইসলাম, প্রসূন দাস ও অভিজিৎ দাস। তাঁদের কাছে রয়েছে বৈধ নথিপত্র। কিন্তু অভিযোগ, তারপরেও বুধবার রাতে সেখানকার পুলিশ তাঁদের বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। আটক পরিযায়ী শ্রমিক লোকমান এবং উসমান আলির বৃদ্ধ মা আরমানি বেওয়া বলেন, 'আমার স্বামী নেই। সংসার চালানোর জন্য দুই ছেলে হরিয়ানাতে গিয়েছিল। দুই ছেলে রোজগারের ওপর আমাদের সংসার চলে। বাড়িতে পুত্রবধূ নাতি-নাতনিরা

রয়েছে। ওরা যেখানে কাজ করছে সেখানকার কিছু শ্রমিকেরা বৃহস্পতিবার সকালে আমাকে ফোন করে জানায় যে আমাদের গ্রামের সাতজনকে বাংলাদেশি সন্দেহে হরিয়ানা পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছে। অথচ ছেলেদের কাছে ভারতীয় পরিচয়পত্র সবই রয়েছে। আসল যারা বাংলাদেশি আছে, তাঁদেরকে পুলিশ না-ধরে ভারতীয়দের ওপর এভাবে নির্যাতন চালানো হচ্ছে।' আরেক পরিযায়ী শ্রমিক অভিজিৎ দাসের মা সুমিতা দাস বলেন, '২০ দিন আগে রাঙ্গাইপুর এবং পাশের গ্রাম ঠাকুরটোলা এলাকার মোট সাতজন যুবক হরিয়ানায় পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে যান। এরপরই এদিন জানতে পারি আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। ওরা হরিয়ানার গুরুগ্রামের একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল। কিন্তু বুধবার রাতে সবাইকে বাংলাদেশি সন্দেহে পুলিশ আটক করেছে। ওদের সঙ্গে ওই এলাকার যারা অন্যান্য শ্রমিক ছিলেন, তাঁরাই ফোন করে বিষয়টি আমাদের জানিয়েছেন।' এদিকে চাঁচল ১ এবং ২ ব্লকের গত কয়েক দিনের ব্যবধানে মোট ১৪ জন শ্রমিক হরিয়ানার গুরুগ্রামে পুলিশের হাতে আটক হয়েছিল। যদিও তাদেরকে বুধবার ছেড়ে দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

শ্রম দপ্তরের চাঁচল মহাকুমার সরকারি কমিশনার নওশাদ আলি বলেন, 'বিষয়টি শুনেছি। জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।' এদিকে বাংলার শ্রমিকের ওপর এরকম নির্যাতনের ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক টানাপোড়েন। তৃণমূলের জেলার সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, 'বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতেই বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে। এব্যাপারে বিক্ষোভ আন্দোলন চলবে।' বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'কাউকে সন্দেহ হলে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করতেই পারে। সঠিক পরিচয়পত্র থাকলে পুলিশ অবশ্যই তাঁদের ছেড়ে দিবে। অথচ এখানে তৃণমূলীরা বিভ্রান্তিকর রাজনীতি করছে।'

প্রশাসনের হুঁশ নেই! দুই ২৪ পরগনার সংযোগকারী বেহাল বাঁশের সাঁকো চাঁদা তুলে সারাই গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সুন্দরবনের ছোট কলাগাছি নদীর ওপর দুই ২৪ পরগনার সংযোগকারী বাঁশের সাঁকোর বেহাল দশা। প্রশাসনকে জানিয়েও কাজ না হওয়ায় গ্রামবাসীরা চাঁদা তুলে সাঁকো মেরামতির উদ্যোগ নিলেন। প্রশাসন নিরব। বসিরহাটের সুন্দরবনের সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকের ছোট কলাগাছি নদীর ওপরে রয়েছে বাঁশের সাঁকো। এই বাঁশের সাঁকো দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করতে হয় দুই ২৪ পরগনার কয়েক হাজার গ্রামবাসীকে। আর সেই সাঁকোর বর্তমান পরিস্থিতি একেবারেই বেহাল। সাঁকোটি ২০০ মিটার লম্বা ও ১ মিটার চওড়া। এই সাঁকোর ওপর দিয়েই স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ ও অসুস্থ রোগী নিয়ে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা এইটি। সাঁকোর একপারে বেড়মজুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রামপুর বাজার, আকুঞ্জীপাড়া ও বাগদীপাড়া। অপরপারে রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং ২ ব্লকের ১৮ বাকি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯ নম্বর কুমড়াখালি, লম্বা পাড়া, খেঁজুর পাড়া, ডাহারানি ও হেবিয়া। তাই দুই ২৪ পরগনার সংযোগস্থল একমাত্র এই সাঁকো। আর সেই সাঁকোর একেবারেই বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে

দীর্ঘদিন ধরে। নদীর দুই পারেই প্রশাসনের একাধিক দপ্তর রয়েছে। স্কুল, হাসপাতাল ও হাটবাজার এই সমস্ত জায়গায় যেতে গেলে একেবারেই জীবন হাতে করে পারাপার করতে হয়। একাধিক সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হয়েছে স্কুলের বাচ্চাদের ও সাধারণ মানুষকে। তারপরেও প্রশাসনের হেলদোল নেই। সাঁকোটি পচা বাঁশ ও পেরেকের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। নদীতে জোয়ার এলে সাঁকো কাঁপতে থাকে। সেই সময় পারাপার করতে গেলে ভয়ে কুঁকড়ে যান মহিলা ও শিশুরা। তাই গ্রামবাসীদের দাবি ছিল, এই বাঁশের সাঁকো সরিয়ে যদি একটি কংক্রিটের সেতু করা যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত পাকা তো হলোই না। বরং বর্তমান যে বাঁশের সাঁকোটি রয়েছে তার রক্ষণাবেক্ষণের খরচ গ্রামবাসীদের চাঁদা তুলে সমাধান করতে হচ্ছে। বারবার প্রশাসনকে জানিয়ে কোনও কাজ না হওয়ায় গ্রামবাসীরা একরকম ভরসা ছেড়ে দিয়েছেন। গ্রামের মানুষ জানিয়েছেন, দুই পাড়ে দুটি পঞ্চায়েত রয়েছে প্রচুর সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে আশা কর্মী, চিকিৎসক, একাধিক জরুরী বিভাগের মানুষজনকে এই সাঁকো ব্যবহার করতে হয়। তারপরেও নজর নেই প্রশাসনের। কবে হুঁশ ফিরবে একথা প্রশাসনের কোনও আধিকারিক বলতে পারলেন না। তবে বেড়মজুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হাজি সিদ্দিকী মোল্লা বলেন, 'সাঁকোটি বেহাল দশায় পড়ে রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। সংস্কার হয়ই না। বারবার প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। তারপরেও প্রশাসনের কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। আমাদের পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এতো টাকার খরচ করার মতন সামর্থ নেই। তাই জেলা পরিষদ থেকে শুরু করে একাধিক দপ্তরকে জানানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কোনও সুরাহার পথ পাওয়া যায়নি। আমি প্রশাসনকে বলব, দ্রুত ওই ব্রিজটি পাকাপোক্ত করা হোক।' কয়েক মাস বাদে বিধানসভা ভোট, সেই সময় ভোট চাইতে ভোট ব্যবসায়ীরা ওই সাঁকো পেরিয়ে গ্রামে গ্রামে ভোট চাইতে যাবেন। যদি যান তাহলে কী আবার কংক্রিটের ব্রিজ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেবেন? না-কী ফের গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় কলে-কৌশলে ভোট আদায় করবেন? সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে ওয়াকিবহাল মহল।

রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ পানাগড়ের কলেজপড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: হাঁটতে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ পানাগড়ের বাসিন্দা এক কলেজ পড়ুয়া। মানকর কলেজের ছাত্র জিৎ পাল (২০) বুধবার দুপুরে কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে বিকালের দিকে হাঁটতে বের হয়। বাড়ি থেকে বেরোনোর পর থেকে তার আর কোন্য খোঁজ পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবারও অবশেষে কাঁকসা থানার পুলিশের দারস্থ হন জিতের পরিবার। জিতের বাবা পানাগড়ের একজন ব্যবসায়ী। ফলে এই ঘটনায় ব্যবসায়ী মহলের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়েছে। জিতের বাবা জানিয়েছেন, সে রোজ বিকাল হলেই হাঁটতে যেত। প্রতিদিনের মতো বুধবার সে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল। কিন্তু তার পর সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আসার কথা থাকলেও সে আর বাড়ি ফেরে নি। বন্ধু, আত্মীয়, প্রতিবেশীদের কাছে খোঁজ নিলেও তাকে কোথাও পাওয়া যায় না। নিজেই কোথাও গেছে, নাকি অপহরণ হয়েছে, সেই নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কাঁকসা থানার পুলিশ।

হিন্দমোটর্সের জমিতে বসল সরকারি সাইনবোর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন হুগলি: হিন্দুস্থান মোটর্সের কারখানার চল্লিশ একর জমি অধিগ্রহণ করেছিল রাজ্য সরকার। এবার অতিরিক্ত জেলাশাসক, মহকুমাশাসক-সহ জেলা প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে অধিগৃহীত জমিতে রাজ্য সরকারের অধিগ্রহণের সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হল। ফের শিল্প হবে। আপাতত সেই স্বপ্নই দেখছেন হিন্দমোটরের বাসিন্দারা। ২০১৪ সালে বন্ধ হয়েছিল হিন্দুস্থান মোটর কারখানা। ইতিমধ্যেই কারখানা সমস্ত যন্ত্রপাতি এবং সেড বিক্রি হয়ে গিয়েছে। রাজ্য সরকারের অধিগ্রহণের পরবর্তী সময়ে ইতিমধ্যে চল্লিশ একর জমি টিটাগড় ওয়াগান কারখানাকে দিয়েছে। যেখানে আগামী দিনে তৈরি হবে মেট্রো রেলের কোচ ও ইএমইউ এসি কোচ। বাকি অধিকৃত জমিতেও নতুন করে শিল্প সম্ভাবনা রয়েছে বলে খবর।

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট 2002 (এতদ্‌পরবর্তীতে আইন হিসাবে উল্লেখিত)-এর ধারা 13(2)-এর অধীনে

যেহেতু আপনারা আপনাদের ঋণ অ্যাকাউন্টের সুদ এবং মূলের কিস্তিগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপ করেছেন, এবং উল্লেখিত বকেয়া প্রদেয়গুলি পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন, আমরা, আইনটির ধারা 13(2)-এর অধীনে আপনাদের সকলের (ঋণ গ্রহীতা / গণ, সহ-ঋণগ্রহীতা / গণ এবং জামিনদার / গণ) নিকট প্রদানের রসিদসহ নিবন্ধীত ডাক-এর মাধ্যমে দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছি। ফলস্বরূপ, ঋণ অ্যাকাউন্টটি, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর দ্বারা সম্পদ শ্রেণীকরণের উপর প্রদত্ত নির্দেশিকাগুলি অনুসারে হিসাব বইতে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তিটি ফেরত এসেছে ''আনডেলিভার্ড'' হিসাবে এবং এই কারণে আমরা এখন এই বিজ্ঞপ্তিটি ইস্যু করছি আপনাকে সমস্ত 13(2) আইনের অধীনে এবং এতৎদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অ্যামাউন্টটি প্রদান করার জন্য এল & টি ফাইনান্স লিমিটেড। (পূর্বে, এল & টি হোল্ডিংস ফাইন্যান্স লিমিটেড) 60 দিনের সময়সীমায় এই পেপার নটিফিকেশন-এর তারিখ থেকে একত্রে পরবর্তী সুদের হারের সঙ্গে এবং অন্যান্য চার্জসমূহ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ পেমেন্ট বা আদায় পর্যন্ত। আপনার দ্বারা, এই বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীর অধীনে আপনার দায়গুলি পালন করার বিষয়ে আপনার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, আমরা আইনটির ধারা 13(4) অথবা ধারা 14-এর অধীনে আরোপিত অধিকারগুলির মধ্যে যেকোনটি অথবা সবগুলির ব্যবহার করতে বাধ্য হব। 'এটি, এই আইনটির এবং / অথবা সময়ে সময়ে বলবত থাকা অন্য যেকোন আইনের অধীনে আমাদের নিকট উপলব্ধ যেকোন অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংস্কারবিহীন'।

ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণ গ্রহীতা / গণ এবং সহ-ঋণ গ্রহীতা / গণ নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি: এনপিএ তারিখ	বকেয়া রাশি (₹)	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (বন্ধকীকৃত)
H00541090721044510, KOLHL20000169, H00541090721044510L	1. মেসার্স চক্রবর্তী এন্টারপ্রাইস (ইহার মালিক দেবাশীষ চক্রবর্তী-এর মাধ্যমে) 2. দেবাশীষ চক্রবর্তী 3. মীনা চক্রবর্তী	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ : 11/07/2025 NPA তারিখ : 31/05/2025	05/07/2025 তারিখের হিসাবে টাঃ50,48,966.47/- (টাকা পঞ্চাশ লাখ আটচল্লিশ হাজার নয়শো ছেষট্টি এবং সাতচল্লিশ পয়সা মাত্র)	অনুসূচি – I জমির সমস্ত খণ্ড ও অংশের পরিমাপ 1 কাঠা, 4 ছটাক, যেটা মৌজা – দমদম, জে.এল. নং 13, এল.ও.পি. নং 21, প্লট নং 2310 (পি), খতিয়ান নং 1533, পরিসর নং 25/21, কে. বোস সরণী, থানা – দমদম, জেলা – উত্তর 24 পরগণা, ওয়ার্ড নং 22, দমদম মিউনিসিপ্যালিটির সীমার মধ্যেই আছে ও অবস্থিত। চতুর্সীমা: পূর্বদিকে – এল.ও.পি. নং 22; পশ্চিমদিকে – এল.ও.পি. নং 20; উত্তরদিকে – স্কীম বাউণ্ডারী; দক্ষিণদিকেরাস্তা – রাস্তা

তারিখ: 25.07.2025
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

SBI

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি বিধাননগর, কোড নং: ১৫৩৪২
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর), ১/১৬, ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪

গাড়ির নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: দেবস্মিতা চক্রবর্তী, ই-মেইল আইডি: sbi.15342@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৮০০১৯৫৬৭৮১

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১২.০৮.২০২৫
অকশনের সময় সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে অবহিত করা হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধকীকৃত/মর্টগেজেড/ চার্জ করা হয়েছে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে, যার বাস্তবিক দখল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (সুরক্ষিত পাওনাদার) অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নেওয়া হয়েছে, ''**যেখানে যেমন আছে**'', ''**সেখানে যা আছে**'', ''**সেখানে যা কিছু আছে**'' ভিত্তিতে, **১২.০৮.২০২৫ তারিখ** বিক্রয় করা হবে।

ঋণগ্রহীতাগণ এবং গাড়ির বিশদ:

নাজিমা মজুমদার, অ্যাকাউন্ট নং ৪১৫৮৩৪২৯০৪২। বকেয়া পরিমাণ: ২৪.০৭.২০২৫ অনুযায়ী **৮,৬০,২১৭.৯৭ টাকা** + সুদ। সংরক্ষিত মূল্য হল **৭,০৬,০০০.০০ টাকা**, বায়না টাকা জমা (ইএমডি) হবে **৭০,৬০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিত মূল্য হবে **১০,০০০.০০ টাকা**।
গাড়ির বিশদ : মাহিন্দ্রা বোলেরো B6(O) BS - VI, রেজিস্ট্রেশন নং **WB26BU9782**, রেজিস্ট্রেশনের তারিখ : **১৯.০১.২০২৩**, চেসিস নং : **MA1XK2TVXN6K37169**, ইঞ্জিন নং : **TVN6K82009**, নির্মাণের বছর : ২০২৩

পরিদর্শন এবং অন্য কোনও প্রশ্নের জন্য : মোঃ ৭৯৮০০৫৪৮৯৩/৯৮৩৬৫২১৫৭৫

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন Support.baanknet@psballiance.com

তারিখ: ২৫.০৭.২০২৫
স্থান: বিধাননগর

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, আরএসিপিসি বিধাননগর

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-২২৮৮০১৯৯/০২০০, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৮০২৩৩, ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ সুরেশ চন্দ্র পান্ডা, ইমেল আইডি ঃ sbi.18192@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৮১০৫৬২৮০৩/৯৭৭৯৫৮৫৩৮৭

[রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ২০.০৮.২০২৫
সময় ঃ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ২০.০৮.২০২৫ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১৫,৪৩, ৩৩,৭৫৮.৬২ টাকা (পনের কোটি তেতাল্লিশ লাখ তেত্রিশ হাজার সাতশ আটান্ন টাকা এবং বাষট্টি পয়সা) টাকা** ৩১.০৭.২০২১ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স এক্সপ্রেস ইনফ্রাটেক প্রাইভেট লিমিটেড** রেজিস্টার্ড অফিস কারনানি এস্টেট, ৪র্থ তল, সুট নং ১০৯এ, ২০৯, এজেসি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০১৭ এবং **জামিনদাতাগণ (ক) শ্রী পঙ্কজ কুমার দাস** পিতা মণি কান্ত দাস ঠিকানা ফ্ল্যাট নং ৩সি, সানি ডিউ, মজুমদারপাড়া, গড়িয়া, কলকাতা -৭০০০৮৪ **(খ) শ্রীমতি সমপদা ঐশ্বর্য** স্বামী পঙ্কজ কুমার দাস ঠিকানা ফ্ল্যাট নং ৩সি, সানি ডিউ, মজুমদারপাড়া, গড়িয়া, কলকাতা -৭০০০৮৪ **(গ) শ্রী নীরজ দাস** পিতা মণি কান্ত দাস ফ্ল্যাট নং ৩সি, সানি ডিউ, মজুমদারপাড়া, গড়িয়া, কলকাতা -৭০০০৮৪ **(ঘ) শ্রী ব্রিজেশ ভগত** পিতা জগদীশ ভগত ঠিকানা টাওয়ার ৫, ফ্ল্যাট ৯বি, সাউথ সিটি, ৩৭৫ প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা - ৭০০০৬৮ কাছ থেকে।
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ০২.০৮.২০২৫, সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
সম্পত্তি নং ১ : বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১০৯এ, ৪র্থতলে, বহুতল ভবনে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৫০ বর্গফুট, এবং একটি খোলা অবিভক্ত কার পার্কিং স্পেস একতলায় উক্ত ভবনে অবস্থিত প্রেমিসেস নং ২০৯, এ জে সি বোস রোড, ওয়ার্ড নং ৬৪, থানা : বেনিয়াপুকুর, কলকাতা : ৭০০০১৭। স্বত্ব দলিল নং ৩৬৭০-২০০৮ সালের, তারিখ ২৮.০৫.২০০৮ এবং ৩৬৭২- ২০০৮ সালের, তারিখ ২৬.০৫.২০০৮, নীলাচল ইনফ্রা প্রোজেক্টস, পরবর্তীতে নাম পরিবর্তন করে হয় এক্সপ্রেস ইনফ্রাটেক প্রা লি। ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে : অংশ প্রেমিসেস নং ২০৯, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা; দক্ষিণে : কারনানি এস্টেটের চতুর্থ তলের সকলের ব্যবহারের করিডর; পূর্বে : কারনানি এস্টেটের ফ্ল্যাট নং ১০৯বি ; পশ্চিমে : কারনানি এস্টেটের ফ্ল্যাট নং ১০৮।	৫৫,০০,০০০.০০ টাকা	৫,৫০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ৫০,০০০.০০	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com যোগাযোগ করুন

তারিখ ঃ ২৫.০৭.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমইসি বিধাননগর শাখা, কোড নং- ১৫৭৪৫
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর), ১/১৬, ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা- ৭০০০৫৪

স্থাবর সম্পত্তির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: মৌমিতা শীল, ই-মেইল আইডি: sbi.15745@sbi.co.in, মোবাইল নং- ৯৬৭৪৭১৫৬৮২

সিকিউরিটাইজেশন এন্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট(এনফোর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) ও ৬(২)এর সঙ্গে পঠিত রুল ৯(১) বন্দোবস্ত অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা ''**যেখানে যেমন আছে**'', ''**যা যেমন আছে**'' এবং ''**সেখানে যা কিছু আছে**''-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১২.০৮.২০২৫
অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়: তারিখ: ১২.০৮.২০২৫, সময়: দুপুর ১.৩০ টা

আগ্রহী দরদাতারা ফ্ল্যাট এবং গৃহস্থালীর জিনিসপত্রের জন্য দরপত্র জমা দিতে পারবেন। তবে, ফ্ল্যাট এবং গৃহস্থালীর জিনিসপত্র একসাথে কেনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

ক্র. নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা / জামিনদাতার নাম ও ঠিকানা	বকেয়া পরিমান	বিক্রয়কৃত সম্পত্তির বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি @ ১০% / বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**মেসার্স কাভিন ট্রেডার্স,** স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতী শশি বৈদ্য স্বামী - শ্রী মুরারি লাল বৈদ্য এবং শ্রী মুরারি লাল বৈদ্য পিতা - শ্রী প্রভু দয়াল বৈদ্য **উভয়ের ঠিকানা:-** ফ্ল্যাট নং - ১৯, ৪র্থ ফ্লোর, 'জগন্নাথ অ্যাপার্টমেন্ট', হোল্ডিং নং - ৪২ ও ৪৩, জেএন তেওয়ারি রোড, মৌজা - দমদম ক্যান্টনমেন্ট, ওয়ার্ড নং - ১৬, থানা - দমদম, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০২৮। **এছাড়া ও ঠিকানা-** ৪৭, মন্দির রোড, থানা - দমদম, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০২৮	**১৮,২২,২৩২.০০ টাকা (আঠারো লক্ষ বাইশ হাজার দুইশত বত্রিশ টাকা মাত্র) ১৯.০১.২০২৩ অনুযায়ী।** এছাড়াও এর উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য।	**সম্পত্তি নং ১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসাবাসের ফ্ল্যাট নং ১৯ পরিমাণ ৫০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া/৬০০ বর্গফুট বিক্রয়যোগ্য এরিয়া ৫মতলে, হোল্ডিং নং ৪২ এবং ৪৩, জে এন তেওয়ারি রোড, মৌজা : দমদম ক্যান্টনমেন্ট, থানা : দমদম জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০২৮, দমদম পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৬ অধীন, হোল্ডিং নং ৪২ এবং ৪৩, প্লট নং সিএস ৭৫, খতিয়ান নং ১, জেএল নং ১৩, তৌজি নং ৩১০৪, আরএস নং ১৭৭, মৌজা : দমদম এবং জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, **উল্লেখ্য দলিল নং ১/৩৪৪৯-২০০৮ সালের। সম্পত্তি মুরারী লাল বৈদ্য এর নামে। জমির চৌহদ্দি :(দলিল এবং সাইট পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী) :** উত্তরে : এন এন গুহ এবং অন্যান্যর ভবন; দক্ষিণে : রামনাথ সাহার ভবন; পূর্বে : সিএস প্লট নং ৭৫(অংশ); পশ্চিমে : জে এন তেওয়ারি রোড। **সম্পত্তি নং ২ :** অস্থাবর দ্রব্যাদি (গৃহে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি)- স্বামী শ্রী মুমারি লাল বৈদ্য- ৫ম তল, **জগন্নাথ অ্যাপার্টমেন্ট,** হোল্ডিং নং ৪২ এবং ৪৩, জেএন তেওয়ার রোড, মৌজা : দমদম ক্যান্টনমেন্ট, ওয়ার্ড নং ১৬, থানা : দমদম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০২৮, দমদম পুরসভা অধীন। অস্থাবর দ্রব্যাদি (গৃহে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি) নিম্নোক্ত মতে : রুম নং ১ : ১. ইউন্ডো এসি (হিতাচি) ১ টি, ২. গ্যাস সিলিন্ডার-১ টি, ৩. সাধারণ ইস্ত্রি-১টি, ৪. শোকেশ ১ টি, ৫. কাঠের খাট -১টি, ৬. সিপিইউ-১টি, ৭. ব্ল্যাঙ্কেট, পিলো, মশারি-১টি, ৮.কাঠের র‍্যাক -১ টি, ৯. স্টাডি টেবল : ১ টি, ১০. কাঠের কাপবোর্ড, ১১. সিলিং ফ্যান-২টি, ১২. টিউবলাইট - ১টি, ১৩. ওয়াল ক্লক - ১টি, ১৪. ছোট টেবিল - ১টি রান্নাঘর ১৫. গ্যাস সিলিন্ডার এবং ওভেন - ১টি ১৬. অ্যাকোয়াগার্ড ১টি, ১৭. এগজস্ট ফ্যান-১ টি ১৮. স্টিলের বাসনপত্র। রুম নং ২ : ১৯. কাঠের বিছানা (বাক্স) ১ টি ২০. লোহার আলমারি ২টি ২১. উইন্ডো এসি-১টি ২২. সিলিং ফ্যান-১টি ২৩ টিউবলাইট-১টি ২৪. দেয়াল ঘড়ি- ১টি ২৫. ছোট কাঠের সরঞ্জাম-১টি ২৬. কম্বল এবং পিলো। ২৭. কাঠের র‍্যাক। ড্রয়িং রুম ২৮. ফ্রিজ ১৬৫ লিটার ২৯. আলমারি-২টি ৩০. টিভি (১৪ ইঞ্চি এবং ৪২ ইঞ্চি স্যামসাং)-২ টি ৩১. ভিসিডি-১টি ৩২. লোহার টেবিল- ১টি। ৩৩. স্ট্যান্ড ফ্যান-১টি ৩৪. প্লাস্টিক চেয়ার-২ টি ৩৫. অফিস চেয়ার-১ টি ৩৬. সোফা কাম বেড-১টি ৩৭. সিলিং ফ্যান- ১টি ৩৮. টিউবলাইট-২ টি ৩৯. টেবিল ল্যাম্প-১ টি ৪০. জিও সেট টপ বক্স- ১ টি ৪১. টি টেবিল-১টি ৪২. টেলিফোন রিসিভার- ১টি ৪৩. রেডিও- ১টি ৪৪. এয়ারটেল সেট টপ বক্স- ১ টি ৪৫. ওয়াল উডেন কাপবোর্ড - ১ টি বাথরুম ৪৬. ওয়াটার হিটার। ৪৭. গিজার। ৪৮. দেয়াল ফ্যান (ছোট) **(সম্পত্তি বাস্তবিক দখলের অধীন)**	**সম্পত্তি নং ১** ১৭,১৯,০০০.০০ টাকা / ১,৭১,৯০০.০০ টাকা / ১০,০০০.০০ টাকা; **সম্পত্তি নং ২** ৭৬,০২৪.০০ টাকা / ৭,৬০২.০০ টাকা / ১,০০০.০০ টাকা; পরিদর্শনের তারিখ: ১১.০৮.২০২৫ সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা
২.	**ফ্যালকন পেইন্টস অ্যান্ড কালারস** স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতী পাপিয়া দাস, স্বামী -শ্রী স্বপন কুমার দাস ঠিকানা- ৫৪/৫, সুকুমার ঘোষ রোড, নন্দন নগর, কলকাতা , ৭০০০৮৩	**১৬,৪৯,২৮২.০০ টাকা (ষোলো লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার দুইশত বিরাশি টাকা মাত্র) ১৯.০৫.২০২২ অনুযায়ী।** এছাড়াও এর উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য।	৮১৯.৭৭ বর্গফুট আয়তনের একতলায় এই সমস্ত ফ্ল্যাট, মৌজা - বেলঘরিয়া, জে.এল. নং ৩, তৌজি নং ১৭২, আর.এস. নং ১৭, খতিয়ান নং ৯৭১ এবং ৯৭২, দাগ নং ১৮৭৩ এবং ১৮৭৪, প্রেমিসেস নং ৫৪/৫, হোল্ডিং নং ৪৯৩, সুকুমার ঘোষ রোড, কলকাতা - ৭০০০৮৩, কামারহাটি পৌরসভার ওয়ার্ড নং ৩২ আওতাধীন, **২০০৫ সালের দলিল নং ১-৬৪৮০-এ নিবন্ধিত।** এডিএসআরও - কাশীপুর। দম দম, থানা - বেলঘরিয়া, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা। **সম্পত্তিটি শ্রীমতি পাপিয়া দাসের নামে অবস্থিত। চৌহদ্দি :** উত্তরে - লক্ষ্মণ পালের বাড়ি। দক্ষিণে : সড়ক। পূর্বে : অশোক রায় চৌধুরীর জমি। পশ্চিমে : কে.এল. প্রা লি সীমানা প্রাচীর দাগ নং ১৮৭৩। **(সম্পত্তি বাস্তবিক দখলের অধীন)**	১৩,৩৫,০০০.০০ টাকা / ১,৩৩,৫০০.০০ টাকা / ১০,০০০.০০ টাকা; পরিদর্শনের তারিখ: ১১.০৮.২০২৫ সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন Support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০

আগ্রহী দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে উপরে উল্লিখিত সাইটগুলিতে বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী দেখে নিতে।

তারিখ: ২৫.০৭.২০২৫
স্থান: কলকাতা
কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৮০০১২০৭৮১১/৯৬৭৪৭১৯৬৮৪

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং '**যেখানে যা আছে**', '**যেখানে যেমন আছে**' এবং '**যেখানে যে অবস্থায় আছে**' ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৮.০৮.২০২৫
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
A.	ঋণগ্রহীতা : **মেসার্স এম বি অ্যাগ্রোভেট ফার্ম, রেজি অফিস :** গ্রাম রানিচক, পো : আমড়াকুচি, থানা : কোতোয়ালী, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭২১১৫০। **অংশীদার(গণ) : ক) শেখ আবদুল আলম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন **খ) শেখ আবদুল সালাম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **গ) শেখ আবদুল কালাম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন। **সকলের সাকিন :** গ্রাম : অযোধ্যানগর (জামতলা) পো : অযোধ্যানগর, থানা : কোতোয়ালী, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭২১১৫০। **ঘ) শেখ আবদুল মালেক,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **ঙ) শ্রীমতি লুৎফা খাতুন,** স্বামী শেখ আবদুল মালেক, **উভয়ের ঠিকানা :** গ্রাম : হাবিবপুর, পো : মেদিনীপুর, থানা : কোতোয়ালী, পশ্চিম মেদিনীপুর ৭২১১৫০।	**জামিন ১ :** রাইস মিল জমি এবং তদস্থিত ফ্যাক্টরি ভবন স্বত্ব দলিল ৩২৩৭, এরিয়া ০.৪২ একর, প্লট নং ৯৩/২০২(অংশ), জেএল নং ২৩৩, মৌজা : রানিচক, রাইস মিল জমি এবং তদস্থিত ফ্যাক্টরি ভবন স্বত্ব দলিল ৩২১৫ এবং রেজিস্ট্রিকৃত চুক্তি বিক্রয়ের ৪০৯ এরিয়া ৪.১৬ একর (পরিবর্তিত ৩.৯৯ একর), প্লট নং ৯৩/২০২(অংশ) এবং ১২০, জেএল নং ২৩৩, মৌজা : রানিচক। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি এম বি অ্যাগ্রোভেট ফার্ম এর নামে। **(সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত) দ্রষ্টব্য : ১ : ডিআরটি ১ অধীনে উল্লেখ্য এসএ নং ৪২৩/২০২৩ উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে এসএ দাখিল করা হয়েছে কিন্তু উক্ত সম্পত্তি বিক্রির বিষয়ে কোনও স্থগিতাদেশ নেই।**	৪,৮২,৯৯,৭১৭.৪০ টাকা **(চার কোটি বিরাশি লাখ নিরানব্বই হাজার সাতশ সতের টাকা এবং চল্লিশ পয়সা) ২৯.০১.২০২৪ অনুযায়ী** (পুঞ্জীভূত অনাদায়ী সুদ এবং চার্জ সহ) ৩০.১.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, মূল্য, ব্যয় ইত্যাদি সহ নিলাম বিক্রির তারিখ ০৩.০১.২০২৫ এবং ০৫.০৩.২০২৫ থেকে বিক্রয় প্রক্রিয়া থেকে গৃহীত মোট ব্যতীত	সিকিউরিটি - ১: ৩,১৫,০০,০০০.০০ টাকা / ৩১,৫০,০০০.০০ টাকা / ৫০,০০০.০০ টাকা; পর্যবেক্ষণের তারিখ ০৭.০৮.২০২৫ এবং ২১.০৮.২০২৫; যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১৯৬৮৪
B.	ঋণগ্রহীতা : **মেসার্স বাহার রাইস মিলস প্রা লি., রেজি অফিস :** গ্রাম রানিচক, পো : আমড়াকুচি, থানা : কোতোয়ালী, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭২১১৫০। **ডিরেক্টর(গণ) : ক) শেখ আবদুল আলম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন **খ) শেখ আবদুল সালাম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **গ) শেখ আবদুল কালাম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন। **সকলের সাকিন :** গ্রাম : অযোধ্যানগর (জামতলা) পো : অযোধ্যানগর, থানা : কোতোয়ালী, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭২১১৫০। **ঘ) শেখ আবদুল মালেক,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **ঙ) শ্রীমতি লুৎফা খাতুন,** স্বামী শেখ আবদুল মালেক, **উভয়ের ঠিকানা :** গ্রাম : হাবিবপুর, পো : মেদিনীপুর, থানা : কোতোয়ালী, পশ্চিম মেদিনীপুর ৭২১১৫০।	**জামিন ২ :** ফ্যাক্টরি জমি পরিমাণ ৩৪ ডেসিমেল এবং তদস্থিত পূর্ত নির্মাণ দাগ নং ৯৩/২০২(অংশ), স্বত্বা -১৭, হাল খতিয়ান নং ২০৯ এবং ২১২, গ্রাম : রানিচক, পো : আমড়াকুচি, পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা কোতোয়ালী, মৌজা : রানিচক, **স্বত্ব দলিল ২১৪১/২০০৫ সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি শেখ আবদুল মালেক বেং শেখ আবদুল সালেমের নামে। (সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত)। দ্রষ্টব্য : ২ : ডব্লু বি এস কো-অপ মার্কেটিং ফেডারেশন লি (বেনফেড) কর্তৃক একটি মামলা বিবাদ নং ২০/আরসিএস -২০২৪ সালের দাখিল করা হয়েছে।**	১,৯০,১৬,৪৭৬.২০ টাকা **(এক কোটি নব্বই লাখ ষোলো হাজার চারশ ছিয়াত্তর টাকা এবং কুড়ি পয়সা) ২৯.০১.২০২৪ অনুযায়ী (পুঞ্জীভূত অনাদায়ী সুদ এবং চার্জ সহ)** ৩০.১.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, মূল্য, ব্যয় ইত্যাদি সহ নিলাম বিক্রির তারিখ ২০.০৫.২০২৪ এবং ০৩.০১.২০২৫ থেকে বিক্রয় প্রক্রিয়া থেকে গৃহীত মোট ব্যতীত	সিকিউরিটি - ২: ৬২,৭০,০০০.০০ টাকা / ৬,২৭,০০০.০০ টাকা / ২৫,০০০.০০ টাকা; পর্যবেক্ষণের তারিখ ০৭.০৮.২০২৫ এবং ২১.০৮.২০২৫; যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১৯৬৮৪

দ্রষ্টব্য ৩ : সিকিউরিটি ১ এবং ২ এর অধীনে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি একটি কম্পাউন্ডের মধ্যে অবস্থিত, তাদের মধ্যে স্পষ্ট সীমানা নেই, তাই সম্ভাব্য দরদাতাকে সিকিউরিটি ১ এবং ২ এর সম্পত্তির জন্য সম্মিলিত দর জমা দিতে হবে। এই সম্পত্তিগুলির জন্য ব্যক্তিগত দর গ্রহণ করা হবে না।

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ২৫.০৭.২০২৫
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

কমিশনের ভূমিকায় ফের সরব রাহুল

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই: ফের একবার নির্বাচন কমিশনের সমালোচনায় সরব হলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে যে বিবৃতি জারি করা হয়েছে, সেটারও নিন্দা করেছেন রাহুল গান্ধি। সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল গান্ধি বলেছেন, 'নির্বাচন কমিশন, ভারতের নির্বাচন কমিশনের মতো কাজ করছে না। আজ তারা কিছু বিবৃতি দিয়েছে, যা সম্পূর্ণ বাজে কথা।' বিহারে পরিচালিত এসআইআর অনুশীলন সম্পর্কে রাহুল গান্ধি বলেন, 'আমি নির্বাচন কমিশনকে একটি বার্তা দিতে চাই, যদি আপনি মনে করেন যে আপনি পার পেয়ে যাবেন, তাহলে আপনি ভুল করছেন। আমরা আপনার জন্য আসছি।'

২০০৬ মুম্বই ট্রেন বিস্ফোরণ বম্বে হাইকোর্টের রায় স্থগিত সুপ্রিমে

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই: সম্প্রতি ২০০৬ সালে মুম্বইয়ে লোকাল ট্রেনে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হওয়া ১২ জনকেই বেকসুর মুক্তি দিয়েছিল বম্বে হাই কোর্ট। উচ্চ আদালতের এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় মহারাষ্ট্রের সন্ত্রাসদমন শাখা (এটিএস)। শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই, বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রন এবং বিচারপতি এনভি আঞ্জারিয়ার বেঞ্চ বৃহস্পতিবার মামলাটি শুনেছে। বৃহস্পতিবার বম্বে হাইকোর্টের রায় স্থগিত করেছে সুপ্রিম কোর্ট। তবে, সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে জানিয়েছে, স্থগিতাদেশ অভিযুক্তদের জেল থেকে মুক্তির ওপর প্রভাব ফেলবে না। উল্লেখ্য, মুম্বইয়ে লোকাল ট্রেনে বিস্ফোরণের ঘটনায় নিম্ন আদালত মোট ১২ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল। তাঁদের মধ্যে ফয়জল শেখ, আসিফ খান, কমল আনসারি, ইহশাম সিদ্দিকি এবং নভেদ খানকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। বাকি সাত জনকে বিস্ফোরণে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ওই ১২ জনই নিম্ন আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। গত সোমবার ওই ১২ জনকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করে বম্বে হাই কোর্ট। বিচারপতি অনিল কিলোর এবং বিচারপতি শ্যাম চন্দকের পর্যবেক্ষণ ছিল, যথোপযুক্ত প্রমাণের অভাব রয়েছে।

আমদাবাদে বিমান দুর্ঘটনার পর ছুটিতে শতাধিক পাইলট মুরলীধর

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই: আমদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৮৭-ড্রিমলাইনার বিমান দুর্ঘটনার চার দিন পরে ১১২ জন পাইলট চিকিৎসা করানোর জন্য ছুটি নিয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিমান পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী মুরলীধর মোহল একথা জানিয়েছেন। তিনি জানান, ৫১ জন কমান্ডার এবং ৬১ জন ফ্লাইট অফিসার সে দিন ছুটির অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

বৃহস্পতিবার লোকসভায় এক প্রশ্নের জবাবে মুরলীধর জানান, ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিমান সংস্থাগুলিকে নোটিস পাঠিয়ে বলা হয়েছিল, পাইলটদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি 'মানসিক স্বাস্থ্য'র মূল্যায়নও যেন করা হয়। পাইলট ও বিমানকর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য বিমান সংস্থা এবং বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষগুলিকে 'স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা' চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কমিশন একটি রাজনৈতিক দলের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে: তেজস্বী

পাটনা, ২৪ জুলাই: নির্বাচন কমিশন একটি রাজনৈতিক দলের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে, এমনই অভিযোগ করলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। তিনি এও বলেছেন, 'আমাদের আর কোনও সন্দেহ নেই যে, নির্বাচন কমিশন একটি রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিরা এখন প্রকাশ্যে নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে ক্রমাগত ভোট চুরি করছে।' বৃহস্পতিবার বিহার বিধানসভায় হট্টগোলের পর, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'আজ বিধানসভায় আমার বক্তৃতার সময়, তাদের মন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী, বিধায়করা মাঝখানে বক্তব্য রাখেন। আমার মা এবং বাবাকে কুকথা বলা হলেও, আমি কোনও প্রতিক্রিয়া জানাইনি। গতকাল, একজন উপ-মুখ্যমন্ত্রী আমাদের কুকথা বলেছিলেন। আজ, তাদের নেতারাও একই কাজ করছেন। বিজেপির সত্যের মুখোমুখি হওয়ার সাহস নেই। প্রথমবারের মতো দেখা যাচ্ছে যে, শাসক দল হট্টগোল করছে।'

রাশিয়ার নিখোঁজ বিমানের ধ্বংসাবশেষের খোঁজ মিলল

মস্কো, ২৪ জুলাই: রাশিয়ার পূর্ব প্রান্তের আমুর প্রদেশে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না আন্তোনভ আন-২৪ বিমানের। অবশেষে ওই বিমানের ধ্বংসাবশেষের খোঁজ পাওয়া গেল ওই প্রদেশেই। যাত্রীবাহী ওই বিমান ভেঙে পড়েছে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী বিমানের সকল যাত্রী নিহত হয়েছেন। বিমানটি কী ভাবে ভেঙে

পড়ল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আশঙ্কা করা হচ্ছে, বিমানের কোনও আরোহীই আর বেঁচে নেই। যাত্রিবাহী ওই বিমানে ছিলেন ছয় বিমানকর্মী-সহ মোট ৫০ জন। এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল বা এটিসির তরফে বিমানটির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও, সেটি কোথায় রয়েছে, তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না।

ময়দান

অসাধারণ পন্থের পর ম্যানচেস্টারে ব্রিটিশদের দাপট! দ্বিতীয় দিনের শেষে পিছিয়ে ভারতীয় দল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঋষভ পন্থ , ভাঙা পায়ে খেলতে নামা এই উইকেটকিপার-ব্যাটারের দুর্দান্ত ইনিংসই ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের প্রথম দিনের মূল আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। ভারতের ৩৫৮ রানের ইনিংস অনেকটাই ভরসা পেয়েছে পন্থের সাহসী ব্যাটিংয়ে। অথচ দিনের শেষে স্কোরবোর্ডের এর চেহারাটা বলছে, অ্যাডভান্টেজ আপাতত ইংল্যান্ডেরই। দিনের শুরুটা ভারতের জন্য অতটা খারাপ ছিল না। যদিও জাদেজা দ্রুত ফিরে যান, তারপরও শার্দূল ঠাকুর ও ওয়াশিংটন সুন্দর কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তবে থিতু হয়ে ৪১ করে আউট হন শার্দূল। এরপরই যেন সিনেমার দৃশ্য! চোটে কাহিল পন্থ মাঠে নামলেন আবার ব্যাট করতে। গ্যালারি তখন করতালিতে মুখর। পন্থ নামলেন, মাঠকে প্রণাম করে, পা টেনে টেনে গেলেন ক্রিজে। ব্যথা থাকা সত্ত্বেও বল খেলা বন্ধ করেননি। বরং আগ্রাসী হয়ে ওঠেন। ছক্কা হাঁকান আর্চারের বলে। স্পর্শ করেন টেস্টে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক ছক্কার রেকর্ড। বিরাট স্ট্রোকে পূরণ করেন অর্ধশতরান। কিন্তু এরপরেই আউট। ততক্ষণে দলের রান তিনশোর গণ্ডি পেরিয়েছে।সুন্দরও ২৭ রানে ফেরেন, কম্বোজ কোনও রান না করেই ফিরে যান। শেষ ব্যাটার হিসেবে পন্থ ৫৪ রানে আউট হলেও, তাঁর আত্মত্যাগেই ভারত পৌঁছয় ৩৫৮-তে। যদিও এই রান প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যথেষ্ট নয় বলেই মনে হচ্ছিল অনেকের। এবং সেই শঙ্কাই সত্যি করে দেন ইংল্যান্ডের দুই ওপেনার , বেন ডাকেট ও জ্যাক ক্রলি। শুরু থেকেই আগ্রাসী মনোভাবে খেলেন তাঁরা। বিশেষ করে কম্বোজকে কার্যত নিশানা বানান ডাকেট। চা-বিরতির আগেই ইংল্যান্ড পৌঁছয় ৭৭ রানে। শেষপর্যন্ত ক্রলি ৮৪ রানে ফিরলেও, ডাকেট ৯৪ করে আউট হন সেই কম্বোজের বলেই, যাঁকে তাঁর লক্ষ্য করেই খেলছিলেন মনে হচ্ছিল। দু'জনের মধ্যে ১৬৬ রানের বিশাল জুটি। দিনের শেষে ভারত আশা করেছিল, অন্তত আরও দুই উইকেট নিয়ে খেলায় ফিরবে। কিন্তু রুট ও পোপ মিলে সে সুযোগও দিলেন না। বরং খেলা শেষ হওয়ার ঠিক আগে বুমরাহকে বাউন্ডারি মেরে দিন শেষ করেন পোপ। তবে বড় প্রশ্ন থেকেই যায়;ওয়াশিংটন সুন্দরকে এক ওভারও বল না করানোর সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল কি না? ইংল্যান্ড এখনও ভারতের থেকে ১৩৩ রান পিছিয়ে, হাতে ৮ উইকেট। এই অবস্থায় তৃতীয় দিনের প্রথম এক ঘণ্টা হয়ে উঠতে চলেছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পন্থের লড়াই নিঃসন্দেহে কুর্নিশযোগ্য, তবে একার রূপকথা দিয়ে দলীয় ব্যর্থতা চাপা যায় না। ইংল্যান্ড এখন অনেকটাই চালকের আসনে।

হরিদ্বারে নদীতে পড়লেন প্রাক্তন কবাডি অধিনায়ক, উদ্ধার পুলিশের

হরিদ্বার, ২৪ জুলাই: হরিদ্বারে গঙ্গা নদীর তীব্র স্রোতে ভেসে যাওয়ার পর বুধবার নাটকীয়ভাবে উদ্ধার করা হয়েছে অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং ভারতীয় কবাডি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক দীপক হুডাকে।

উত্তরাখণ্ড পুলিশের ৪০তম ব্যাটালিয়নের সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং দ্রুত উদ্ধার অভিযান শুরু করেন। হুডা একটি ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে বলেছেন, 'আমি মহাশিবরাত্রির উপবাস পালন করছিলাম এবং গঙ্গায় প্রার্থনা করতে গিয়েছিলাম, ঠিক সেই সময় আমি পা পিছলে দ্রুত বহমান নদীতে পড়ে যাই। তীব্র স্রোত নৌকোকে গতিপথ থেকে সরিয়ে নিলেও, ব্যাটালিয়নের অফিসাররা সাহসের সাথে নৌকোয় ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং আমাকে নিরাপদে টেনে আনেন।' উত্তরাখণ্ড পুলিশ তাদের অফিসিয়াল এক্স (পূর্বে টুইটার) অ্যাকাউন্টে উদ্ধারের একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছে।

E-TENDER

E-tenders are invited by the Prodhan, **Betai -II Gram Panchayat** (Under Tehatta-I Panchayat Samity) P.O-Betai, Nadia. **NIET NO. 5E/2025-2026,** Last date of submission **31.07.2025 up to 4p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

S/d- Prodhan,
Betai -II Gram Panchayat.

TENDER NOTICE

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s) mentioned the **eNIT-5/CGP/2025-26 Dated-23/07/2025 and eNIQ-01/CGP/2025 Dated 24/07/2025** which is uploaded in the website **http://wbtenders.gov.in.** Tender **ID- 2O25_ZPHD_882524_1, 2O25_ZPHD_ 882524_2, 2O25_ZPHD_882684_1, 2025_ZPHD_882684_2 and 2025_ ZPHD_882684_3**
Fund: CFC (Tied) and O.S.R.
Last Date of Submission:- **04/08/2025**
Visit the said website to know about those tender'

Sd/- Prodhan
Charkalgram Gram Panchayat

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of Drain with cover slab beside Ichhamati River and pond of Ashit Dhar at Motiganj starting Ichhamati Bus stand upto Roy Bridge (Shitala Mandir) via. Ichhamati Sishu uddyan in Ward No. - 01 Under Bongaon Municipality.
Tender reference:
WBMAD/NIeT/47/BM/2025-26/PWD
Date: 24.07.2025
Tender ID: 2025_MAD_882769_1
1. Bid Submission Start date- **24.07.2025 at 05.00 PM.** 2. Prebid meeting date- **05.08.2025 at 02.00 PM.** 3. End date- **08.08.2025 at 05.00 PM.** 4. Bid opening date- **11.08.2025 at 10.00 AM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/ 221/25-26 Dated 24.07.2025

E-Tenders are being Invited for : INSTALLATION OF 1(ONE)NO OF 9 MTR LONG OCTAGONAL MINI MAST STREET LIGHT EACH HAVING 5NOS OF 110Watts LED FLOOD LIGHT FITTING (MODEL BVP192 LED 110 CW)) NATUN DEARA UDAY SANGHA AT WARD NO.03 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a)Date of uploadation: 25.07.2025 at 11-00 hrs. **b) Tender Value:** Rs.1, 07, 295.37/-. **c) Documents download starting date & time:** 25.07.2025 at 11-00 hrs. **d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender:** 01.08.2025 at 11-00 hrs. **e) Date & Time for Opening of Technical Bid:** 04.08.2025 at 11-05 hrs. **f) Date & Time for Opening of Financial Bid:** To be notified. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**

S/D Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/ 220/25-26 Dated 24.07.2025

E-Tenders are being Invited for : INSTALLATION OF 1(ONE)NO OF 9 MTR LONG OCTAGONAL MINI MAST STREET LIGHT EACH HAVING 5NOS OF 110Watts LED FLOOD LIGHT FITTING (MODEL BVP192 LED 110 CW)) IN SABUJ SANGHA BATTALA KALI MANDIR AT WARD NO 03 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a)Date of uploadation: 25.07.2025 at 11-00 hrs. **b) Tender Value:** Rs.1,07,295.37/-. **c) Documents download starting date & time:** 25.07.2025 at 11-00 hrs. **d)Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender:** 01.08.2025 at 11-00 hrs. **e) Date & Time for Opening of Technical Bid:** 04.08.2025 at 11-05 hrs. **f) Date & Time for Opening of Financial Bid:** To be notified. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**

S/D Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

GOVT. OF WEST BENGAL
IRRIGATION AND WATERWAYS DIRECTORATE OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER MAYURAKSHI CANAL CIRCLE SURI, BIRBHUM
SN.I.T. No. WBIW/SE/MCC/SNIT-01/ 2025-2026
Offline-Tender is being invited by the Superintending Engineer, Mayurakshi Canal Circle, Suri, Birbhum from the eligible bonafied contractors for 01 (One) no, work. Last date of Application: **28.07.2025 upto 12:00 Hrs.** & Last date of Dropping: **28.07.2025 upto 16:00 Hrs.** Other details of tender notice may be seen at website **www.wbiwd.gov.in**
Sd/-
Superintending Engineer
Mayurakshi Canal Circle
Suri, Birbhum

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/ 219/25-26 Dated 24.07.2025

E-Tenders are being Invited for : INSTALLATION OF 1(ONE)NO OF 9 MTR LONG OCTAGONAL MINI MAST STREET LIGHT EACH HAVING 5NOS OF 110Watts LED FLOOD LIGHT FITTING (MODEL BVP192 LED 110 CW)) AT DOCTOR BAGAN NEAR HOUSE OF BAPPA AT WARD NO_02 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a)Date of uploadation: 25.07.2025 at 11-00 hrs., **b) Tender Value:** Rs.1,07,295.37/-, **c) Documents download starting date & time:** 25.07.2025 at 11-00 hrs. **d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender:** 01.08.2025 at 11-00 hrs. **e) Date & Time for Opening of Technical Bid:** 04.08.2025 at 11-05 hrs. **f) Date & Time for Opening of Financial Bid:** To be notified. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**

S/D Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬৮৬, তারিখ ঃ ২৩.০৭.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৪৬৯। কাজের নাম ঃ** "হাওড়াতে নতুন ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার ভবনের শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার" কাজের পরিপ্রেক্ষিতে শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯১,৬৩,৫৬৭ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১,৮৩,৩০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.০৮.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। HWH-207/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

SHORT QUOTATION NOTICE

E-Quotation is hereby invited from reliable Govt. contractors for the following works:-
1. Name of the Work: Hiring manpower for Data Entry, Printing, Scanning within Rajpur Sonarpur Municipality.
NIQ No. WBMAD/ULB/RSM/NULM/222/25-26 Dt. 24.07.2025
Submission started date: **25.07.2025 at 17-30 hrs.**
Submission End date: **02.08.2025 at 17-30 hrs.**
Technical opening date: **04.08.2025 at 17-30 hrs.**
For more details please visit website: **http://wbtenders.gov.in.**
Dr. Pallab Kumar Das
Chairman
Rajpur Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/215/ 25-26 Dated 23.07.2025	Construction of Concrete Road With Covered Drain Behind Nirala Appartment From H/O Prasanta Sarkar To H/O Tapash Banerjee Via H/O Arun Kumar Dey & Concrete Road From H/O Goutam Sarkar To H/O Sunil Karmakar, In Ward No-33 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.8,04,684.00
WBMAD/ULB/ RSM/216/25-26 Dated 23.07.2025	Construction of Proposed Surface Drain, Slab Over Surface Drain beside Sunny Crest Apartment upto Pradip Sardar House at Kalitala, Ward No.-29 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.8,33,553.00

Bid Submission end date: **02.08.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

BONGAON MUNICIPALITY

1. Construction of C.C. Road.
Tender reference:
WBMAD/NIeT/46/BM/2025-26/PWD
Date: 16.07.2025
Tender ID- 2025_MAD_881901_1, 2025_MAD_881901_2, 2025_MAD_881901_3, 2025_MAD_881901_4, 2025_MAD_881901_5, 2025_MAD_881901_6, 2025_MAD_881901_7, 2025_MAD_881901_8, 2025_MAD_881901_9, 2025_MAD_881901_10, 2025_MAD_881901_11, 2025_MAD_881901_12, 2025_MAD_881901_13, 2025_MAD_881901_14, 2025_MAD_881901_15, 2025_MAD_881901_16, 2025_MAD_881901_17. Bid Submission Start date- **24.07.2025 at 18.00** Prebid meeting date- **26.07.2025 at 14.00.** End date- **1.08.2025 at 14.00** Bid opening date- **04.08.2025 at 14.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-৪২-৪৯-২৫, তারিখ ২৩.০৭.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইএনজিজি)/আদ্রা, দঃপূঃ রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং ও টেন্ডার নং; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্য ঃ (১) ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-৪২-২৫, তারিখ ২৩.০৭.২০২৫;** সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি. ওয়ে/সোনামুখী এবং সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি. ওয়ে/পূর্ব/আদ্রার অধিক্ষেত্রাধীনে ইয়ার্ড উন্নয়ন সম্পর্কিত পি. ওয়ে কাজের সম্পাদন; ২,০২,৫২,১৯৭.১১ টাকা। **(২) ই-ডিআরএম- ইএনজিজি-এডিআরএ-৪৩-২৫, তারিখ ২৩.০৭.২০২৫;** সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ পি. ওয়ে/সোনামুখী এবং সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি. ওয়ে/পূর্ব/আদ্রার অধিক্ষেত্রাধীনে ইয়ার্ড উন্নয়ন সম্পর্কিত কাজে কংক্রিট ড্রেন নির্মাণ সঙ্গে বিবিধ কাজ; ৭,১৬,৯০,১৩২.৬১ টাকা। **(৩) ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-৪৪-২৫, তারিখ ২৩.০৭.২০২৫;** সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি. ওয়ে/গড়বেতা এবং সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি. ওয়ে/বাঁকুড়া/আদ্রার অধিক্ষেত্রাধীনে ইয়ার্ড উন্নয়ন সম্পর্কিত পি. ওয়ে কাজের সম্পাদন ৩,৯৫,৯০,৭৭২.৩৩ টাকা। **(৪) ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-৪৫-২৫, তারিখ ২৩.০৭.২০২৫;** সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি. ওয়ে/গড়বেতা এবং সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি. ওয়ে/বাঁকুড়ার অধিক্ষেত্রাধীনে ইয়ার্ড উন্নয়ন সম্পর্কিত কাজে কংক্রিট ড্রেন নির্মাণ সঙ্গে বিবিধ কাজ; ২,৭৭,১২,৬৮৬.২৮ টাকা। **(৫) ই-ডিআরএম- ইএনজিজি-এডিআরএ-৪৬-২৫, তারিখ ২৩.০৭.২০২৫;** আদ্রা ডিভিশনে আদ্রায় (১) পুরুলিয়া-কোটশিলা-রাজাবেড়া, অনারা-রুকনী, মহুদা-চন্দ্রপুরা এবং টিটি লাইন শাখার মধ্যে ১৬টি লেভেল ক্রশিং গেটে গেট ব্যারিয়ার স্থানান্তর করে লেভেল ক্রশিং স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা, রাস্তার তল ও দৃশ্যমানতার উন্নতি এবং গেট লজ স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা। (২) ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে ঐ ধরনের ঘটনা রোধ করতে চলমান রেলওয়ে ট্র্যাক রক্ষার জন্য রাস্তায় ব্যারিকেড/বেড়া দেওয়া প্রয়োজন; ৩,৮৩,৮০,০১৯.১৬ টাকা। **(৬) ই-ডিআরএম- ইএনজিজি-এডিআরএ-৪৭-২৫, তারিখ ২৩.০৭.২০২৫;** আদ্রা ডিভিশনে ভারতীয় রেলওয়ের ৪০টি বিদ্যমান ফ্রেট ইয়ার্ডকে প্রযুক্তিচালিত ইয়ার্ডে (স্মার্ট ইয়ার্ডে) পরিবর্তন সম্পর্কিত নলেজ রুম (১০ মি x ৫ মি) নির্মাণ, সঙ্গে আনুষঙ্গিক কাজ যেমন রাস্তা, সীমানা দেওয়াল ইত্যাদি নির্মাণ; ৪০,৫০,৯৬৮.৪৬ টাকা। **(৭) ই-ডিআরএম- ইএনজিজি-এডিআরএ-৪৮-২৫, তারিখ ২৩.০৭.২০২৫;** দঃপূঃ রেলওয়ের আদ্রা ডিভিশনে চৌরাসী ও রামকানালির মধ্যে ইআই ওয়ার্কিং সিস্টেম সহ ব্লক ওয়ার্কিং সিস্টেম দ্বারা চৌরাসী সাইডিং-কে ব্লক স্টেশন হিসাবে পরিবর্তন; ৩,৭৫,৯৫,৪৫৫.৭৭ টাকা। **(৮) ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-৪৯-২৫, তারিখ ২৩.০৭.২০২৫;** দঃপূঃ রেলওয়ের আদ্রা ডিভিশনে দামোদর-মহিশিলা এবং রামকানালি-চৌরাসী শাখার মধ্যে কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতি দ্বারা নানান মাপের আরসিসি বক্স দিয়ে নন স্ট্যান্ডার্ড পাইপ ও স্টোন স্ল্যাব ব্রিজের প্রতিস্থাপন; ১৬,৮০,৩২,৩৮১.০৬ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২০.০৮.২০২৫-এ দুপুর ৩টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারগুলির বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। **(PR-438)**

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
WBMAD/ULB/ BM/PW/15th Finance/ NIT– 12/2025-2026
Memo No:- 1568/PWD/BM/2025-2026
Dated- 24.07.2025
Name of the Work:- 13 (Thirteen) Sl. No. 1-13 Installation of Submersible pump in ward nos.1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21 under Bolpur Municipality. Last Date of Submission 07.08.2025, for details see Bolpur Municipality Notice Board & Website: **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ২৩.০৭.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা- ৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১০১-২৫-২৬। কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহতে ঃ নর্থ, মেন এবং সাউথ সেকশনের শহরতলির স্টেশনগুলির উন্নয়নকার্যের পরিপ্রেক্ষিতে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/স্টেশন/শিয়ালদহ-র অধীনে শিয়ালদহ স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ৬, ৭ এবং ৮-এর প্ল্যাটফর্ম উপরিতলের উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৯২,৭৫,৮২৫,৬৬ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৪৬,৪০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য (অফেরতযোগ্য) ঃ** শূন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.০৮.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৬ (ছয়) মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.০৮.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। SDAH-132/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬৮৭, তারিখ ঃ ২৩.০৭.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৪৪৩ -আর। কাজের নাম ঃ** ব্যান্ডেল - আজিমগঞ্জ শাখায় রেলওয়ে প্রাঙ্গণে ১০০% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি আলোকিতকরণ ব্যবস্থায় রূপান্তর। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৮৯,৫৫,০২৮ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ২,৪৪,৮০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৭০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ২। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৪৪৬-আর। কাজের নাম ঃ** হাওড়া - ব্যান্ডেল শাখায় রেলওয়ে প্রাঙ্গণে ১০০% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি আলোকিতকরণ ব্যবস্থায় রূপান্তর। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩৫,৯৩,৮১৯ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ২,১৮,০০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৭০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৩। টেন্ডার নং.ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৪৪৭-আর। কাজের নাম ঃ** হাওড়া - বর্ধমান (এইচবিসি) শাখায় রেলওয়ে প্রাঙ্গণে ১০০% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি আলোকিতকরণ ব্যবস্থায় রূপান্তর। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৪১,৫৫,২০৪ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ২,২০,৮০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৭০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৪। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৪৪৮-আর। কাজের নাম ঃ** খানা জংশন- গুমানি শাখায় রেলওয়ে প্রাঙ্গণে ১০০% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি আলোকিতকরণ ব্যবস্থায় রূপান্তর। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৫১,৬৯,৮৮৮ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ২,২৫,৯০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৭০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.০৮.২০২৫ তারিখ বিকেল ৫ টায়। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। HWH-208/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-20/25-26 Dated 22.07.2025
Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works: **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_881614_1 **(2)** Tender ID No. 2025_ADDA_881627_1 **(3)** Tender ID No. 2025_ADDA_881641_1 **(4)** Tender ID No. 2025_ADDA_881658_1 **(5)** Tender ID No. 2025_ADDA_881678_1 **(6)** Tender ID No. 2025_ADDA_881698_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

SHORT QUOTATION NOTICE

E-Quotation is hereby invited from reliable Govt. contractors for the following works:-
1. Name of the Work: Hiring manpower for Data Entry, Printing, Scanning within Rajpur Sonarpur Municipality.
NIQ No. WBMAD/ULB/RSM/NULM/222/25-26 Dt. 24.07.2025
Submission started date: **25.07.2025 at 17-30 hrs.**
Submission End date: **02.08.2025 at 17-30 hrs.**
Technical opening date: **04.08.2025 at 17-30 hrs.**
For more details please visit website: **http://wbtenders.gov.in.**
Dr. Pallab Kumar Das
Chairman
Rajpur Sonarpur Municipality

Dhap Dhapi-1 Gram Panchayat
Kumarhat, Baruipur, South 24 PGS, 743387
Notice In viting e-T ender
e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of different development work(s) under GP area. NIT details given below :- **1. 19/DD-1/2025-26, Date: 23.07.2025, (Sl.- 1-10), 2. 20/DD-1/2025-26, Date: 23.07.2025, (Sl.- 1-8).** Date of Publish of Tender: **24.07.2025 from 01.00 PM.** Last Date of Submit: **04.08.2025 up to 10.00 AM.** Date of Opening of Tender: **06.06.2025 at 11.00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Dhap Dhapi-1 Gram Panchayat

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 11/25-26/NCAPFFC/T Dated 24.07.2025.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **09.08.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

Sd/-. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 10/25-26/FCXVSWM/T Dated 24.07.2025.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **09.08.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

Sd/-. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/212/ 25-26 Dated 23.07.2025	Construction of Proposed concrete slab over existing surface drain from Asim Modak's House to Upahar apartment via Dasgupta house & Sreela apartment at K.C. Avenue under Ward No.-29 of Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.2,38,065.00
WBMAD/ULB/ RSM/213/25-26 Dated 23.07.2025	Construction of U.C. Ballah Pilling at Bangalpara,Taltola near H/O Sohorub Gazi, Ward No-33, Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.3,01,040.00
WBMAD/ULB/ RSM/214/25-26 Dated 23.07.2025	Construction of Concrete Road Anukul Chandra to Papia Goswami, In Ward No-32, Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.3,89,407.00

Bid Submission end date: **02.08.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/217/ 25-26 Dated 23.07.2025	Construction of (A) Surface Drain At Azhar Laskar Shop Side Road. (B)Surface drain and wall at Malipara to Sarderpara and Earth filling work,Like Kurer Maath,Kanthalepara,52 Paribar etc.(C) Construction of Concrete Road at Malipara to Sarderpara.(D) Lifting up Water at various Places,in Ward No-34 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.13,13,024.00
WBMAD/ULB/ RSM/218/ 25-26 Dated 23.07.2025	Construction of Concrete Road At Kurer Math From H/O Gopal Chandra Barik To H/O Gopal Poilan Via H/O Kalpana Roy & From H/O Ranjit Roy To H/O Siraj Mondal & From H/O Siraj Mondal To Coolfie Factory, In Ward No-34 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.21,72,994.00

Bid Submission end date: **08.08.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন বায়োস্কোপ

গত ৯ জুলাই পেরিয়ে গেল গুরু দত্তের শতবর্ষ। আর গুরু দত্ত মানেই গীতা দত্ত। তাঁদের নিয়ে কলম ধরেছেন সিদ্ধার্থ সিংহ।

রোমাঞ্চকর উপন্যাসের চেয়েও মর্মান্তিক

গীতা দত্ত, গুরু দত্ত

গুরু দত্ত নামটা শুনলেই মনে হয় তিনি বাঙালি। অথচ তিনি কিন্তু মোটেও বাঙালি ছিলেন না। তাঁর আসল নাম ছিল বসন্ত কুমার শিবশঙ্কর পাদুকোন।

ছোটবেলায় এক দুর্ঘটনায় তিনি প্রায় মরতে মরতে বেঁচে যান। আর তাতেই বাড়ির লোকেদের মনে হয়, বসন্ত কুমার শিবশঙ্কর নামটা নিশ্চয়ই অশুভ। তাই তাঁর নতুন নামকরণ করা হয়— গুরুদত্ত। মানে গুরু প্রদত্ত। কল্যাণকর।

'গুরুদত্ত' এখানে কিন্তু এক কথা। পরে চলচ্চিত্র জগতে এসে তিনি তাঁর নিজের নামটি ভেঙে গুরু আর দত্ত আলাদা করে নেন।

আসলে অল্প বয়সে বেশ কিছুদিন তিনি কলকাতায় ছিলেন। ভবানীপুরে থেকে পড়াশোনা করতেন। বেশিরভাগ বন্ধুবান্ধবরাই ছিল বাঙালি। তাঁদেরই একজনের পদবি ছিল দত্ত। সেটা জানার পরেই নিজেকে বাঙালি হিসেবে জাহির করার জন্য নিজের নামের শেষাংশটাকে তিনি আলাদা করে নেন। যাতে সবাই ভাবে গুরু তাঁর নাম। আর দত্ত তাঁর পদবি। তিনি খুব ভালভাবেই বলতে শিখে গিয়েছিলেন। বাঙালি সংস্কৃতিও পছন্দ করতেন।

যদিও তিনি মূলত দক্ষিণ ভারতের মানুষ। জন্মেছিলেন ১৯২৫ সালের ৯ জুলাই। তাঁর বাবা ছিলেন স্কুলের হেডমাস্টার, পরে ব্যাংকে চাকরি পান।

মা ছিলেন গৃহবধূ কিন্তু তাঁর কবিতা, ছোটগল্প লেখার হাত ছিল ভাল। স্বাবলম্বী মহিলা ছিলেন তিনি, স্বামীর একার রোজগারে সংসার টেনেটুনে চলত, তাই তিনি নিজের লেখা বিক্রি করেই রোজগার করতেন।

তাঁর যখন ১৬ বছর বয়স তখন গুরুদত্তর জন্ম হয়। তাঁরা তিন ভাই— আত্মারাম, দেবীদাস আর বিজয়। এবং এক বোন ছিল। তাঁর নাম ললিতা।

তবে তাঁদের বাবা মায়ের সম্পর্ক একদমই ভাল ছিল না। গুরু দত্তের মামারা প্রায়ই অশান্তি বাঁধাতেন তাঁদের সংসারে। ছোটবেলা থেকে বারবার বাবা-মায়ের ভয়ংকর ঝগড়ার সাক্ষী হয়েছেন গুরু, ফলে তাঁর শিশু বয়স মোটেইই সুখের ছিল না। তবে মায়ের এক ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। গুরু তাঁকে 'বকুট মামা' বলে ডাকতেন। সেই বটুক মামার আসল নাম ছিল বালকৃষ্ণ বেনেগল। তিনি সিনেমার পোস্টার আঁকতেন। তাঁর মুখে সিনেমার গল্প শুনে শুনেই সিনেমার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন।। এই বকুট মামার ছোট ভাইয়ের ছেলেই পরবর্তিকালে হয়ে ওঠেন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক। নাম শ্যাম বেনেগল।

গুরু দত্ত কাজ নেন উদয় শঙ্কর ইন্ডিয়া কালচারাল সেন্টারে। কিন্তু তিনি সেখানে বেশি দিন কাজ করতে পারেননি। ওখান থেকে তাঁকে বার করে দেওয়া হয় নারীঘটিত কারণে। আসলে মেয়ে দেখলেই তিনি প্রেমে পড়ে যেতেন। ডান্স আকাডেমির এক মহিলা নৃত্যশিল্পীকে নিয়ে গুরু পালিয়ে যাওয়ার ফন্দি কষেছিলেন। ব্যাপারটা জানাজানি হতেই গুরুকে সরে আসতে হয় আকাডেমি থেকে।

তিনি কাজ নেন টেলিফোন অপারেটরের। কিন্তু সৃষ্টিশীল গুরুর বেশিদিন মন টেঁকেনি সে কাজে। অতঃপর মামার সাহায্যে তিন বছরের চুক্তিতে যোগ দেন প্রভাত ফিল্ম কোম্পানির কাজে। এখানেই তাঁর জীবনের বাঁকবদল ঘটে। প্রভাত ফিল্ম কোম্পানিতে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় দেব আনন্দের। জীবনের শেষদিন অবধি গুরুর সঙ্গে দেবের বন্ধুত্ব অটুট ছিল। এই ফিল্ম কোম্পানিতে তৎকালীন পরিচালক অমিয় চক্রবর্তী ও জ্ঞান মুখার্জির সহকারী হিসেবে কাজ করার সুযোগ পান, পরিচালনার পাঠ শেখেন সেখানেই।

প্রভাত ফিল্মের সঙ্গে চুক্তি শেষ হওয়ার পরে দশ মাস কর্মহীন ছিলেন গুরু। তখন দেব আনন্দ তাঁর নবকেতন ফিল্ম কোম্পানিতে গুরুকে পরিচালক করে নিয়ে আসেন। নবকেতন থেকে মুক্তি পায় গুরু দত্তের কালজয়ী ছবি 'বাজি'।

দেব আনন্দ-গীতা বালি জুটির 'বাজি' সুপারহিট হয়। এই ছবিতেই গান গাইতে এসেছিলেন বিখ্যাত কোকিলকণ্ঠী বাঙালি গায়িকা গীতা রায়। গীতা রায়ের কণ্ঠে গীতা বালির লিপে সুপার ডুপার হিট হয় 'তদবির সে বিগড়ি হুয়ি তকদির' গানটি।

গীতার গানের মাদকতায় ভেসে যায় সারা দেশ। ঝড় ওঠে গুরু দত্তের মনেও। গীতার প্রেমে পড়েন গুরু। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গুরু দত্তের সঙ্গে এরই মাঝে আরও দু'জন মহিলার সম্পর্ক হয়েছিল। লোকমুখে শোনা যায়, যথেষ্ট অন্তরঙ্গ ছিল সেসব সম্পর্ক। কিন্তু সব পিছুটান, নারীসঙ্গ ফেলে গুরু ছুটে আসেন গীতার কাছে।

তরুণ বয়সেই গুরু হয়ে ওঠেন একাধারে সফল চিত্রপরিচালক, অভিনেতা এবং প্রযোজক।

১৯৫০-এর দশকে হিন্দি চলচ্চিত্রে সংগীতধর্মী এবং শৈল্পিক চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য এবং ১৯৫৭ সালে'প্যায়াসা চলচ্চিত্র দিয়ে হিন্দি চলচ্চিত্রের বাণিজ্যধারার প্রসারের জন্য তিনি সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেন। তার পরবর্তী কয়েকটি চলচ্চিত্র কাল্ট খ্যাতি লাভ করে। তার চলচ্চিত্রগুলির পুনঃমুক্তিকালে দর্শকদের নজর কাড়ে, বিশেষ করে জার্মানি, ফ্রান্স ও জাপানে।

বাংলা এবং বাঙালির প্রতি দুর্বলতার কারণেই গুরু দত্ত বিয়ে করেছিলেন সেই সময়ের স্বনামধন্য বাঙালি গায়িকা গীতা রায়কে। বিয়ের পরে যাঁর নাম হয় গীতা দত্ত।

ফরিদপুরের এই ছোট্ট মেয়েটি পদ্মানদীর মাঝিদের গান কান পেতে শুনতেন। মাঝিদের গান শুনে শুনেই তিনি বড় হয়েছেন।

জমিদারবাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে তাঁর আর বন্দি হয়ে থাকতে ইচ্ছে করত না। গানের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি।

জন্মেছিলেন ১৯৩০ সালের ২৩ নভেম্বর। অবিভক্ত ভারতবর্ষের ফরিদপুরে। তিনি ছিলেন সেখানকার জমিদার ঘোষ রায়চৌধুরী পরিবারের দশ সন্তানের পঞ্চম সন্তান। ছোট থেকেই তাঁর ছিল অসম্ভব সুরেলা গলা।

সেটা মা-বাবার নজর এড়ায়নি।

শ্রী হরেন্দ্রনাথ নন্দীর কাছে মেয়ের তালিমের ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু জমিদারি তথা আর্থিক অবস্থা পড়ে যাওয়ায় ফরিদপুর ছেড়ে চলে আসতে হয় ঘোষ রায়চৌধুরীদের। এসে উঠেছিলেন দক্ষিণ কলকাতার কেওড়াতলা মহাশ্মশানের যে ব্রিজটা এখন হয়েছে, তাঁর ঠিক ওপারে। বিখ্যাত লেখক বিমল মিত্রের বাড়ির পাশে। গৌড়ীয় মঠের গলিতে। চেতলায়।

এরপরেই তাঁরা পাড়ি দেন বোম্বে। সেখানেই একদিন হঠাৎ করেই পণ্ডিত হনুমান প্রসাদের নজরে পড়ে যান তিনি।

আসলে সেই সময় তাঁদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন পণ্ডিত হনুমান প্রসাদ। যেতে যেতেই তাঁর কানে আসে মধুর স্বর। তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন। আশপাশের লোকজনদের কাছে জানতে চান মেয়েটি কে? পরিচয় হতেই তিনি প্রস্তাব দেন তাঁর 'ভক্ত প্রহ্লাদ' সিনেমায় গান গাওয়ার জন্য। সেটা ১৯৪৬ সাল। ব্যস, সেই শুরু।

'ভক্ত প্রহ্লাদ' ছবিতে তাঁর গান মুগ্ধ করেছিল শচীন দেব বর্মনকে। পদ্মাপাড়ের কন্যাকে 'দো ভাই' ছবির প্রধান গায়িকা করেন তিনি। শোনা যায়, অনেকে মানা করেছিলেন তাঁকে। কিন্তু শচীনকর্তা টের পেয়েছিলেন 'মেরা সুন্দর সপনা বিত গ্যয়া'-র বুকভাঙা আর্তি শুধুমাত্র ওই কিশোরীর হৃদয় থেকেই বেরোতে পারে। গান শুনে চমকে উঠেছিল বোম্বে তথা পুরো ভারত। কে ইনি? দেখতে দেখতে গীতা ঘোষ রায়চৌধুরীর জনপ্রিয়তা বোম্বের আকাশ ছেয়ে ফেলে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে জনপ্রিয়তার শিখর ছুঁয়ে ফেলেন গায়িকা।

সেদিন বোম্বের বিখ্যাত মহালক্ষ্মী স্টুডিওয় যখন 'বাজি' সিনেমার 'তদবির সে বিগরি হুই তকদির বনা লে...' গানটি তরুণী গীতা রেকর্ড করছেন, তখন সামনে বসে শুনছিলেন ছবির পরিচালক গুরু দত্ত।

এত সাবলীলভাবে এই গানটিকে কী ভাবে গাইছেন তরুণী? অজান্তেই মুগ্ধ হয়ে যান ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রবাদপ্রতিম নায়ক ও চিত্রপরিচালক। এর পর থেকেই ধীরে ধীরে, গুরু দত্তের বাড়িতেও যাতায়াত শুরু হয় গীতার। তরুণীর প্রেমে পড়ে যান গুরু দত্ত। টানা তিন বছরের পত্রালাপ ও দেখাশোনার পর বিয়ে করেন।

গীতা রায় হয়ে ওঠেন গীতা দত্ত। সেটা ১৯৫৩ সাল।

বিয়ের সময়েও বাংলার শিকড়ের কথা কিন্তু ভোলেননি গায়িকা। নিজে লাল বেনারসি আর গয়নায় সেজেছিলেন। আর গুরুদত্তও সেজেছিলেন পুরদস্তুর বাঙালি ঘরানায়। ধুতি-সিল্কের পাঞ্জাবিতে।*

বিয়ে তো হল। কিন্তু দাম্পত্য জীবন! সেটা তাঁদের ঘনিষ্ঠদের কেউ কেউ আগেই আন্দাজ করেছিলেন। তাঁদের মতে, গুরু-গীতা দু'জনেই ছিলেন অসম্ভব জেদি। তার ওপর, বিয়ের সময় গীতার খ্যাতি মধ্যগগনে, গুরু দত্ত তখনও পায়ের তলার জমি শক্ত করার লড়াই করছেন। তবে এটা নিয়ে ওঁদের মধ্যে খুব একটা সমস্যা হয়নি। কারণ এঁরা দু'জনেই উপার্জন নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত ছিলেন না। সমস্যা শুরু হয় ইগো প্রবলেম নিয়ে।

ঘনিষ্ঠদের অনেকেরই দাবি, গুরু দত্ত চাইতেন তাঁর ব্যানার ছাড়া অন্য কোনও ব্যানারের জন্য গান গাইবেন না গীতা। গীতা সেটা মেনেও নিয়েছিলেন। তার মধ্যেও নিজেকে উজাড় করে যেমন বেশ কিছু অসামান্য গান তিনি উপহার দিয়েছেন বাংলা সংগীত জগৎকে, ঠিক তেমনই হারিয়েছেন বেশ কিছু সুযোগও।

অনেকে মনে করেন, গীতা দত্তের যে বিভিন্ন ধরনের গান করার সাবলীল ক্ষমতা ছিল, এই গণ্ডির ফলে তা অনেকটাই বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাও লুকিয়ে চুরিয়ে টুকটাক পারফর্ম করতেন তিনি। কিন্তু গোলযোগ চরমে পৌঁছয় C.I.D সিনেমার পর।

এই ঙ্ঘ.জ্জ.ঙ্গ সিনেমার মাধ্যমেই চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে গুরু দত্ত পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ওয়াহিদা রহমানের। শোনা যায়, ওয়াহিদার সঙ্গে তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠতা তাঁদের জটিল দাম্পত্যকে আরও জটিল করে তুলেছিল। শুরু হয় টানাপড়েন। তার মাত্রা এতটাই ছাড়িয়ে যায় যে, তাঁদের মধ্যে প্রায়ই তীব্র বাদানুবাদ হতো। হতো হাতাহাতিও।

গুরু দত্তের প্রযোজনায় বেশ কিছু ছবির পরিচালনা করেন রাজ খোসলা বা আব্রার আলভী। এই আব্রার আলভী ছিলেন 'সাহেব বিবি গুলাম'-এর মতো কালজয়ী ছবির পরিচালক, কিন্তু তাঁর স্বভাব ছিল একেবারে মন্থরার মতো। গুরুর বন্ধু সেজে গুরু আর গীতা দু'জনের কানেই দু'জনের নামে বিষ ঢালতেন। গীতা একবার ওয়াহিদার নাম ভাঁড়িয়ে গুরুকে ডেটও করেন। গুরু এসে হাজির হতেই গীতা তাঁকে তীব্রভাবে অপমান করেন।

ওয়াহিদার সঙ্গে গীতার সম্পর্ক ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল। এ সময় গুরু দত্তর প্রোডাকশনের বাইরে ওয়াহিদার লিপে গীতার কাছে গান গাইবার অফার এলেই গীতা পত্রপাঠ 'না' করে দিতেন।

চমকপ্রদ বিষয় হল, ওয়াহিদা কিন্তু তখন দেব আনন্দেরও নায়িকা। দেব আনন্দ কিন্তু সুরাইয়া থেকে জিনাত আমন পর্যন্ত তাঁর সমস্ত নায়িকাদের সঙ্গেই সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন বা ফ্লার্ট করতেন। কিন্তু কখনও ভুল করেও ওয়াহিদার ঘনিষ্ঠ হননি। কারণ, দেব আনন্দের বন্ধু ছিলেন যে গুরু দত্ত, তাই ওয়াহিদার থেকে সব সময় দূরত্ব বজায় রাখতেন দেব।

আর ওয়াহিদাকে নিয়ে গুরুর সঙ্গে ঝামেলা হলেই ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যেতেন গীতা। কিন্তু গুরু দত্তের ঘনিষ্ঠদের বক্তব্য, গুরু যতই এদিক ওদিক প্রেম করুক, গীতার প্রতি কিন্তু ভালবাসা ছিল অটুট। তাই স্ত্রীকে বারবার তিনি ফিরিয়ে আনতেন।

এত মানসিক যন্ত্রণার মধ্যেও কিন্তু 'প্যায়াসা', 'কাগজ কা ফুল' এবং 'সাহেব বিবি অওর গুলাম' ছবিতে গীতা দত্তের কণ্ঠ শুনলে মনে হবে না যে, নেপথ্যে দানা বাঁধছে বিচ্ছেদের মেঘ। দর্শক-শ্রোতাদের মুখে মুখে তখন শুধুই, 'না যাও সাঁইয়া, ছুড়াকে বাঁইয়া', 'আজ সজন মুঝে অঙ্গ লগালো', 'বাবুজি ধীরে চলনা'... আরও কত গান।

শোনা যায়, তাঁর গানের ঘরানা এমন উচ্চতায় পৌঁছেছিল যে, একমাত্র ফরিদপুরের এই কন্যাকে কিছুটা হলেও সমীহ করতেন ভারতের 'নাইটিংগল' লতা মঙ্গেশকর।

গীতা আর গুরুর তিক্ততা চরমে উঠলেও, গীতা দুই শিশুপুত্র আর এক শিশু কন্যাকে নিয়ে স্বামীর ঘর ছাড়লেও, গুরুকে কিন্তু তিনি ডিভোর্স দিলেন না। স্ত্রী, সন্তান, কেরিয়ার হারানো গুরু ওয়াহিদার সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য ছটফট করতেন। কিন্তু ওয়াহিদা একদিন গুরুকে পরিষ্কার জানিয়ে দেন, গীতাকে ডিভোর্স না দিলে তিনি গুরুর জীবনের 'আদার ওম্যান' হয়ে বাঁচবেন না। গুরুকে একরকম তিরস্কারই করলেন ওয়াহিদা। গুরু দত্তের জীবনতরী যেন ভরাডুবি হতে থাকল।

অবশ্য গীতার সঙ্গে সম্পর্ক ফেরাতে গীতাকে নায়িকা করে অনেক আগেই বাংলা ছবি 'গৌরী' করতে চেয়েছিলেন গুরু। 'গৌরী' তিনটি ভাষায় হওয়ার কথা থাকলেও গৌরী ছিল বাংলা ছবি। গীতা দত্ত বলেছিলেন, তআমার হিন্দি সংলাপ অত ভাল ছিল না, তাই বাংলাতেই 'গৌরী' ছবিটি নির্মাণ করছিলেন নির্মাতা গুরু দত্ত। কয়েকটা গানে দৃশ্য শ্যুট হলেও সেই ছবির কাজ পরে আর এগোয়নি। 'গৌরী' সিনেমাটির সুরকার ছিলেন শচীন দেব বর্মণ। ছবিতে গীতার জন্য সুর করা গান পরবর্তিকালে শচীন দেব নিজের গলায় রেকর্ড করলেন — 'বাঁশি শুনে আর কাজ নাই, সে যে ডাকাতিয়া বাঁশি'।

নড়বড়ে সম্পর্ক নিয়ে টালমাটাল ছিলেন দু'জনেই। তার ওপর 'কাগজ কা ফুল' একেবারে ফ্লপ করে। শোনা যায়, অবসাদে ভুগতে শুরু করেছিলেন গুরু দত্ত। দু'বার আত্মহত্যা করারও চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৬৩ সালে আলাদা হয়ে যান নায়ক-গায়িকা। গীতা থাকতে শুরু করেন সান্তাক্রুজে। গুরু দত্ত ছিলেন পেডার রোডের তিন কামরার ফ্ল্যাটে।

গুরু দত্তর জীবনের সব আলো যেন এক এক করে নিভে যাচ্ছিল। বন্ধুবান্ধবদের কাছে গুরু আফসোস করতেন, সন্তানদের সঙ্গে দেখা করতে দিতে চান না গীতা।

আসলে গীতা চাননি নেশাতুর বাবার কাছে শিশু সন্তানদের পাঠাতে। নিজের বাড়িতে একাকীত্বে দিন কাটছিলেন গুরু দত্ত। ভালবাসার কাঙাল গুরু দত্ত তাঁর বুক ভরা হাহাকার মেটাতে এসময় যথেচ্ছ মদ্যপান শুরু করেন।

বছরখানেক পর হঠাৎই একদিন সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান বন্ধু পরিচালক আব্রার আলভী।অনেক হাঁকডাকের পরেও সেই ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজার ভেতর থেকে কোনও সাড়া দেননি গুরু দত্ত। অগত্যা দরজা ভেঙেই ভেতরে ঢোকেন আব্রার আলভী। স্লিপিং পিল আর মাত্রাছাড়া মদের কম্বিনেশন বড় বেশি হয়ে গিয়েছিল। মাত্র ৩৯ বছর বয়সেই চলে যান এই নায়ক-চিত্রপরিচালক।

অন্তিম যাত্রায় তাঁকে নিয়ে যাওয়ার আগে ডুকরে কেঁদে ওঠেন গায়িকা। বলেছিলেন, 'ওঁকে নিয়ে যেও না।'

তারপরই সে কি কান্না। তাঁকে ধরে রাখা যাচ্ছিল না। জাপটে ধরে সামলেছিলেন মিনা কুমারী।

সে সময় অনেকেই বলেছিলেন গুরু দত্ত আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু তাঁর দুই ছেলে অরুণ দত্ত ও তরুণ দত্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, 'বাবার সুইসাইড করার মতো কোনও কারণ ঘটেনি। মা তো বলেছিলেন আমাদের সকালে পাঠাবেন।'

সে ক্ষেত্রে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছিলেন, আগে যে ক'বার গুরু দত্ত সুইসাইডের চেষ্টা করেছিলেন, তার আগে কি তিনি কোনও সুইসাইড নোট লিখেছিলেন? লেখেননি। ঠিক সেই রকম, এ দিন আত্মহত্যা করার সময়ও তিনি কোনও সুইসাইড নোট লিখে যাননি।

গুরু দত্ত চলে যাওয়ার পর আর্থিক সমস্যায় পড়েন গায়িকা। গান করার চেষ্টা করেন। একসময় বাংলা ছবিতেও সুচিত্রা সেন, মালা সিনহাদের লিপে গীতার গান ছিল সুপারহিট। কিন্তু সেখানেও ব্যক্তিগত নানান সমস্যায় একের পর একে রেকর্ডিংয়ের ডেট ফেল করতে লাগলেন গীতা। টাকার জন্য রাখী গুলজারের প্রথম বাংলা সিনেমা 'বধূবরণ'-এ শুধু প্লেব্যাক নয়, অভিনয়ও করেন তিনি।

তত দিনে গীতাকে বাদ দেওয়া শুরু করে দিয়েছেন বেশ কিছু মিউজিক ডিরেক্টর। গীতার জায়গা নিচ্ছিলেন লতা মঙ্গেশকর আর আশা ভোঁসলে।

শক্তি সামন্তর 'হাওড়া ব্রিজ' সিনেমাতেও নায়িকা মধুবালার লিপে একের পর এক গানে জায়গা পেলেন ও পি নাইয়ারের খুব কাছের মানুষ আশা। আশা ভোঁসলে। আর গীতা দত্ত পেলেন মাত্র একটি গান। তাও নায়িকার ডিপে নয়, নর্তকীর লিপে। গীতা দত্ত অভিমান করায় ও পি নাইয়ার গীতাকে বলেছিলেন, আপনাকে এমন গান দেব যে গানে গীতা দত্তকে পৃথিবীর লোকে আজীবন মনে রাখবে।' বাস্তবে তাই হল। সুপার ডুপার হিট করল হেলেনের লিপে 'মেরা নাম চিন চিন চু'...

পাশাপাশি হিট করল বাসু ভট্টাচার্যের 'অনুভব' ছবিতে গাওয়া তাঁর সব ক'টি গান।

তিনি যখন আবার স্বমহিমায় ফিরে আসছেন ঠিক তখনই ধরা পড়ল তাঁর 'সিরোসিস অফ লিভার।'

শেষের দিনগুলি অসহ্য যন্ত্রণায় কাটত তাঁর। নাকেমুখে নল গোঁজা থাকত। কখনও কান বা নাক দিয়ে রক্ত বেরোত। বেশিরভাগ সময়ই বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতেন তিনি। অবশেষে ১৯৭২ সালের ২০ জুলাই চলে গেলেন গীতা দত্ত। শেষ হল দুই অসামান্য প্রতিভাধর মানুষের যন্ত্রণাময় করুণ ইতিহাস। ■